রেড রোজ

ফারহানা নিঝুম

“আমি এখনও ভা’র্জিন আছি চাইলে চেক করতে পারো,কাম অন।”
ঐশ্বর্য রিক চৌধুরীর এহেন কথায় ছি’টকে দূরে সরে গেলো অষ্টাদশী কন্যা উৎসা।ওষ্ঠাদয় তীর তীর করে কাঁপছে তার,একটা মানুষ কী করে এত খারাপ হতে পারে তা জানা ছিলো না এই ছোট্ট মেয়ের।
ঐশ্বর্য উৎসা কে চুপ থাকতে দেখে ফের বললো।
“কী হলো সুইটহার্ট কাম অন,চেক করে দেখো তো একবার!”
উৎসার চোখ দুটো ইতিমধ্যেই অশ্রু কণায় ভরে উঠেছে, ঐশ্বর্যের থেকে দু হাত দূরে সরে গিয়ে মিনমিনে গলায় বলল।“আপনি আমার সাথে এমন করতে পারেন না ভাইয়া। আমি কিন্তু আপনার বোন!”

ঐশ্বর্য মূহুর্তে নিজের মুখশ্রী বদলে নেয়। চক্ষুদয় জ্ব’ল’জ্ব’ল করে উঠলো তার, কিয়ৎক্ষণ পূর্বের রাগ মূহুর্তে যেনো মাথা নাড়া দেয়। শক্ত হাতে সপাটে থা’প্প’ড় বসালো উৎসার নরম গালে।উৎসা ফ্লোরে পড়ে যায়, ঐশ্বর্য ফের উৎসা কে টেনে দাঁড় করিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল।

“লিসেন মিস উৎসা না তোর বাপের সাথে আমার মায়ের কিছু ছিলো!আর না আমার বাপের সাথে তোর মায়ের কিছু ছিলো।সো ডোন্ট কল মি ভাইয়া, আমি তোর ভাই নই ইজেন্ট ইট ক্লিয়ার?”

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।“কী বলছেন আপনি এসব? আপনার বাবা আমার মায়ের খালাতো ভাই হয় তো! আপনি কী করে এত খারাপ ই’ঙ্গি’ত করছেন?যদি ওরা ভাই বোন হয় তাহলে তো সেই হিসেবে আপনি আমারো ভাই...

“জাস্ট শাট আপ বা’স্টার্ড।তুই আমার বোন টোন কিছুই না, আমার এসব বোন লাগে না,নাউ গেট লস্ট।”

ঐশ্বর্য কথাটা বলেই উৎসা কে ধাক্কা দিয়ে ড্রয়িং রুম থেকে মেইন ডোর দিয়ে বাইরে বের করে দিলো।

তুষারপাত হচ্ছে, ঠান্ডায় জমে যাওয়া উপক্রম হয়েছে উৎসার।সময়টা বছরের শেষ দিকে, বার্লিন শহরে আসার পর থেকেই উৎসা কে এই ঠান্ডার সাথে প্রতি নিয়ত লড়তে হচ্ছে। বছরের শেষ ডিসেম্বরের দিকে তাই ঠান্ডাটা বেশ জেঁ'কে বসেছে।দরজায় বার কয়েক নক করা সত্বেও কেউ দরজা খুলল না। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে নিচে ফ্লোরে বসে পড়লো উৎসা। আপাতত রাস্তা পুরো তুষারের কারণে ডাকা পড়েছে, কোথায় যাবে কিছু বুঝতে পারছে না উৎসা।

নিজেই দু'হাতে ঘষে উষ্ণতা খুঁজছে,পরণের শুভ্র রঙা ওড়না ভালো করে শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে সে।

হায় রে ভাগ্য তার! নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো উৎসা।

"স্যার বাইরে তুষারপাত হচ্ছে আপনি যদি এখন ম্যাম কে এভাবে বাইরে রাখেন তাহলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে!"

"উফ্ শাট আপ মিস মুনা, প্লিজ আপনি গিয়ে নিজের কাজ করুন।"মিস মুনা একজন কেয়ারটেকার,বহু বছর ধরেই এই দেশে তার বসবাস। ঐশ্বর্যের মা

মিসেস মনিকা থাকা কালীন থেকে মিস মুনা কাজ করছেন।
হতাশ হয়ে মলিন মুখে জায়গা ত্যাগ করলেন মিস মুনা।
অতীত
বাংলাদেশের সিলেট শহরে বেশ বড়সড় বাড়ি পাটোয়ারী মঞ্জিল। মিস্টার আহমেদ পাটোয়ারী মা'রা গিয়েছে অনেক বছর।আপাতত বাড়িটা মিসেস সাবিনা পাটোয়ারীর নামেই আছে।
বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে উৎসা আচমকা মুখের উপর বালতি ভরা পানি পড়তেই হকচকিয়ে গেল উৎসা।
"তুই কী কোনো মহারানী?"আফসানা পাটোয়ারী সকাল সকাল এসেই উৎসা কে কথা শোনানো শুরু করেছে। দীর্ঘ শ্বাস ফেললো উৎসা, আফসানা পাটোয়ারী উৎসার বড় মামী,তিনি উঠতে বসতে উৎসা এবং ওর মা সাবিনা পাটোয়ারী কে ক'টু কথা বলেন।
"স্যরি বড় মামী উঠতে লেইট হয়ে গেছে!"

আফসানা পাটোয়ারী দাঁতে দাঁত চেপে বলে।“আরে তুই স্যরি বলবি কেন?স্যরি তো আমাদের বলা উচিত, তোদের মা মেয়ের এত ঢং স'হ্য করছি।”

উৎসা নিশ্চুপ, বলার মতো ভাষা নেই তার। বাড়িটা তাদের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো অধিকার নেই। মা নামক মানুষটি প্রায় তিন বছর ধরে প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। ওনার চিকিৎসার টাকা পর্যন্ত আফসানা পাটোয়ারীর থেকে চেয়ে নিতে হয়।

“এখন কী বসে থাকবি না কাজ করবি?”

আফসানার কথা শুনে দ্রুত পায়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো উৎসা।সাড়ে ছয়টা বাজে নয়টার দিকে কলেজে যেতে হবে,তার পূর্বে সব কাজ শেষ করতে হবে তাকে।

আফসানা পাটোয়ারী হু'কু'ম দিয়ে ফের ঘুমাতে চলে গেলেন।

উৎসা দ্রুত বাড়ির কাজ গুলো করতে লাগলো, বাড়িতে কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও তাকে দিয়েই এত কাজ করানো হয়।সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাজিয়ে পুরো বাড়ি পরিষ্কার করে নেয়।

“উৎসা উৎসা,,, আমি বেড টি কোথায়?”

নিকির চেঁচামেচি শুনে উৎসা চায়ের ট্রে আর সাথে কুকিজ নিয়ে নিকির রুমের দিকে রওনা দেয়।

নিকি আফসানা পাটোয়ারীর ছোট মেয়ে,আর রুদ্র ওনার বড় ছেলে।

“আপু এই যে তোমার চা।”

নিকি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে কখন! উৎসা কে দেখে ওর হাত থেকে ট্রে নিয়ে বেড সাইড টেবিলে রাখলো।“আয় আয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নে এরপর আমি তোকে কলেজে ড্রপ করে দেবো।

“কিন্তু আপু এগুলো তো তোমার জন্য।”

“উফ্ এত কথা বলিস না।”

নিকি উৎসা কে টেনে বিছানায় বসিয়ে চা আর আর বিস্কুট হাতে ধরিয়ে দিলো।

“তাড়াতাড়ি খেয়ে নে,দেখ একদম জ্ঞান দিবি না।দেখ তোকে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে,তার পর অফিসের দায়িত্ব নিতে হবে!”

উৎসা সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলল।

“আপু আমি এসব অফিসের দায়িত্ব নিতে চাই না, আপাতত আমি পড়ালেখা শেষ করে জার্মানি যেতে চাই। আমাকে মিহি আপু কে খুঁজতে হবে।”

নিকি মৃদু হাসলো।

“ইয়েস পারবি তো,কিছু দিন আগেই না স্কলার্শিপের জন্য এক্সাম দিলি? ওইটার কী খবর?”

“ওটার রেজাল্ট কাল দেবে,আই হোপ যাতে স্কালার্শিপ টা যেনো পেয়ে যাই।”

“গ্রেট।”জগিং শেষে ঘেমে একাকার হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী।পরণে তার নেভি ব্লু জগিং গ্রেট আপ,হাতে ওয়াটার বোটাল। এক হাতে ড্রাইভিং করছে অন্য হাতে মুখের উপর ওয়াটার বোটাল ধরে নিজেকে ভিজিয়ে নিচ্ছে ঐশ্বর্য।

“রিক এক্সিডেন্ট হবে ব্রো।”

বেশ ব্যস্ত কন্ঠে আওড়ালো কেয়া,ওর কথায় সহমত প্রকাশ করে জিসান।

“তুই সর রিক আমি ড্রাইভ করছি।”

ঐশ্বর্য শুনলো কী না তা জানা নেই,তবে গাড়ির স্পিড বেড়েছে দ্রুত গতিতে।

কেয়া আর জিসান বেশ ভয় পাচ্ছে,এই রিকের কোনো ভরসা নেই।দেখা গেলো তাদের মে’রে নিজে পা’লিয়ে গেছে।কেয়া বেশ চিৎকার করে উঠল।

“রিক স্টপ ইট,রিক!”রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে গাছগুলো কে পিছনে ফেলে মার্সিডিজ কার নিয়ে ছুটে চলেছে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী। অতঃপর কেয়া আর জিসানের চেঁচামেচি শুনে গাড়ি থামালো।গাড়ি থামার সাথে সাথে কেয়া নেমে গেলো।

ঐশ্বর্য আর জিসান নামলো।কেয়া ঐশ্বর্যের উপর রাগ দেখিয়ে বলে।

“হোয়াট দ্যা হেল ইজ দিস রিক?

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো, কেয়ার অবস্থা দেখে বলে।

“জাস্ট চিল মাই ডিয়ার।”জিসান ঐশ্বর্যের বাহুতে ঘু’ষি মে’রে বলে।

“ব্লা”ডি তোর জন্য আমার হবু বাচ্চাদের বংশ এখুনি নি’র্বংশ হয়ে যেতো!”

ঐশ্বর্য তী’ক্ষ্ণ দৃষ্টি নি’ক্ষে’প করে জিসানের দিকে।

“তোদের কী মনে হয় এই রিক থাকতে তোদের কিছু হতো?”

কেয়া বুকে হাত গুজে বলে।

“অবশ্যই আমার অ্যাটলিস্ট মনে হয় তুই থাকতে আমার ম’রবো না?”

ঐশ্বর্য কিছুই বললো না, কিয়ৎক্ষণ ভেবে বলে।

“লেটস্ গো।”

জিসান উদ্দগ্রীব হয়ে শুধায়।

“কোথায় যাবি?”ঐশ্বর্য গাড়িতে বসতে বসতে বলে।

“ক্লাবে,নিড অ্যা ফিজিক্যাল পি’স।”

জিসান একবার কেয়ার দিকে তাকালো, কেয়া নাক মুখ কুঁচকে নেয়। জিসান ঐশ্বর্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

“শেইমলেস একটা।”

ঐশ্বর্য গায়ে মাখলো না।ফের ড্রাইভ করতে লাগলো।

জার্মানির বার্লিন শহরের বিশাল আলিশান বাড়িতে থাকে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী, কেয়া এবং জিসান ঐশ্বর্যের বেস্ট ফ্রেন্ড।ছোট থেকেই এক সাথে আছে তিন জন,কেয়া চাইল্ডহোমে বড় হয়েছে,আর জিসান ঐশ্বর্যের সাথেই বড় হয়েছে।

ঐশ্বর্য গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির এক মাত্র মালিক ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী। আপাতত কোম্পানির শেয়ারে আছে তার আঙ্কেল মিস্টার রাজেশ চৌধুরী।ঐশ্বর্য শৌখিন একজন মানুষ, ট্রাভেলিং অ্যাডভেঞ্চার গেম কার রেসিং,সব কিছুই করতে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে তাকে গিটার হাতে সিংগিং করতেও দেখা যায়।এক

জায়গায় থেকে অভ্যস্ত নয় ঐশ্বর্য,আজ এই দেশে তো কাল ওই দেশে,আর ওর সঙ্গী হয় কেয়া এবং জিসান।
ঐশ্বর্য একটা কথাটা কে ভীষণ ভাবে মানে,লাইফ ইজ বিউটিফুল সো জাস্ট এ'নজয় করতে হবে।
ফ্রেন্ডদের সাথে যেমন ঐশ্বর্য ফ্রি ঠিক অন্যদের বেলায় ততটা গম্ভীর এবং অ'স'ভ্য।এই অসভ্য লোকটা কে সভ্য করতে আদেও কী কেউ আসবে?"লিসেন বেইব আমি খুব একটা ভালো ভাবে আচরণ করব না! আমি যা করব ভ্যারি হার্ড।সো বি কেয়ারফুল!"
নাইট ক্লাব থেকে একটি বাংলাদেশী মেয়ে কে নিয়ে হোটেলে ঢুকেছে ঐশ্বর্য।এটা নতুন কিছু নয়,রোজই এমন,হয়। ঐশ্বর্য বরাবরই মেয়েদের টিস্যুর মতো ইউজ করে।আজকেও তাই, কিন্তু ঐশ্বর্যের আচরণের জন্য তার কাছে কোনো মেয়েই আসতে চায় না।
কলিং বেল বেজে উঠতেই মিস মুনা গিয়ে গিয়ে মেইন ডোর খুলে দিলেন। জিসান দাঁড়িয়ে আছে।
"গুড মর্নিং মিস মুনা।"মিস মুনা সৌজন্য মূলক হাসলো।

“গুড মর্নিং স্যার, প্লিজ আসুন।বড় স্যার নিজের রুমে আছেন।”

জিসান ত্বরিতে প্রবেশ করলো ভেতরে, গায়ের জ্যাকেট খুলে কাউচের উপর রেখে ছুট লাগালো ঐশ্বর্যের রুমে।

“রিক,,স্টুপিড কোথায় তুই?”

সবে মাত্র ঘুম লেগেছিল ঐশ্বর্যের এর মধ্যে জিসানের কণ্ঠস্বর শুনে ডোর খুলে দিতেই হুড়মুড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো জিসান।“কী রে প্যাঁ’চা! সকাল সকাল আমার আরামের ঘুম হারাম করতে ষাঁ’ড়ের মত চিল্লাচিল্লি করছিস কেন?”

জিসান বিরক্ত হলো,আপাতত ঝগড়া করা যাবে না। এই ঘাড় ত্যা’রা কে বোঝাতে হবে।

“লিসেন রিক তুই জানিস কাল রাতে যে মেয়েটার সাথে ছিলি সে এখন হসপিটালে ভর্তি আছে?”

ঐশ্বর্য ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে ঢকঢক করে খেয়ে নেয়।

“ওহ্ রিয়েলি!”

ঐশ্বর্য আশ্চর্য হওয়ার ভা’ন ধরে, জিসানের রাগ হলো।

“ব্লা’ডি তোর কী রোজ রোজ মেয়ে লাগে?”

ঐশ্বর্য ওয়াটার বোটাল ফ্রিজে রেখে জিসানের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো।

“আয় তোর সাথে করি?”জিসান ঐশ্বর্যের কথা শুনে ছি’টকে দূরে সরে গেল।

“ইয়াক ইয়াক, আমি কী ইয়ে নাকি যে তুই আমার সাথে করবি?”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো। জিসান ফের শুধায়।

“ব্রো তোর এত ফিজিক্যাল নি’ড কিসের?”

“রং,নট ফিজিক্যাল নিড! ইটস্ সে’ক্সু’য়াল নিড।”

জিসান হতাশ,গালে হাত দিয়ে ডিভানের উপর গিয়ে বসলো। ঐশ্বর্য গিয়ে ওর পাশে বসলো।

“কী?”“আমি আমার হবু ভাবী নিয়ে ভ্যারি টেনশনে আছি।”

ঐশ্বর্য দুষ্টু হাসলো।

“এখন একবার ভাবী আসলে অনেক বার।”

“শেইমলেস একটা।”

“ওকে টপিক চেঞ্জ কর, এখন বল কেয়া কোথায়?”

জিসান নাক মুখ কুঁচকে বলে।

“আর কোথায়?দেখ গিয়ে কার সাথে ফ্লার্ট করছে! শেইমলেস ওয়ে ম্যান এন্ড শেইম লেস ম্যান।”

ঐশ্বর্য বিদ্রুপ করে বলে।“উপ্স মাই শুদ্ধ পুরুষ,তৎপুরুষ সবই তুই। আমার শেইমলেস ঠিকই আছি।”

জিসান কিছু বললো না আর, ঐশ্বর্য ফ্রেশ হয়ে বের হয় ওয়াশরুম থেকে তৎক্ষণাৎ জিসান ভেতরে ঢুকে। ঐশ্বর্য ল্যাপটপ নিয়ে বসলো,সাথে কানে হেডফোন। নু'ড দেখছে সে, তৎক্ষণাৎ জিসান হাক ছাড়লো।

“রিক তোর আন্ডারওয়্যার আমায় দে।”

ঐশ্বর্য কপাল কুঁচকে নেয়।

“ননসেন্স তোর কী নেই?”

“ভিজে গেছে দে না তোর টা।”

ঐশ্বর্য ল্যাপটপের শাটার অফ করে বলে।

“নো ওয়ে।”

জিসান ওয়াশ রুম থেকেই বলে।

“প্লিজ ভাই দে না? না হলে কিন্তু তোর সব আন্ডারওয়্যার তেইফ করে ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করে দেবো।”

ঐশ্বর্য কপাল চুলকায়,এই জিসানের ভরসা নেই একদম। অতঃপর সে ওয়াড ড্রফ থেকে একটা আন্ডারওয়্যার বের করে ছুঁ'ড়ে দিলো জিসানের মুখের উপর। জিসান দাঁত কেলিয়ে বলে।

"থ্যাংকস ব্রো।""আপু আপু সুখবর আছে।"

উৎসা দৌড়ে গিয়ে নিকি কে জড়িয়ে ধরে। রুদ্র পিছন পিছন আসে।নিকি উৎসার হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখে শুধায়।

"কী রে কী এমন হয়েছে এত খুশি লাগছে?"

রুদ্র বললো।

"তুই জানিস নিকি আমাদের উৎসা স্কালার্শিপ পেয়ে গেছে।"

নিকি চমকালো।

"সত্যি?"

উৎসা আনন্দের সাথে বললো।"হ্যা আপু। আমি সত্যি খুব খুশি। মায়ের সাথে দেখা করে আসি।"

উৎসা দৌড়ে দুতলায় গেলো।নিকি রুদ্র কে বলে।

"ভাইয়া তুমি তাহলে তাড়াতাড়ি উৎসার যাওয়ার ব্যবস্থা করো,মেয়েটা অনেক কষ্ট করেছে। অ্যাটলিস্ট এখন একটু শান্তি ডিজার্ভ করে।"

“হ্যা বোন আমি সব রেডি করছি।”

সব কিছু শুনলেন আফসানা পাটোয়ারী,তার মোটেও বিষয়টি ভালো লাগছে না। তবে উৎসা চলে যাবে এটাতে স্বস্তি পাচ্ছে। কিন্তু সাবিনা পাটোয়ারী কে রেখে যাবে এটা মোটেও পছন্দ নয় ওনার।উৎসার বাবা মা’রা যাওয়ার পরপরই আফসানা পাটোয়ারী বাড়ির কর্ত্রী হয়ে বসে আছেন, বিজনেস থেকে শুরু করে সব কিছু দ’খ’ল করে রেখেছে।তিনি মোটেও চান না উৎসা কখনও এসব দা’বী করুক!বিছানায় নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে সাবিনা পাটোয়ারী। দৃষ্টি তার সিলিং ফ্যানের দিকে, অদ্ভুত!

একটা মানুষ জীবিত হয়েও ম’রার মতো আছে।

রুমে এসে মায়ের মাথার কাছে বসলো উৎসা।মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে বললো।

“জানো মা আমি জার্মানি যাওয়ার চান্স পেয়েছি।মা তুমি দেখো আমি ঠিক মিহি আপু কে খুঁজে নিয়ে আসবো। তুমি আপু কে দেখতে চাও তাই না!আর অপেক্ষা করতে হবে না, তোমার উৎসা রকেটের মতো যাবে আর মিহি আপু কে নিয়ে আসবে।”

সাবিনা পাটোয়ারী কিছুই বলতে পারলেন না , তবে হয়তো বুঝেছেন তাই তো আঁখিদয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে।উৎসা নিজের হাতে চোখ মুছে দিলো,কিছুটা ঝুঁকে মায়ের কপালে চুমু এঁকে বলে।

"আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি মা।"বার্লিন ব্র্যান্ডেনবার্গ বিমানবন্দরে গুটিসুটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা। অপেক্ষা করছে নিজের এক বন্ধুর,সিরাত নামের এক যুবতীর অপেক্ষা করছে।

সিরাত বাংলাদেশী একজন মেয়ে,নিকি বলেছে সিরাত ওকে গার্লস হোস্টেলে নিয়ে যাবেন।সিরাত নিকির এক কলিগের ফ্রেন্ড যার দরুন উৎসা কে একা পাঠিয়ে একটু স্বস্তি পেয়েছে নিকি।

ব্রাউন রঙের একটা লেডিস ট্রি শার্ট তার উপর জ্যাকেট জড়িয়ে ল্যাকেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা। ভীষণ ঠান্ডা, এখুনি হিম হয়ে যাচ্ছে উৎসার নরম তুলতুলে শরীরটা।

"উৎসা?"নিজের নাম মেয়েলি কন্ঠস্বরে শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো উৎসা। জিন্স তার উপর লেডিস ট্রি শার্ট পড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু ফর্সা মেয়ে।

"আর ইউ উৎসা?"

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।

"জ্বি আমি উৎসা। কিন্তু আপনি...

"আমি সিরাত,নিকি আপু বললো তোমাকে এয়ার পোর্ট থেকে রিসিভ করতে, তুমি তো কিছুই চিনো না।"

"হ্যা আমি তেমন কিছুই চিনি না।"

"ওকে ফাইন নো প্রবলেম, চলো আমার সাথে।"

সিরাত একটা গাড়ি বুক করে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেটা চলে এলো। অতঃপর তারা রওনা দিলো হোস্টেলের দিকে।

সন্ধ্যা বেলা আকাশ এক অদ্ভুত রঙ ধারণ করেছে। লালচে হয়ে উঠেছেন সমগ্র আকাশ,কনকনে শীতে রুমের জানলা খুলে দেয় উৎসা। উফ্ কী সুন্দর শহর!এক কথায় চমৎকার।"উৎসা মে আই?"

সিরাতের কথা কর্ণ স্পর্শ করা মাত্র জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দেয় উৎসা।

"হ্যা আসুন।"

সিরাত ভেতরে এসে বেতের সোফায় বসলো।

"উৎসা তুমি আমাকে আপনি বলো না, আফটার অল আমরা তো সেইম এইজের!"

উৎসা মৃদু হাসলো।

“আচ্ছা।”

“তোমাকে কিছু জরুরী কথা বলছি শুনো।”সিরাত বেশ ধীর কণ্ঠে বলছে,উৎসা মন দিয়ে শুনছে।

“দেখো এখানের মেয়েদের সাথে একদম মেলামেশা করবে না।”

উৎসা অবাক হলো।

“কিন্তু কেন?”

“আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবে।”

“আচ্ছা।”উৎসা বুঝলো কী না তা জানা নেই তবে শুনলো,যখন সিরাত ঘুমিয়ে গেছে,তখন আকাশ দেখছে উৎসা।

অন্য দিকে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ঐশ্বর্য। দুটি আলাদা মেরুদন্ডের মানুষ অতঃপর একই আকাশের নিচে। ভাগ্য হয়তো অপেক্ষা করছে দু’টো মানুষ কে মেলানোর।এক নতুন গল্প লেখার।

যার সূচনায় ঐশ্বর্য, উপসংহারে উৎসা।শীতের স্নিগ্ধতায় সকাল সকাল গায়ে জ্যাকেট জড়িয়ে বার্লিনের বার্ড কলেজ বার্লিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে

উৎসা।ওর সাথে আছে সিরাত,উৎসার আজ ফার্স্ট ক্লাস ভীষণ এক্সাইটেড সে।

বাইরের দেশে এমন একটা কলেজে চান্স পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। হয়তো উৎসার ভাগ্য ভালো তাই সে পেয়েছে। মনে মনে আল্লাহকে শুকরিয়া প্রকাশ করলো উৎসা।

কলেজের ভেতরে করলো দু'জনে, অতঃপর ক্লাস। যেহেতু উৎসা মানবিক নিয়েই ডিগ্রি করবে তাই নিজের ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

পাঁচ মিনিট হয়েছে হেলিকপ্টার এসে ল্যান্ড করেছে যথার্থ স্থানে। ঐশ্বর্য সেই কখন থেকে মুখে মাস্ক লাগিয়ে শুয়ে আছে। কেয়া আইস কিউব এনে ওর মুখে দিয়ে দিলো, ঐশ্বর্য হকচকিয়ে উঠে গেলো।"হোয়াট দ্যা হেল?"

জিসান আর কেয়া হেসে উঠলো, ঐশ্বর্য বিরক্ত হয়।

"জাস্ট শাট আপ, জিসান আইস কিউব দে।"

জিসান ঐশ্বর্যের হাতে বরফ তুলে দিতেই ঐশ্বর্য গাড়ির ভেতরে গিয়ে জিন্সের ভেতরে রেখে দেয়। আপাতত তার শান্তি চাই। ঐশ্বর্যের এহন কা'ন্ডে তম্বা খেয়ে গেল জিসান।

“শা’লা তুইও না?ছে।”

ঐশ্বর্য চোখের উপর হাত রেখে নাক টেনে বলে।

“যা এখান থেকে না হলে তোর মুখেও বরফ দিয়ে দেবো।”

জিসান বললো।“তুই পা’ক্কা মেয়েবা’জ।”

“রিয়েলি?”

জিসান দাঁত দেখালো, ঐশ্বর্য বললো।

“মেয়েরা জাস্ট ইউজ করার জন্য লাইক অ্যা ড্রেস অর টিস্যুজ।”

“আর কেয়া?”

জিসান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ,ঐশ্বর্য ছ উচ্চারণ করে বলে।

“সি ইজ মাই ফ্রেন্ড।”

“বাট সি ইজ অ্যা গার্ল!”

“সো হোয়াট? আমি কখনো দেখিনি কেয়া বাজে কিছু করতে,ওর মধ্যে এমন কোনো খারাপ নেই। হয়তো ফ্লার্টিং করে কিন্তু ওর মন খারাপ না।”জিসান বেশ মজা নিয়ে বলে।

“তাহলে কেয়া কে বিয়ে কর।”

“বিয়ে মাই ফুট,বিয়ে নামক কোনো শব্দ ডিকশনারিতে নেই।”
জিসান পকেটে হাত গুজে বলে।
“কিন্তু আমি তোকে বিয়ে দিয়েই ছাড়ব, একমাত্র ভাবী ছাড়া কেউই তোকে ভালো করতে পারবে না,শেইমলেস একটা।”
ঐশ্বর্য গুরুত্ব দিলো না, বেচারি কেয়া এসে ঐশ্বর্যের পায়ের কাছে বসলো।
“ব্রো একটা পার্টি করি চল।”
ঐশ্বর্য কি একটা ভেবে বললো।
“তাহলে যাওয়া যাক।আজ নাইটে পার্টি হোক।”
জিসান আর কেয়া হৈ হৈ করে উঠে।“হ্যা তুই ঠিক আছিস তো উৎসা?”
নিকি উৎসা কে কল করেছে,নিকির ফোন পেয়ে কী আনন্দ উৎসার।
“হ্যা আপু আমি ঠিক আছি, তোমরা কেমন আছো? আর মা?”
“হ্যা হ্যা আমরা সবাই ঠিক আছি।তুই কিন্তু নিজের খেয়াল রাখিস।”
“হ্যা আপু অবশ্যই।”

“আর শুন মিহির খুঁজ পেলে আমাকে জানাতে ভুলবি না।”

“আচ্ছা আপু।”ফোন রেখে রুমের দিকে রওনা দেয় নিকি হঠাৎ আফসানা পাটোয়ারী বললো।

“নিকি তুমি একটু বেশি চিন্তা করছো না উৎসা কে নিয়ে?”

নিকি ফুস করে শ্বাস টেনে নেয়।পিছন ফিরে তাকালো সে,বুকে হাত গুজে বলে।

“মাম্মা তুমি উৎসা কে স’হ্য নাই-বা করতে পারো কিন্তু আমি?ও আমার বোন হয়,তাই ওকে নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করব।”

“নিকি,, ভুলে যেও না তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো? আমি তোমার মা!”

নিকি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

“আফসোস, সত্যি তুমি আমার মা বলেই হয়তো চুপ আছি। না হলে,,,যাই হোক আর বলতে চাইছি না।”

আফসানা পাটোয়ারী হতাশ হলো,এই মেয়ে তার কথা মোটেও শুনে না।

নিকি রুমের দিকে চলে গেলো।বার্গহাইন নাইট ক্লাবের সামনে এসে ব্ল্যাক মার্সিডিজ কার দাঁড়ালো।

এই ক্লাব বার্লিন শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্লাব।এই ক্লাবে ঢুকতে মিনিমাম কেউ কেউ তিন ঘন্টারও বেশী দাঁড়িয়ে থাকে।

ঐশ্বর্য আর ওর ফ্রেন্ডরা ক্লাবের সামনে আসে। নিজের আইডি কার্ড সো করতেই ঐশ্বর্য, জিসান এবং কেয়া কে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়।

"আপু আপনি রোজ রোজ কোথায় যান?"

হোস্টেলের একটি মেয়ে রোজ সন্ধ্যায় নিজের কাজে যায়, মেয়েটি কায়রা,তিন বছর ধরে এই শহরে আছে। এই হোস্টেলের অনেক মেয়েকেই সে নিজের কাজে লাগিয়েছে,কিছু দিন আগেই শুনেছে হোস্টেলে নতুন একটা মেয়ে এসেছে।"হো আর ইউ?"

কায়রা প্রশ্ন করে উৎসা কে,উৎসা অধরে হাসি ঝু'লিয়ে বললো।

"হাই আমি উৎসা,মানে অ্যাম উৎসা।"

"বাংলাতে বলতে পারো, আমি বাংলা জানি।"

উৎসা কায়রার কথা শুনে স্বস্তি পেলো।

"বললে না তুমি রোজ কোথায় যাও?আর গার্ড তোমাকে সন্ধ্যায় বাইরে অ্যালাও করে?কায়রা বাঁ'কা হাসলো,সে যে কোথায় যায় সেটা গার্ড ভালো ভাবেই

জানে।কায়রা উৎসা কে ভালো ভাবে পরখ করে নেয়, মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর।মনে মনে ভাবলো ওকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে অবশ্যই বস তাকে এক্সট্রা চার্জ দেবে।যেমন ভাবনা তেমনি কাজ।কায়রা উৎসা কে বলে।

“এক্সুয়েলি আমি একটা জব করি,বলতে পারো পার্ট টাইম জব। তাই যেতে হয়।”

উৎসা বেশ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে।

“জব?”কায়রা ছোট ছোট চোখ করে বলে।

“ইয়েস,এনি প্রবলেম?”

“নো নো।”

কায়রা অপেক্ষা করলো না, হাঁটতে লাগলো।উৎসা ভাবলো সেও যদি একটা পার্ট টাইম জব করে তাহলে খুব ভালো হবে।

কায়রা অপেক্ষা করছে কখন উৎসা তাকে ফের ডাকবে?তার ভাবনা সত্যি করে উৎসা দৌড়ে ওর সামনে চলে এলো।

“আপু ক্যান ইউ হেল্প মি প্লিজ?”

কায়রা হাসলো, অবশ্যই তা অগোচরে।

"ইয়েস আ'ল বি ট্রাই।""আসলে আপু আমিও স্টুডেন্ট আমিও পড়াশোনার পাশাপাশি জব করতে চাই। তুমি কী আমাকে হেল্প করবে।"

কায়রা মনে মনে বললো।এটাই তো চাইছিলাম।

"হ্যা অবশ্যই, তুমি বরং আমার সাথে চলো, আমাদের বসের সাথে মিট করিয়ে দেই।"

উৎসা ভাবনায় পড়ে গেল,এই সন্ধ্যায় যাবে?

"এখুনি যেতে হবে?"

"হ্যা,তুমি বরং তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।আর অবশ্যই ভালো ড্রেস পড়বে।"

উৎসা অবাক হয়।

"অফিস গ্রেট আপ?"

"নো ওয়ে, এখন তো বসের সাথে দেখা করবে,অফিস যখন যাবে তখন না হয় তেমন ভাবে যেও!"

উৎসা হ্যা সূচক মাথা নাড়ল।বার্গহাইন ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা,পরণে তার রেড গাউন। কেমন একটা হাঁ'সফাঁ'স লাগছে তার,কায়রা এই ড্রেস পড়তে বলেছে উৎসা কে।

উৎসার কেমন একটা লাগছে? মনেই হচ্ছে না এখানে অফিসের কোনো কথা হবে!

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো কায়রা এখানে আসার পর রেস্ট রুমে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে খুবই পাতলা এবং ছোট মিনি স্কার্ট পড়েছে।

"লেটস্ গো।"

"আপু এখানে তো অনেক লোকজন, এখানে আমার যাওয়া কী ঠিক হবে?"

কায়রা উৎসার কথায় বেশ বিরক্ত হয়,এই মেয়েটা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে।

"দেখো উৎসা স্যার ভেতরেই আছেন,আর তোমাকে অবশ্যই ভেতরে যেতে হবে। নিশ্চয়ই উনি তোমার সাথে বাইরে এসে দেখা করবে না!"উৎসার আর কোনো কথাই শুনলো না কায়রা।উৎসা কে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

খুব জো'রে সাউন্ড বক্সে গান বাজছে ক্লাবের।কেউ কেউ কাপল ডান্স করছে,কেউ বা নিজেদের মধ্যে ক্লোজ হচ্ছে।উৎসা কে স্টেজের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলো কায়রা।

ঐশ্বর্য একটা ব্রিটিশ এক মেয়ের সাথে ডেস্পারেটলি ক্লোজ হওয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ করেই হোস্টার বললো।

“লেডিস এন্ড জেন্টেলম্যান ওয়েল কাম টু বার্গহাইন ক্লাব।

টু ডে উই হ্যাভ বুথ অ্যা সারপ্রাইজ ফর ইউ।সো প্লিজ ড্রো

ইওর অ্যাটেনশন টু দ্যা স্টেজ।”সবাই স্টেজের দিকে তাকাতেই এক কৃত্রিম আলো এসে উপরে পড়লো উৎসার।লাইটের আলোয় পরণের লাল গাউন জ্ব’ল’জ্ব’ল করে উঠলো।উৎসা চোখ মুখ খিঁচিয়ে বন্ধ করে নেয়।

ঐশ্বর্য বেখেয়ালি ভাবে তাকায় উৎসার দিকে, ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল তার।

উৎসা পিটপিট চোখ করে তাকালো আশেপাশে,এত এত মানুষ দেখে তার ভয় করছে খুব। আশেপাশে এলোমেলো দৃষ্টি ফেলছে সে।জিসান আর কেয়া উৎসা কে দেখে হা হয়ে গেল।কায়রা ফের বললো।

“ইফ দ্যা লাকী ম্যান ওয়েন্ট টু স্প্যান দ্যা নাইট উইদ দিস বিউটিফুল গার্ল প্রাইভেট টু নাইট দ্যান ড্রপ দ্যা মানি।”

উৎসা কায়রার কথা শুনে চমকে উঠে।

“কী বলছো তুমি এসব আপু? আমি যাচ্ছি বাই।”

কায়রা উৎসার হাত চেপে ধরে।

“স্টপ, তুমি এসেছো নিজের ইচ্ছায় যাবে আমাদের ইচ্ছায়।”

উৎসা কায়রা কে এক প্রকার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।“অস’ভ্য মেয়ে আমাকে মিথ্যা বলে এখানে এনেছে।”

ঐশ্বর্য তী’ক্ষ্ণ দৃষ্টি নি’ক্ষে’প করে উৎসার পানে। বিড়বিড় করে আওড়াল।

” #রেড_রোজ।”

উৎসা বের হতেই যাবে এর মধ্যে একটা ছেলে ওর হাত ধরে বললো।

“বেবী ল্যাটস্ হ্যাভ ফান।”

উৎসা রাগে দুঃখে ঠাস করে চ’ড় বসালো ছেলেটির গালে।

“স্টে ওয়ে ফ্রম মি।”ঐশ্বর্য ঠোঁট কামড়ে ধরে, জিসান কে বললো।

“আইস কিউব নিয়ে আয়।”

ঐশ্বর্য নাক মুখ কুঁচকে বলে।

“মেয়ে তো আছে আবার আইস কিউব দিয়ে কী করবি?”

ঐশ্বর্য দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল।

“প্যান্টের ভেতর দেবো তুই দিবি?”

কেয়া ফিক করে হেসে নিজের মতো এ’নজয় করতে লাগলো।

জিসান গিয়ে আইস কিউব নিয়ে আসে।চোখের পানি মুছে রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছে উৎসা, এখানের মানুষজন এত খারাপ সে আগে জানলে অবশ্যই ওই মেয়ের সাথে আসতো না। আসলেই সবাই ঠিক বলে,মেয়েরাই মেয়েদের শ’ত্রু।

হাঁটতে হাঁটতে অচেনা জায়গায় চলে এলো উৎসা,এটা ঠিক কোন জায়গা বুঝতে পারছে না সে। তৎক্ষণাৎ বুঝলো কেউ একজন তার পিছনে আছে।ঘাড় বাঁ’কিয়ে তাকালো উৎসা, ক্লাবের সেই ছেলেটি কে দেখে চমকে উঠে।

“বেবী ডিডেন্ট ফিক্স মি বাই স্লেপিং।”

উৎসা ভয় পেয়ে গেলো,ছেলেটি এসে ওর হাত ঝাপটে ধরে।উৎসা চিৎকার করে উঠে।“লিভ মি, সেইভ সাম ওয়ান প্লিজ।”

“হেই লিভ হার।”

পুরুষালী কন্ঠস্বর শুনে সামনের দিকে তাকালো উৎসা,ব্ল্যাক ট্রি শার্ট আর জিন্স পরে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য। পকেটে হাত গুজে তী’ক্ষ্ণ দৃষ্টি নি’ক্ষে’প করেছে সে। ঐশ্বর্য কে দেখে উৎসা কাঁপা গলায় বলল।

“আমাকে বাঁচান,সেইভ মি প্লিজ।”

উৎসা নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে,তার মাঝে ছেলেটি চিৎকার করে উঠল।

“হো দ্যা হেলার ইউ ম্যান?”“ইওর ফাদার।”

ঐশ্বর্য গর্জে কথাটা বললো, ছেলেটি উৎসা কে ফেলে ঐশ্বর্যের দিকে এগুতেই হক স্ট্রিক দিয়ে সজোরে মাথায় মা’রলো। মূহুর্তে ছেলেটির নি’থ’র দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

উৎসা শুকনো ঢুল গিললো, ঐশ্বর্যের দিকে তাকাতেই মাথা ঘুরিয়ে সেও পড়ে যেতে নেয়। ঐশ্বর্য এগিয়ে

গিয়ে এক হাতে ধরে ফেললো তাকে, কপালের চুল গুলো মুখে এসে আছড়ে পড়ল তার। ঐশ্বর্য ফু দিয়ে বিড়বিড় করে আওড়াল।
“ইউ লুক লাইক অ্যা #রেড_রোজ।”সাদা ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে উৎসা, হঠাৎ রাতের কথা মনে পড়তেই তন্দ্রা কে'টে গেল তার। ত্বরিতে উঠে বসলো, মাথা প্রচন্ড রকম ব্যথা করছে।
“উফ্ এত মাথা ব্যাথা করছে কেন?”
চোখ খুলে তাকাতেই অচেনা জায়গায় নিজেকে দেখে চমকে উঠে সে।একটি রুমে আছে,বেশ গুছানো রুমটি।
“আমি এখানে কেন?এএটা ক,, কোন জায়গা?”
রাতের ছেলেটার কথা মাথায় আসতেই নিজেকে দেখে নিলো উৎসা। কাল রাতের গাউন এখনো গায়ে আছে, তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো উৎসা। দরজার দিকে এগুতেই পুরুষালী কণ্ঠস্বর কর্ণ স্পর্শ করলো তার।
“ব্রো মেয়েটা কী এখনও ঘুমাচ্ছে?”জিসানের কথা শুনে বেশ বিরক্ত নিয়েই ঐশ্বর্য বললো।

“প্লিজ তুই শুরু করিস না আবার!ওই মেয়েটা ঘুম থেকে উঠলেই পাঠিয়ে দিবি।”

তৎক্ষণাৎ দরজার কাছে ঠাস করে ফুলদানি পড়ে গেলো, জিসান আর ঐশ্বর্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। উৎসা থরথর করে কাঁপছে, ঐশ্বর্য সুঁ’চালো দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। জিসান দাঁড়িয়েই দিলো,ওর পাশে ঐশ্বর্য উঠে দাড়াতেই উৎসা ফ্লোরে পড়ে থাকা ফুলদানি উঠিয়ে নেয়। ঐশ্বর্য এক পা এগুতেই উৎসা আ’তং’কিত স্বরে বলল।

“দ,,,, দেখুন আপনারা যদি আমার কাছে আসার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু মে’রে দেবো।আই মিস টু সে আই টোল্ড ইউ নট টু কাম টু মি অ্যাদারওয়াইজ আই উইল কি’ল ইউ!”ঐশ্বর্য আর জিসান একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিক করে হেসে উঠলো। আচমকা হাসির কারণ বুঝতে পারলো না উৎসা। ঐশ্বর্য উৎসা কে বললো।

“এই যে মিস দয়া করে ওইটা রাখো, আমরা তোমার কাছে এমনিতেও আসবো না।”

উৎসা ঐশ্বর্যের মুখে বাংলা ভাষা শুনে বুঝতে পারলো ওরা ওরা বাংলা জানে।উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।

“একদম না,এই দেশে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।কখন কী হয়ে যায়?”

জিসান কাউচের উপর বসে পড়লো।“রিল্যাক্স মিস?”

“উৎসা পাটোয়ারী।”

উৎসা নাম শুনে ভ্রু কুঁচকে নেয় ঐশ্বর্য।

“বাংলাদেশী?”

উৎসা ফের মিনমিনে গলায় বলল।

“ইয়েস।”

জিসানের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।

“ও মাই গড হ্যালো মি জিসান,আর ও হলো ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী।মানে রিক ওরফে শেইম লেস ম্যান।”

উৎসা ফিক করে হেসে দিলো,জিসানও হাসে, ঐশ্বর্য গম্ভীর মুখ করে তাকালো।চুপসে গেল দুজনেই। ঐশ্বর্য উৎসা উদ্দেশ্য করে বলে।“এই যে মিস কল গার্ল প্লিজ লিভ!”

উৎসা এতক্ষণ ঠিক থাকলেও কল গার্ল শব্দটি ভীষণ ভাবে গায়ে লাগলো তার।সে মোটেও কল গার্ল নয়।

“দেখুন আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন থ্যাংকস,তবে কারো সম্পর্কে না জেনে জাজ করা উচিত নয়।”

ঐশ্বর্য তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো।

“উপ্স।কল গার্ল নাইট ক্লাবে যেতে পারে অথচ তাকে কল গার্ল বললেই দোষ?”

উৎসা থমথমে মুখে আওড়ালো।

“পরিস্থিতি এসব করাচ্ছে, আমি থুড়িই জানতাম নাকি? আশ্চর্য!”ঐশ্বর্য গুরুত্ব দিলো না, ডাইনিং থেকে আপেল নিয়ে কা’ম’ড় বসালো।উৎসা ফের বললো।

“যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া যে আপনি আমাকে এতটা হেল্প করেছেন।”

ভাইয়া শব্দটি বেশ কানে লাগলো ঐশ্বর্যের।

“হোয়াট?কী বললে তুমি?”

উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

“কী হলো বলো?”

“থ্যাংক ইউ বললাম!”

“নো নো এর পর কী বললে?”

“ভাইয়া!”ঐশ্বর্য বেজায় রেগে দাঁতে দাঁত চেপে বললো।

“হাউ ডেয়ার ইউ? আমি তোমার কোন জন্মের ভাইয়া হ্যাঁ?”

উৎসা থতমত খেয়ে গেলো, অবশ্যই ঐশ্বর্য দেখতে এবং বয়সের তুলনায় উৎসার অনেক টা বড়।সেই

জন্যেই তো ভাইয়া ডেকেছে, তাহলে এমন করছে কেন?

জিসান এগিয়ে গিয়ে বললো।

“ব্রো এত রি’য়্যাক্ট করছিস কেন?”

“সো হোয়াট? আমি কখন ওর ভাই হলাম?এই যে মিস উৎসা, ডোন্ট কল মি ভাইয়া!”

উৎসা কিছুই বুঝলো না। ঐশ্বর্য বিরক্তের রেশ টেনে শুধায়।

“তুমি কী এখন যাবে? প্লিজ গো!”জিসান ঐশ্বর্যের মুখ চেপে ধরে।

“এমন কেনো করিস?সি ইজ বাংলাদেশী।”

“সো হোয়াট?তোর যদি এতই বাংলাদেশী পছন্দ তাহলে মাথায় তুলে নাচ।”

জিসান ঐশ্বর্যের কথা গায়ে মাখলো না।

“মিস উৎসা ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ। তা আপনি কোথায় যাবেন?”

উৎসা তো কিছুই চিনে না!যাবে টা কোথায়?

“আসলে আমি এই শহরে একদম নতুন,কিছুই চিনি না। মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে এসেছি। আচ্ছা আমাকে

কি একটু ড্রপ করে দিবেন?”জিসান কিছু বলতে যাবে তার পূর্বেই ঐশ্বর্য কা'ট কা'ট কণ্ঠে বলে।

” হ্যা হ্যা কেনো নয়? আমরা তো আপনার ড্রাইভার।”

উৎসা পিটপিট চোখ করে তাকিয়ে রইল, ঐশ্বর্য ভেতরে যেতে যেতে বলে।

“জিসান আইস কিউব নিয়ে আয়।”

জিসান তম্বা খেয়ে গেলো।

“কীঈ আইস কিউব আবার?”

ঐশ্বর্য ভেতরের রুমে চলে গেলো।

“এই আইস কিউব দিয়ে কী হবে?”

জিসান আহাম্মকের মতো হেসে বলল।

“হে হে নাথিং। আপনি একটু ওয়েট করুন এখুনি আমরা আসছি।”“পাগল হয়ে গেছিস তুই?কেনো গিয়েছিলি? আমি তো টাকা পাঠাচ্ছিলাম তাহলে কী দরকার ছিল জব খোঁজার?”

উৎসা কে ফোনে না পেয়ে সিরাত কে কল করেছিল নিকি,তার পরেই এসব কিছু জানতে পারে।উৎসা ঘুমিয়ে ছিলো,সিরাত ওকে ডেকে দেয়। এরপর নিকির সঙ্গে কথা বললো।

“আপু শান্ত হও আমি ঠিক আছি।”

নিকি সোফায় বসলো, নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে বলে।

“প্লিজ আর পা’কা’মো করিস না!তোর যা লাগবে আমাকে ফোন করে বলবি।”

“আচ্ছা আচ্ছা।আপু আই লাভ ইউ।”

নিকি মুচকি হেসে বলে।

“আই লাভ ইউ টু।”“ইয়েস আঙ্কেল এত আর্জেন্ট কল করলে যে?”

মিস্টার রাজেশ চৌধুরী মিটিং রুমেই বসে ছিলেন, ঐশ্বর্য কে দেখে বললো।

“এভরি ওয়ান জাস্ট অ্যা মোমেন্টস।”

মিস্টার রাজেশ বের হয়ে বাইরে গেলেন, ঐশ্বর্য ওনার পিছু পিছু গেলো।

“রিক হোয়াট হ্যাপেন মাই সান?তুমি তো বিজনেসে মনই দিচ্ছো না! টেল মি অ্যানি প্রবলেম?”

ঐশ্বর্য কপাল চুলকে বলে।

“নো আঙ্কেল, এক্সুয়েলি দু দিন বিজি ছিলাম,বাট ডোন্ট ওয়ারি তুমি বলো কী হয়েছে?”

“তোমাকে ফরান মালয়েশিয়া যেতে হবে, আমাদের ব্র্যান্ডের কি অবস্থা তা দেখতে হবে।”

“ইয়া আই উইল বি গো।”“হ্যালো আঙ্কেল।”

জিসান সবে মাত্র অফিসে এলো।

“হেই জিসান কাম কাম।”

জিসান এসে ঐশ্বর্যের পাশে দাঁড়ালো।

“হাউ আর ইউ জিসান? রিকের সাথে সাথে তো তুমিই গা’য়েব হয়ে যাও।”

জিসান মৃদু হাসলো।

“ওই আর কী?তা আঙ্কেল আপনি কেমন আছেন?”

“অ্যাম ফাইন। নেক্সাট উইক রিক মালয়েশিয়া যাচ্ছে,ক্যান ইউ গো?”

“ইয়েস অফকোর্স হোয়াই নট?”

“সো রিক তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের নিয়েই যেয়ো, ভ্যাকেশন হয়ে গেলো।”

ঐশ্বর্য মিহি স্বরে বলল।“ইয়া আঙ্কেল।”

“ওকে দ্যান আ’ল বি গো,সি ইউ টুমোরো।”

রাজেশ চৌধুরী যাওয়া মাত্র জিসান ঐশ্বর্য কে হা’গ করলো।

“ইয়া হু ব্রো ফাইনালি অ্যা ট্রি’প।”

“ইয়া ইয়া,বাট কেয়া কোথায়?”

“দেখ গিয়ে কোথাও ফ্লার্টিং করছে!”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।

বার্ড কলেজ বার্লিনের থেকে কিছুটা দূরে একটা ক্যাফেতে বসে আছে কেয়া।পরণে নেভি ব্লু কালারের টপস তার উপর জ্যাকেট জড়ানো।ওর সামনেই বসে আছে একটি ফর্সা ছেলে।

“ইওর ম্যাসাল্স আর নাইস!”

ছেলেটি ঠোঁট টিপে হাসলো।

“এন্ড ইউ আর সো হট।”

কেয়া বেশ ভাব নিয়েই বললো।

“ইয়া আই নো।”ছেলেটি আর কেয়া সফট ড্রিংকস পান করে তার মাঝে গাড়ির হ’র্ন শুনতে পায়।কেয়া সফেদ কাঁচ দিয়ে দেখতে পায় মার্সিডিজ কার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য আর জিসান। কেয়া তড়িঘড়ি করে নিজের পার্স নিয়ে বের হতে লাগলো।

“সুইটহার্ট ওয়ার আর ইউ গোয়িং?”

“স্যরি।”

কেয়া বেরিয়ে গেলো,অধরে ঝু’লছে তার হাসি। জিসান বললো।

"কী রে এত দাঁত দেখাচ্ছিস কেন?"

কেয়া পার্স গাড়িতে রেখে বলে।

"লুক।"কেয়া নিজের হাত দেখালো, পাঁচ আঙুলে ডায়মন্ড রিংস।

জিসান চোখ বড়বড় করে তাকালো।

"ডায়মন্ড?"

"ইয়া।"

ঐশ্বর্য ফিক করে হেসে উঠলো।

"আজ পাঁচজনের সঙ্গে ফ্লার্টিং করেছিস, অ্যাম অ্যা রাইট?"

"ইয়া ইয়া।"

জিসান কপাল কুঁচকে নেয়।

"উফ্ তোরা কী এসবই করবি সারা জীবন?আরে বিয়ে কর আমাকেও বিয়ে করতে দে! আফটার অল আমার নেক্সাট প্রজন্মের ব্যাপার।"কেয়া আর ঐশ্বর্য হায়ফায় করলো। ঐশ্বর্য ভ্রু নাচিয়ে বলল।

"তাহলে করে নে বিয়ে, না করেছে কে?"

জিসান ঐশ্বর্যের বাহুতে ঘু'ষি দিয়ে বললো।

"তোরা না করলে আমি কী ভাবে করব?"

ঐশ্বর্যের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সামনের রাস্তার দিকে গেলো।

বেশ লং টপস আর লেডিস জিন্স প্যান্ট প্লাজু,টপসের উপর জ্যাকেট জড়িয়ে ব্যাগ নিয়ে রাস্তা পাড় করছে উৎসা।

কেয়া ঐশ্বর্যের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালো, উৎসা কে দেখে বললো।

“লুক লুক মিস উৎসা।”

জিসান আশেপাশে তাকিয়ে বললো।

“বাংলাদেশী !লেটস গো।”

জিসান দৌড়ে উৎসার কাছে গেলো। আচমকা জিসান কে দেখে প্রথম দিক ভয় পেলেও পরক্ষণেই সামলে নেয়।

“হ্যালো ভাইয়া।”“হ্যালো মিস বাংলাদেশী। কোথায় যাচ্ছো?”

“কলেজে।”

কেয়া এগিয়ে আসলো, ঐশ্বর্য ওদের পিছু পিছু আসছে। ঐশ্বর্য কে দেখে নাক মুখ কুঁচকে নেয় উৎসা,কেয়া এসে উৎসা কে জড়িয়ে ধরে।

“ওহ ইউ আর লুকিং সো কিউট।”

আচমকা কেয়া উৎসার নরম তুলতুলে গালে হামি দেয়। আঁ’তকে উঠে উৎসা।

“আপনি কী মেয়ে?”

কেয়া ফিক করে হেসে উঠলো।

“অফকোর্স,আরে ওইটা মজা করে দিলাম।”

উৎসা স্বস্তি পেলো। ঐশ্বর্য গুরুগম্ভীর স্বরে বলল।“মিস কল গার্ল এখানে কী করছো?”

কল গার্ল কথায় বেশ অপমানিত বোধ করলো উৎসা। সে মোটেও ওই সব মেয়ে না।

“দেখুন ভাইয়া.......

“স্টপ।”

উৎসার কথা শুরু হওয়ার আগেই ঐশ্বর্য ফুল স্টপ দিয়ে দিলো।

“কে তোমার ভাইয়া?আই ওয়ান্ট ইউ অ্যাগেইন ডোন্ট কল মি ভাইয়া।”

উৎসা ফুস করে শ্বাস টেনে নেয়।

“ওকে ফাইন, দেখুন মিস্টার আপনি আমার সাথে মোটেও এমন ভাবে কথা বলবেন না। হ্যা আমি মানছি আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন থ্যাংকস, কিন্তু বার বার কল গার্ল বলবেন না অ্যাম নট।”

ঐশ্বর্য তর্জনী আঙ্গুল উঠিয়ে বললো।

“জাস্ট শাট আপ,ইউ অ্যা কল গার্ল।”জিসান বলে।

“রিক প্লিজ।”

উৎসা চেঁচিয়ে উঠলো।

“স্টপ।কী হচ্ছে এসব? একজন এসে কিস করছে, আরেক জন হ্যালো মিস বাংলাদেশী,আর আরেকজন এসে কল গার্ল বলছে! হচ্ছে টা কী?”

ঐশ্বর্য আচমকা উৎসা কে টেনে গাড়ির সঙ্গে চেপে ধরে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলো উৎসা।পিঠ দিয়ে খানিকটা বেঁকে গেলো,আর ঐশ্বর্য ঠিক ততটাই ঝুঁ'কে পড়লো উৎসার মুখের দিকে।

“লিসেন মিস রেড রোজ অ্যাম নট গুড বয়,সো স্টে ওয়ে ফ্রম মি।”উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়। ঐশ্বর্য আচমকা উৎসার মুখে ফু দেয়,উৎসা চোখ খিঁচিয়ে বন্ধ করে নেয়।

জিসান ফিক করে হেসে উঠলো,কেয়া ঐশ্বর্য কে টেনে দাঁড় করালো। জিসান বললো।

“ডোন্ট মাইন্ড বাংলাদেশী,রিক একটু ঘাড় ত্যা'রা।”

উৎসা ফিসফিসিয়ে বললো।

“একটু না পুরোটাই।”নিজের রুমের ওয়াশ রুমে বাথটাবে শুয়ে আছে ঐশ্বর্য।নিড অ্যা ফিজিক্যাল পিচ,সে মনে করে গার্লস অ্যা টিস্যুজ।

ঐশ্বর্যের এই ধারণা কেউ কখনো বদলাতে পারেনি,আর না পারবে। দীর্ঘ এক ঘন্টা শাওয়ার নিয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। সুঠামদেহী পুরুষের গায়ে আপাতত টাওয়াল ছাড়া কিছুই নেই। অফিসে যেতে হবে,সেই হিসেবে ফর্মাল গ্রেট আপে রেডি হয়। ড্রয়িং রুমে এসে ডাইনিং এ বসতেই মিস মুনা ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে দিলো।

রিকের ফোন টুং শব্দ করে বেজে উঠল। রিসিভ করতেই অপাশ থেকে পুরুষালী কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো।“হ্যালো ভাইয়া?”

ভাইয়া শব্দটি কর্ণ স্পর্শ করতেই থমকালো ঐশ্বর্য, ফুস করে শ্বাস টেনে নেয়।

“হ্যা বল।”

“ভাইয়া তুমি কী আর আসবে না? পাঁচ বছর হয়ে গেল।”

ঐশ্বর্য প্লেটে চামচ নাড়তে নাড়তে বললো।

“মিসেহ মহিলার সামনে আমি যেতে চাই না,সো প্লিজ রিকোয়েস্ট করা বন্ধ কর।”

ফোনের অপর পাশ থেকে ফের বললো।“প্লিজ ভাইয়া, আমরা কিন্তু তোমার অপেক্ষায় আছি।”

ঐশ্বর্য ফোন রেখে দিলো, তৎক্ষণাৎ জিসান এসে বসলো।

“হোয়াট হ্যাপেন ব্রো?মুখ এমন চুপসে গেল কেন?”

ঐশ্বর্য ব্রেডে জে’ল লাগিয়ে বললো।

“কল এসেছিল, যাওয়ার কথা বলছে।”

জিসান জুসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে।

“তাহলে যেতে কী প্রবলেম?চল না যাই সবাই।’

“নো ওয়ে, আমি ওই মিসেস মহিলার সামনে যেতে চাই না।”

জিসান হতাশ হলো।

ঐশ্বর্য যতটা নিজেকে কঠোর দেখায় ততটা সে নয়। ঐশ্বর্য খাবার টেবিল থেকে উঠে নিজের রুমে চলে গেলো। জিসান মৃদু হাসলো। ব্যাস হয়ে গেছে আজকে আর ঐশ্বর্য বাইরে যাবে না, নিজের মতো করেই থাকবে সে।

ঝলমলে রোদ উঠেছে, ঐশ্বর্য ছাদে গেলো।খুব বড় ছাদ, ঐশ্বর্য ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ দেখছে সে,আচমকা হেসে উঠলো। সেও তো চাইলে স্বাভাবিক বাচ্চাদের মতো বড় হতে পারতো? কিন্তু হলো না।তার ক্ষেত্রে সব কিছু উল্টো হয়ে গেছে,

ঐশ্বর্য পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা।এই জন্য হয়তো সে এত বাজে,এত খারাপ হ্যাবিট তার। গোপনে সূক্ষ্ম শ্বাস ফেললো ঐশ্বর্য। অতঃপর দিনটা একাকীত্বে কে'টে গেলো তার।উৎসা পড়ার টেবিলে বসে আছে ঠিকই কিন্তু পড়ছে না।সিরাত এসে ওর পাশে বসলো।

"কী হয়েছে মুড অফ মনে হচ্ছে?"

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।

"মা কে মনে পড়ছে।"

"ওহ্, তাহলে ফোনে কথা বলে নাও।"

উৎসা মৃদু হেসে বলে।

"যদি কথা বলতে পারতো তাহলে তো হয়েই যেতো।"

সিরাত কপাল কুঁচকে নেয়।

"কেনো উনি কি কথা বলতে পারেন না?"

উৎসা ফের হাসলো।"হুঁ পারতো,তবে এখন আর পারে না। আমার মা প্যারালাইসিস।"

সিরাত মূহুর্তে থমকে যায়,তার ভীষণ খারাপ লাগলো। উৎসার হাতের উপর হাত রেখে বলে।

"চিন্তা করো না আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

উৎসা মৃদু হাসলো।মনে মনে ভাবলো সবার আগে তাকে নিজের বোন কে খুঁজে বের করতে হবে।মিহি এখন কোথায় আছে এটা ঠিক কেউই জানে না।দু বছর হয়ে গেছে,মিহি কে চোখের দেখা দেখেনি কেউ। নিজের বয়ফ্রেন্ড এর সাথে পা'লিয়ে জার্মানি এসেছে সে, এরপর কোথায় আছে কী করছে? কেউই জানে না। আপাতত সে যে ঠিকানা পেয়েছে সেই বাড়িতে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কাল কলেজ অফ আছে তাই উৎসা ঠিক করলো কালকেই সে ওই বাড়িতে যাবে।বিছানায় শুয়ে আছে সাবিনা পাটোয়ারী,নিকি এসে ওনাকে চেঞ্জ করিয়ে স্যালাইন দিয়ে গেছে।

রুদ্র রুমেই বসে ছিলো, তৎক্ষণাৎ শহীদ এসে ওর পাশে বসলো।

"কী করছিস রুদ্র।"

রুদ্র নিজের বাবা কে দেখেও কিছু বললো না, ওদের কোনো টান নেই নিজের বাবার প্রতি, অবশ্য থাকবেই বা কেন?

রুদ্র অস্ফুট স্বরে বলল।

"কিছু না।"

রুদ্র ওয়াশ রুমে চলে গেলো, শহীদ তৎক্ষণাৎ রুম ত্যাগ করলেন, নিজের ঘরে গিয়ে বেলকনির পাশে রকিং চেয়ার টেনে বসলেন।এই জীবন তার বৃথা,কতই না অন্যায় করেছেন সে।তাই তো শেষ বেলায় এই অবস্থা তার। নিজের পারতো তাহলে নিজের ভুল গুলো শুধরে নিতো।

বুক পকেট থেকে একজন মহিলার ছবি বের করলেন।বেশ সুন্দর দেখতে, শহীদের চোখ দুটো ভিজে উঠলো।এই মানুষটি কে কতই না কষ্ট দিয়েছে! তাই তো আজ এমন অবস্থা তার।

“এত বছরের পুরোনো ভালোবাসা উতলে পড়ছে না কি?”আফসানা পাটোয়ারীর কথায় থমকে গেলেন শহীদ, খুব গোপনে ছবিটি নিজের বুক পকেটে রেখে দিলেন। আফসানা পাটোয়ারী এগিয়ে এলো, কঠোর ভাবে বলে উঠে।

” শুনো শহীদ এই যে এখন তুমি ভালো মানুষের যে নাটক করছো না?তা বন্ধ করো।”

শহীদ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

“নাটক আমি? হাহ্, তুমি যে কত নাটক পারো তার থেকে আমার টা কমই আছে।”

আফসানা পাটোয়ারী তে'তে উঠল।

"এই শুনো....

"তোমার ফা'ল'তু কথা শুনার সময় নেই আমার।"রাস্তার মাঝে বেখেয়ালে হাঁটছে উৎসা, মস্তিষ্ক বারংবার বলছে মিহি কোথায়?

কিছুক্ষণ আগেই সে মিহির বয়ফ্রেন্ড হ্যাভেনের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে জানতে পারে হ্যাভেন বিয়ে করেছে এবং ভ্যাকেশনে আছে। কেয়ার টেকারের কাছে বিয়ের কথা শুনে উদগ্রীব হয়ে ওয়াইফের ছবি দেখতে চেয়েছিল উৎসা। কিন্তু যখন ওয়াইফের ছবির জায়গায় নিজের বোন কে না দেখে অন্য কাউকে দেখলো তখন থেকেই পাগলের মতো লাগছে তার।"মিহি আপু তুমি কোথায়? তোমার সাথে খারাপ কিছু হয়নি তো?"

ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে উৎসার, সামনের দিকে গাড়ি আসছে তা দেখতেই পাচ্ছে না উৎসা।

গাড়িতে বসা লোকটি বার বার হ'র্ন দিচ্ছে।

"হেই...

আচমকা নিজের হাতে কারো স্পর্শ পেতেই আঁতকে উঠে।কেউ একজন হ্যাঁচকা টানে তাকে গাড়ির নিচে পড়া থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

নিজের সামনে ঐশ্বর্য কে দেখে শুকনো ঢুল গিললো উৎসা। ঐশ্বর্য দাঁতে দাঁত চেপে অ'গ্নি চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।জিসান দৌড়ে ওদের কাছে আসলো।

ব্যস্ত কন্ঠে শুধায়।

"আর ইউ ওকে মিস বাংলাদেশী?"

উৎসা কিছু বলতে যাবে তার পূর্বেই ঐশ্বর্য ওর হাত চেপে ধরে।

"হেই আর ইউ ম্যাড?চোখ কি হোস্টেলে রেখে এসো যে রাস্তায় এত বড় গাড়ি দেখতে পাও নি?"

উৎসা ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নেয়।

"সস্যরি, আসলে আমি খেয়াল করিনি।"

জিসান কপাল চুলকায়,উৎসার হাতে পার্স দেখলো।

"তুমি কী কোথাও যাচ্ছো?"

উৎসা মৃদু কন্ঠে বলে।

"হ্যা ওই আর কী?"

“ওয়েট ওয়েট তুমি না বললে তুমি কিছুই চিনি না এই শহরের? তাহলে যাচ্ছো টা কোথায়? উপ্স স্যরি ইউ অ্যা কল গার্ল, ঠিক ধরেছিলাম।”উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়, কান্না পাচ্ছে তার।এই ছেলেটা বার বার তার চরিত্র নিয়ে কথা বলে।

“চুপ করুন কী ভাবেন নিজেকে? আপনি যেমন ভাবেন সবাই কী তাই? সেদিন ক্লাবে আমি ভুলবশত গিয়েছি, আমাকে চাকরি দেবে বলে নিয়ে গিয়ে ওই সব করেছে।আর আজকেও আমি চাকরীর জন্য ঘুরছি বুঝতে পেরেছেন? আমি একজন স্টুডেন্ট,সো পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু করতে চাই।”

ঐশ্বর্য শুনলো, জিসান ছলছল চোখ করে তাকালো।

“রিক আই থিংক আমাদের মিস বাংলাদেশী কে হেল্প করা উচিত।”

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে জবাব দেয়।

“ওকে। লিসেন মিস বাংলাদেশী আপনি তো কলেজে পড়েন তাহলে অবশ্যই বড়সড় পদ দেওয়া যাবে না। তবে একটা কাজ আছে!”

উৎসা বেশ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাস করে।

“কী কাজ?”“আমার বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার লাগবে, তুমি চাইলে জয়েন করতে পারো।কী রে জিসান তাই না?”

জিসান তব্দা খেয়ে গেল, কেয়ারটেকার মিস মুনা থাকতে আবার নতুন কেয়ারটেকার রেখে কী হবে? ঐশ্বর্য ইশারা করলো, জিসান কিছু বুঝলো না তবে সায় দেয়।

“হ্যা হ্যা একদম।মিস বাংলাদেশী তুমি কিন্তু জয়েন করতেই পারো।”

উৎসা ভাবনায় পড়ে গেলো , তার তো কলেজ আছে! কেয়ারটেকার হলে তো সারাদিন থাকতে হবে।

“না না আমি পারব না।”

জিসান অবাক হয়ে গেল।

“বাট হোয়াই?”“আমার তো কলেজ আছে, কেয়ারটেকার হলে তো সারাদিন থাকতে।”

ঐশ্বর্য বললো।

“নো প্রবলেম তুমি বরং কলেজে যাওয়ার আগে বাড়িতে এসে কাজ করে এরপর কলেজে চলে যাবে, এরপর আবার কলেজ থেকে সোজা বাড়ি।”

“তবুও হবে না।”

এবার ঐশ্বর্য বেশ রাগান্বিত কণ্ঠে বললো।

“কেনো?”

“হোস্টেলে সন্ধ্যার পর অ্যালাও করে না!”

ঐশ্বর্য জোরপূর্বক হেসে বলল।

“ওকে তুমি বরং ইভিনিং এর আগেই চলে যাবে।”

উৎসা অধর টেনে হাসলো।

“আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি রাজী আছি।”

“তাহলে কাল থেকেই জয়েন করো।”উৎসা হ্যা বলে দ্রুত হোস্টেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। জিসান ঐশ্বর্যের বাহুতে ধরে বললো।

“ব্যাপার কী?মিস মুনা থাকতেও তুই মিস বাংলাদেশী কে রাখতে চাচ্ছিস কেন?”

ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো।

“ফিজিক্যাল নিডস্”

জিসান চমকে গেল।

“হোয়াট?তুই কী এখন এই মিস বাংলাদেশী কে.......

“সো হোয়াট?”

জিসান অস্থির হয়ে বললো।“লিসেন রিক মেয়েটা খুবই সরল,তুই কেনো ওভাবে?”

"দেখ ফিজিক্যাল নিডস্, সে'ক্সুয়াল নিডস্ ছাড়া কিছুই ম্যাটার করে না।"

"তাহলে ক্লাবে যা!ওর মধ্যে তো তেমন কিছু নেই।" ঐশ্বর্য গাড়িতে বসতে বসতে বলল।

"জাস্ট ফান, ফিজিক্যাল রিলেশন করব। তার পর ম্যাটার ক্লোজ।"

"রিককককক। ছোট্ট মেয়ে তোর মতো ইয়াং ম্যান কে ট্রলারেট করবে কী করে?"ঐশ্বর্য পাত্তা দিলো না জিসানের কথা। বেচারা জিসানের উৎসার জন্য মায়া হচ্ছে, মেয়েটা কত সহজ সরল,কী সুন্দর ভাইয়া বলে ডাকে।রিক যা করছে আসলেই কী ঠিক? মেয়েটা হেল্প চেয়েছে, এখন কী কোনো বিপদে না পড়ে যায়?

"এবার কী দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি যাবি? তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"জিসান ঐশ্বর্যের কথা শুনে নাক ফুলিয়ে বলে।

"কেন আবার গিয়ে আইস্ কিউব দিবি নাকি?"

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।"ফুল, অফিসে যেতে হবে, আঙ্কেল কী বলেছে ভুলে গেলি?"

জিসান ছলছল চোখে তাকায় ঐশ্বর্যের । ঐশ্বর্য গাড়ি ড্রাইভ করতে লাগলো।

আপাতত উৎসার প্রতি কিছু অনুভূতি কাজ করছে ঐশ্বর্যের, যার নাম দিয়েছে ফিজিক্যাল নি'ডস্।সে একটা কথাই জানে, কোনো মেয়ের প্রতি অনুভূতি জাগ্রত হলে সেটা ফিজিক্যাল অর সে'ক্সুয়াল নিডস্ ছাড়া কিছুই নয় আদতেও এটা কী সত্যি?"কেয়ারটেকার?"

"হুঁ।"

সিরাত বই রেখে উৎসার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"মানে কী? অচেনা জায়গায় তুমি কী করে কেয়ারটেকারের কাজ নিলে?"

"না না ওদের আমি চিনি।ওরা আমাকে সেদিন হেল্প করেছিল, এরপর আমার জব দরকার জেনে বললো কেয়ারটেকার হতে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে,তবে তুমি নিজের খেয়াল রেখো। সেদিন কী হয়েছিল ভুলে যেও না।"

উৎসা মৃদু হেসে বলল।

"একদম। আচ্ছা তাহলে আমি যাই? তুমি কলেজে চলে যেও আমি কাজ শেষে ঠিক সময়ে কলেজে পৌঁছে যাবো।"

“ওকে।উৎসা নিজের বই গুলো ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে ছোট্ট করে জবাব দেয়।

ঐশ্বর্যের ইয়া বড় আলিশান বাড়ির সামনে এসে তম্বা খেয়ে গেলো উৎসা।এত বড় বাড়ির কেয়ারটেকার সে?ওমা তাহলে তো অনেক কাজ করতে হবে!

উৎসা ভয় পেলো,তবে মেইন গেটের সামনে আসতেই সিকিউরিটি গেট খুলে দিলো। উৎসা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলো,মেইন ডোরের সামনে এসে দাঁড়ায়, কলিং বেল বাজাতে জিসান এলোমেলো অবস্থায় এসে দরজা খুলে দিল।

জিসান কে এমনতর অবস্থায় দেখে ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল উৎসার। জিসান ভারী লজ্জা পেলো।

“হ্যালো মিস বাংলাদেশী!”উৎসা জোরপূর্বক হাসলো। জিসান ওকে ভেতরে আসতে বলে,উৎসা কচ্ছপের গতিতে ভেতরে প্রবেশ করে।চমকে উঠে সে, বাড়িটা বাইরে থেকে না যতটা সুন্দর তার থেকেও বেশি সুন্দর ভেতরের পরিবেশ।

ড্রয়িং রুম পুরোটা এক্সপেনসিভ জিনিস পত্র দিয়ে সাজানো। মধ্যে খানে সোফা সেট,তার পাশে ডাইনিং টেবিল।পিছন দিকটায় উপরে যাওয়ার সিঁড়ি, সবচেয়ে

বেশি নজর কেড়েছে দেয়ালের পাশের ছোট্ট অ্যাকুরিয়াম।ভেতরে রঙিন মাছ, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে,তার পাশেই কাঁচের দেয়াল দেওয়া। বাইরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাবে।

উৎসা পুরো বাড়ি চোখ বুলিয়ে নেয়, ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী ঠিক কতটা বড়লোক তা বাড়ি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শুকনো ঢুল গিললো উৎসা,এর মধ্যে ঐশ্বর্য এলোমেলো অবস্থায় বেরিয়ে আসে।চুল গুলো উষ্কখুষ্ক হয়ে আছে,উৎসা আশ্চর্যের অষ্টম আকাশ পাড় করে ফেললো। ঐশ্বর্যের প্যান্ট পর্যন্ত ভেজা, ঐশ্বর্য ঘুম ঘুম চোখে তাকায় উৎসার দিকে।পরণে সিলভার কালারের টপস আর লেডিস জিন্স,তার উপর একটা স্কাফ পড়া।

ঐশ্বর্যের এমন অবস্থা দেখে জিসান ভি'ম'ড়ি খায়।“আআপনি কী বিছানায় হি..

“আরে ধুর কী বলছো মিস বাংলাদেশী?ওই আসলে আমরা রাতে একটু পার্টি করেছিলাম তখনই ওর প্যান্টের জুস পড়ে গিয়েছিল,সে জন্য ভেজা।”

উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। ঐশ্বর্য নিষ্পলক চেয়ে আছে উৎসার বোকা বোকা মুখখানিয দিকে। জিসান জোরপূর্বক হেসে ঐশ্বর্য কে টেনে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলো।

দশ মিনিট পর বেরিয়ে এলো ঐশ্বর্য। জিসান একে বারে অফিস গ্রেট আপেই আছে। কিন্তু ঐশ্বর্য একটু এলোমেলো, ঐশ্বর্য এসে সোফায় বসলো।ফোনে স্ক্রল করতে করতে বললো।" তা মিস উৎসা তুমি তো দেখছি ঠিক সময়েই এসেছো।"

উৎসা নিজের মতো বললো।

"আচ্ছা আমাকে কী করতে হবে?"

ঐশ্বর্য ফোন থেকে চোখ উঠিয়ে বললো।

"কিছু না তবে আপাতত মিস মুনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।"

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।"মিস মুনা কে?"

তৎক্ষণাৎ মিস মুনা ভেতরে আসলেন।

"গুড মর্নিং এভরি ওয়ান।"

উৎসা দেখলো মিস মুনা কে, মেয়েটি বয়স্ক তবে দেখতে বেশ সুন্দর।মুখ জুড়ে ভুবন ভোলানো হাসি।

"মিস মুনা সি ইজ মিস উৎসা,নিউ কেয়ারটেকার।"

মিস মুনা এগিয়ে এলো।

“হ্যালো উৎসা।”

“হাই।”

“এই যে উৎসা উনি আমাদের পুরনো কেয়ারটেকার।”উৎসা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একজন কেয়ারটেকার থাকতে তাকে কেন রাখলো?

“তো মিস মুনা আপনি ওকে কাজ বুঝিয়ে দিন, আমাদের অফিসে যেতে লেইট হচ্ছে।

ঐশ্বর্য আর জিসান বেরিয়ে গেলো,তবে ঐশ্বর্যের হাতে আছে আইপ্যাড।

“আচ্ছা আমাকে কী করতে হবে? উপ্স স্যরি।”

মিস মুনা হাসলেন।“নো প্রবলেম আমি বাংলা বুঝি ডিয়ার।”

উৎসা স্বস্তি পেলো, মিস মুনা বললেন।

“আপাতত তোমাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু এই ড্রয়িং রুম পরিস্কার করে দাও।”

উৎসা ড্রয়িং দেখে মিনমিনে গলায় বলল।

“ড্রয়িং রুম তো পরিষ্কার আছে,কত সুন্দর গুছানো। তাহলে আমি করব টা কি?”

মিস মুনা কিচেনে গেলেন,উৎসা ওনার পিছু পিছু গেলো।
“মিস মুনা আমি কী করব? ড্রয়িং রুম তো পরিষ্কার।”
মিস মুনা শব্দ করে হেসে উঠলো।“তাহলে বসে থাকো ম্যাম।”
উৎসা গুটি গুটি পায়ে ড্রয়িং রুমে গেলো,গুছানো ড্রয়িং রুম কে ফটাফট অগোছালো করে দিলো।
“এবার আমি গুছাবো। কাজ খুঁজে নিয়েছি।”
উৎসা ফের কুসান গুলো উঠিয়ে উঠিয়ে গুছিয়ে রাখতে শুরু করে। এদিকে এসব দেখে হেসে কু’টি’কু’টি অবস্থা ঐশ্বর্যের। নিজের সাথে নিয়ে আসা আইপ্যাডে সিসিটিভি ফুটেজ দেখছে ঐশ্বর্য,আর জিসান গাড়ি ড্রাইভ করছে।
ঐশ্বর্য দেখছে উৎসা কেমন এদিক থেকে ওদিক করছে, একবার বসছে আরেকবার গুছিয়ে দিচ্ছে। এরপর পরেই আবার গালে হাত দিয়ে ভাবছে।এর মাঝে মিস মুনার রান্না শেষ,তিনি ড্রয়িং রুমে আসতেই উৎসা ওনার হাত ধরলেন, দু’জনে দুষ্টুমি করে কাপল ডান্স করে। হঠাৎ হঠাৎ ফিক করে হেসে

উঠে উৎসা। ঐশ্বর্য বেশ গভীর দৃষ্টিতে উৎসা কে দেখছে, মেয়েটা খুব চঞ্চল আর দেখতেও কিন্তু কিউট বাচ্চাদের মতো।

“অ্যা #রেড_রোজ।”

জিসান ড্রাই করতে করতে বলে।

“তুই কেনো বেকার মেয়েটা কে রেখেছিস?”

“ফিজি.....

“থাম, বুঝে গেছি আমি। ফিজিক্যাল নি’ডস্ তাই তো?”

“ইয়েস।”

“শেইম লেস ম্যান।”

“নতুন শব্দ খুঁজ।”

জিসান দীর্ঘ শ্বাস ফেললো। ঐশ্বর্য ফের আইপ্যাডের দিকে দৃষ্টি দেয়.উৎসা দুষ্টুমি করতে করতে সময় পাস করে, কিছুক্ষণ পর নিজের ব্যাগ নিয়ে মিস মুনা কে বাই করে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।“ভাইয়া তুই বিয়ে কবে করবি?”

নিকির প্রশ্ন শুনে রুদ্র ভ্রু কুঁচকে নেয়।

“কেনো রে হঠাৎ আমার বিয়ে নিয়ে তুই চিন্তা করছিস কেন?”

নিকি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বললো।
“আর বলিস না!তুই কবে যে ভাবী নিয়ে আসবি সেটাই ভাবছি।আর সবচেয়ে বড় কথা কেউ আদেও কী তোকে বিয়ে করবে?”
রুদ্র তে'তে উঠল।
“কেনো করবে না?”
“তুই মহা বিজি মানুষ,কেই বা নিজের জীবন বিজিতে দেবে?”“যা সর,যখন করব তখন দেখে নিস। আমার বউ হবে সেই মেয়ে যে আমাকে বুঝবে আর আমি তাকে।”
এদিকে কেয়া ফ্লা'র্টিং করতেই ব্য'স্ত।লাইফে সে আপাত এন'জ'য় করবে,আর পরে বিয়ে করবে।
রুদ্রের কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো নিকি।
“দেখা যাক কী হয়?”
“দেখে নিস।”
রুদ্র দ্রুত পায়ে রুমের দিকে গেলো। ওদিকে নিকি বারান্দায় গেলো, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে ভালো লাগে।“লিসেন রেড রোজ ভালো হয়ে যাও না হলে আমি খারাপ হবো।”

উৎসা বোকা বোকা চাহনিতে তাকিয়ে আছে ঐশ্বর্যের দিকে।

একটু আগেই কলেজ থেকে সোজা ঐশ্বর্যের বাড়িতে এসে উৎসা। এখানে এসে ঐশ্বর্য কে খালি গায়ে দেখে পিলে চমকে উঠে উৎসার।

ঐশ্বর্য ভেতরে গেলো ডোর খুলে,উৎসা পিছন পিছন গেলো।ব্যাগ ঠিক করতে গিয়ে এগুতে থাকে, কিন্তু ওদিকে ঐশ্বর্য দাঁড়িয়ে গেলো। যার দরুন উৎসা এগুতে এগুতে ওর মাথা গিয়ে ঐশ্বর্যের বুকে ঠেকলো। আঁ’তকে উঠে উৎসা, ঐশ্বর্যের বুকের ভেতর প্রথম বার কেঁপে উঠলো।আচমকা ঐশ্বর্য উৎসার দিকে খানিকটা ঝুঁ’কে গেল।উৎসা সোফায় পিছন দিক দিয়ে নিজের হাত দিয়ে ভর দেয়। ঐশ্বর্য উৎসার মুখে ফু দেয়,চোখ বুজে নেয় উৎসা।

ঐশ্বর্যের কথা গুলো শিহরণ তুলছে উৎসার শরীরে।

“যাও জুশ নিয়ে এসো।”

উৎসা দ্রুত পায়ে কিচেনে গিয়ে জুশ নিয়ে আসে, এদিকে ঐশ্বর্য সোফায় বসে ফোনে গেইম খেলছে।

“ফল কে’টে দাও।”উৎসা টেবিলের নিচে বসে পড়লো, ঐশ্বর্য আড় চোখে তাকায়।

“তুমি চাইলে সোফায় বসতেই পারো।”

উৎসা কাঁপা গলায় বলল।

“নো থ্যাংকস।”

আপাতত বাড়িতে কেউ নেই,মিস মুনা পাঁচটার মধ্যে চলে যান। এদিকে উৎসার ভীষণ ভয় করছে ঐশ্বর্য কে, আচমকাই।

উৎসা ফল টুকরো করে দিচ্ছে, ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে ধরে নিজের।কিছুটা কন্ট্রোললেস হচ্ছে সে, সামথিং নি’ডস্।“আমি পাইনি খুঁজে, আমি জানি না মিহি আপু এখন কোথায় আছে নিকি আপু।”

কথাটা বলতেই গলা ধরে আসে উৎসার, কান্নায় ভে’ঙে পড়ে সে। এদিকে নিকি সাবিনা পাটোয়ারীর রুমেই ছিলেন, সাবিনা পাটোয়ারী পলকহীন দৃষ্টিতে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

নিকি উৎসার কথায় অস্থির হয়ে বললো।“কীঈ?মিহি কে পাস নি মানে কী?”

সাবিনা পাটোয়ারীর কানে কথাটি ঝং’কার তুললো। পেনিক করতে লাগলেন তিনি,চোখ দুটো উল্টো যাচ্ছে তার।নড়ার চেষ্টা করছে।

নিকি উৎসা কে কিছু বলতে যাবে তার পূর্বেই তার চোখ গেলো নিজের ফুপির দিকে।

“ফুপি!”

নিকি দৌড়ে সাবিনা পাটোয়ারীর কাছে গেলো, ফোন বিছানায় রেখে বললো।

“ফুপি কী হয়েছে তোমার?ফুপি এমন করছো কেন?”

উৎসা আঁতকে উঠলো,কী হয়েছে তার মায়ের? ঠিক আছে তো!

“হ্যালো আপু কী হয়েছে মায়ের?আপু শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো আপু?”

নিকি ব্যস্ত কণ্ঠে রুদ্র কে ডাকলো।“ভাইয়া কোথায় তুমি?দেখো না ফুপির কী হয়েছে?”

সবাই সাবিনা পাটোয়ারীর রুমে ছুটে এলো, রুদ্র দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স কে কল করে।

ওদিকে উৎসা কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু যতটা শুনলো তার মা কে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উৎসা অধৈর্য হয়ে পড়লো।

এখানে থাকলে চলবে না,তাকে মায়ের কাছে যেতে হবে। উৎসা দ্রুত সিরাতের কাছে গান বললো তার ফ্লাইট বুক করে দিতে,সে বাংলাদেশ যাবে।

সিরাত শুনলো উৎসার কথা,সব কিছু রেডি করে দিতেই ঘন্টা খানেকের মধ্যেই বাংলাদেশের ফ্লাইট ধরলো উৎসা।“ওহ্ হ্যলো ব্রো বের হো।রিক?এই রিক?”

জিসান আর কেয়া সেই কখন থেকে ঐশ্বর্যের দরজায় নক করছে।কেয়া ঠাস করে একটা কি’ক মা’রলো দরজায়, ঐশ্বর্য এলোমেলো অবস্থায় বেরিয়ে আসে। পিছন পিছন একটা ফর্সা মেয়েও বেরিয়ে এলো। কেয়া লজ্জায় ড্রয়িং রুমে চলে গেলো, ফর্সা মেয়েটা ঐশ্বর্যের গাল ছুঁয়ে বলে।

“বাই রিক, হ্যাভ অ্যা নাইস ডে।”

মেয়েটি বের হতেই ঐশ্বর্য ডাইনিং এ গিয়ে অ্যাপেল নেয়।

জিসান মলিন মুখে শুধায়।

“কবে তোর শেইম হবে বলতো?শেইম লেস ম্যান।”

ঐশ্বর্য বাঁ’কা হাসলো। জিসান তে’তে উঠল।

“সকাল সকাল মেয়ে নিয়ে?এত...

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে জবাব দেয়।

“আই ক্যান্ট কন্ট্রোল মাই সেল্ফ।”

“ইয়াক।”“আচ্ছা এত ইয়াক ইয়াক করিস না তো,চল ড্রয়িং এ যাই।”

ঐশ্বর্য আর জিসান ড্রয়িং রুমে গেলো,কেয়া ইতিমধ্যে টিভি অন করেছে। সোফায় বসে পড়ল, ঐশ্বর্য আর জিসান এসে ওর পাশে বসলো।মিস মুনা ওদের কে অরেঞ্জ জুস সার্ভ করলেন।কেয়া ফোন বের করে কেএফসি তে অর্ডার করছে।

“এই রিক বার্গার অর্ডার করি?”

“ওকে দে।”

কেয়া অর্ডার করে দিলো। ঐশ্বর্য জুস খেতে খেতে বলে।

“বাই দ্যা ওয়ে আমার নতুন কেয়ারটেকার কোথায়?”

জিসান ফিক করে হেসে উঠলো।

“মনে হয় তোর স্টুপিড ভাবনা বুঝে গেছে,তাই আসেনি।”

ঐশ্বর্য বাঁ’কা চোখে তাকায় জিসানের দিকে।

“আর ইউ শিওর? আচ্ছা তোর কী মনে হয় আমি ওকে ছেড়ে দেবো?নো ওয়ে।”

কেয়া ভ্রু উঁচিয়ে বলে।” কিউট গার্ল কিন্তু খুবই সরল,সো ওকে হার্ট করার কথা ভাববিও না রিক।”

ঐশ্বর্য চোখ বুজে নিঃশ্বাস টেনে বলে।

“বেবী কাম ডাউন,জাস্ট ফান।”

“নো।”

ঐশ্বর্য দাঁত দেখিয়ে বলে।

“আই ক্যান ডু ইট।”

জিসান আর কেয়া দৌড়ে ঐশ্বর্যের পিছু পিছু গেলো।

“নো ওয়ে,সি ইজ ইনোসেন্ট।”

ঐশ্বর্য ছাদে দৌড়ে গেলো, কেয়া জিসান ওদিকেই গেলো।” মা।”

উৎসা নিজের মায়ের এমন করুন অবস্থা দেখে ফুঁপিয়ে উঠলো।এয়ার পোর্ট থেকে সোজা বাড়িতে না গিয়ে সিলেটের নর্থইস্ট মেডিকেলে গেলো। সাবিনা পাটোয়ারী কে ওখানেই ভর্তি করেছে রুদ্র।

নিকি উৎসা কে দেখে দৌড়ে ওর কাছে আসে,উৎসা শব্দ করে কেঁদে উঠলো।

“আপু মা কেমন আছে এখন?”

“এখন ঠিক আছে তুই কেনো এত তাড়াহুড়া করে আসতে গেলি?”

উৎসা কিছু বলতে যাবে তার আগেই আফসানা পাটোয়ারী বলে উঠে।

“নিশ্চয়ই ওখানে জায়গা হয়নি,আর না হলে কোনো কু’কীর্তি করে এসেছে।”

উৎসা গ’র্জে উঠে।“প্লিজ মামী চুপ করো, আমার মায়ের এমন অবস্থা আর তুমি এসব বলছো?”

“তো কী বলবো?মা মেয়ে তো আমাদের জ্বা’লিয়ে শেষ করছিস।”

শহীদ আফসানার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বলল।

“আফসানা এবার থামো তুমি।”

“একদম কথা বলবে না তুমি,আর এই তুই কেরে আমাকে থামানোর? সত্যি কথা স’হ্য হয় না তাই তো?

“প্লীজ মামী, আমি রিকোয়েস্ট করছি তুমি একটু থামো।”আফসানা পাটোয়ারী আর কিছু বললেন না।

উৎসা নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করলো।পেনিক অ্যা’টাক হয়েছে ওনার।

নিকি বুঝতে পারলো মিহির কথা শুনেই সাবিনার এমন অবস্থা হয়েছে। সূক্ষ্ম শ্বাস ফেললো নিকি,উৎসা কে শান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করে। রুদ্র এসে উৎসার পাশে বসলো।

“চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে?”

উৎসা রুদ্র কে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।

“ভাইয়া মায়ের কিছু হলে আমার কি হবে? আমার তো কেউই নেই।”

রুদ্র উৎসার মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে দেয়।

“কিচ্ছু হবে না ফুপির।আর কে বলেছে তুই একা? আমরা আছি না? চিন্তা করিস না।”রাতের দিকেই সাবিনা পাটোয়ারী কে হসপিটাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো।উৎসা বেশ চিন্তায় আছে, হোস্টেলের গার্ড কে তো কিছুই জানানো হয়নি। এখন যাওয়ার পর কী তাকে থাকতে দেবে?

উৎসা বেশ চিন্তায় আছে, এর মাঝে কেয়ারটেকারের জবটাও হয়তো এখন আর থাকবে না।আর না ঐশ্বর্য আর জিসানের ফোন নাম্বার আছে উৎসার কাছে। কাউকেই কিছু জানাতে পারবে না সে।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলো উৎসা। সে জানেই না জার্মানি থেকে আসার পর তার জীবনে কি হতে চলেছে? হয়তো নতুন কিছুর সূচনা।মাঝে মাঝে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় অথচ আমরা তা দেখেও না দেখার ভান করে থাকি। হয়তো কেউ কেউ বুঝতে পারে আবার

কেউ বুঝে না। কিন্তু দিন শেষে যখন ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ হই।

মালয়েশিয়ার ট্রিপ শেষে জার্মানিতে ব্যাক করে ঐশ্বর্য জিসান আর কেয়া। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এরপর থেকেই ঐশ্বর্য উৎসা কে খুঁজছে,তার কোনো খবর নেই। মেয়েটা কে দেখতে পাচ্ছে না সে।

"ব্যাপার টা কী মিস বাংলাদেশীর তো দেখাই নেই।"

জিসানের কথায় বেশ ভাবনায় পড়ে গেলো ঐশ্বর্য। মেয়েটা আসলেই গেলো কোথায়?

ঐশ্বর্য উঠে রিং কি থেকে একটা গাড়ির কি নিলো।"এখন কোথায় যাবি তুই?"

"মিস রেড রোজের হোস্টেলে।"

জিসান অবাক হলো, ঐশ্বর্য মিস বাংলাদেশীর পিছনে যেভাবে পড়েছে, তাতে এটা তো কনফার্ম আর ছাড়াছাড়ি নেই।

হোস্টেলে যাওয়ার পর সিরাতের সঙ্গে দেখা হয় ওদের।

"মিস উৎসা কোথায়?"

ঐশ্বর্যের সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, কিন্তু সিরাত দুজনের মধ্যে কাউকেই তো চিনে না।

“আপনারা কে?”জিসান ফুস করে শ্বাস টেনে বলে।

“হাই মি জিসান,আর হি ইউ রিক।”

সিরাত ভ্রু যোগল কুঁচকে নেয়।

“আপনাদের উৎসার সঙ্গে কী কাজ?”

ঐশ্বর্য কিছু বললো না তবে জিসান বলে।

“এক্সুয়েলি মিস বাংলাদেশী আমাদের বাড়িতে কেয়ারটেকারের কাজ নিয়েছে, কিন্তু উনি একদিন গিয়েছে। কাল আর যায়নি।”

সিরাত বুঝতে পারলো তাহলে উৎসা এগুলোকের বাড়িতে কাজ করে।

“ওহ্। কিন্তু উৎসা তো এদেশে আর নেই।”

দেশে নেই কথাটা মস্তিষ্কে বেশ প্রভাব ফেললো ঐশ্বর্যের।

“নেই মানে? কোথায় গিয়েছে?”

“আসলে ওর মায়ের পেনিক অ্যা’টাক হয়েছে আর উনি তো প্যারালাইসিস তাই উৎসা কাল রাতেই বাংলাদেশে চলে গেছে।”ঐশ্বর্য যেনো কথাটা নিতে পারছে না।মেয়েটা কী করে যেতে পারে?হাউ?

যে ফিলিংস তার মনে আছে তা ফিজিক্যালি ক্লোজ করতে চায় ঐশ্বর্য। কিন্তু তার আগেই মেয়েটা চলে গেলো?

ঐশ্বর্যের প্রচন্ড রকম রাগ লাগছে।

“আচ্ছা তাহলে আমি আসি আমার লেইট হচ্ছে।”

সিরাতের কথায় জিসান বলে।

“ইয়া, থ্যাংক ইউ।”

সিরাত যেতেই ঐশ্বর্য গাড়ির ডিক্কিতে সজোরে হাত দি’য়ে ভারী দিলো।

“ড্যা’মেড।”

“কাম ডাউন রিক,কী হলো তোর?”

“হাউ ডেয়ার সি? এভাবে কী করে যেতে পারে?”“হোয়াস্ট গোয়িং অন রিক?তোর হয়েছে টা কী?কি চাস তুই মিস বাংলাদেশীর থেকে? তুই কী ভালোবেসে ফেলেছিস না কি?”

“নো ওয়ে,জাস্ট সে’ক্সুয়াল নিডস্।”

জিসান বুকে হাত গুজে গাড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

“তুই কি আমাকে বোঝাচ্ছিস? না কি নিজেকে।”

“আই ডোন্ট নো।বাট আমি ফিজিক্যাল নিডস্ সে’ক্সুয়াল নিডস্ ছাড়া কিছুই বুঝি না।নাথিং।””ওকে ফাইন।”

ঐশ্বর্য গাড়িতে উঠে বসে। তার মধ্যে আপাতত কী চলছে নিজেই বুঝতে পারছে না।

লাভ?এটা জাস্ট আ’স’ক্তি ছাড়া কিছুই নয়, আর এটা ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী প্রুফ করে দেখাবে।সকালের মিষ্টি রোদ মুখশ্রী জুড়ে আছে উৎসার।ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দিলো সে, আহ্ কত দিন পর রোদ দেখতে পাচ্ছে। একটু উষ্ণতা পাচ্ছে, কিন্তু জার্মানিতে তো ঠান্ডায় পুরোই জমে যাওয়ার উপ’ক্রম।

ফুরফুরে মেজাজে বাইরে বের হয় উৎসা, সবার জন্য চা বানিয়ে ফেললো দ্রুত।

শহীদ ড্রয়িং রুমেই বসে ছিল,উৎসা গিয়ে ওনাকে চা দিলো।“এই যে মামা তোমার চা।”

শহীদ মৃদু হাসলো।

“থ্যাংক ইউ মা। পুরো দশ দিন পর তোর হাতের চা খাবো।”

উৎসা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

নিকি রুদ্র দুজনেই ল্যাপটপে কাজ করছে,উৎসা গিয়ে ওদের চা রুমেই দিয়ে আসে।বোন কে এত দিন পর নিজের কাছে দেখে ভীষণ খুশি হয় রুদ্র।

আফসানা পাটোয়ারী উৎসার সঙ্গে তেমন কথা বললো না।

বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠতেই তড়িঘড়ি করে দুতলা থেকে নেমে আসলো উৎসা।

“এই সময় আবার কে এলো?”উৎসার দৃষ্টি গেলো দেয়ালে টা’ঙ্গানো বড় ঘড়ির দিকে। সকাল দশটা পনেরো বাজে মাত্র,এত সকাল আবার কে এলো?

উৎসা ধীর গতিতে এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়। মূহুর্তে উষ্ণ বাতাস এসে কপালে থাকা চুল গুলে এলোমেলো করে দেয় উৎসার। চোখ তুলে তাকালো সামনের দিকে, হৃদয় স্পন্দন থমকে গেলো।দ্রিম দ্রিম শব্দের প্র’খরতা বাড়তেই চলেছে।

অফ হোয়াইট শার্টের উপর নেভি ব্লু কালারের স্যুট পরা,চুল গুলো জেল দিয়ে বেশ গুছানো,হাত দুটো পকেটে গুজে রেখেছে।ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিসান আর কেয়া।জিসান আর কেয়া ঠোঁট কিঞ্চিৎ

ফাঁক করে উৎসার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

উৎসা ঐশ্বর্য কে এখানে থেকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।এই লোকটা এখানে কী করছে? নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে?এর আগের দিন তো কেমন করে কাছে আসছিল!

উৎসা নিজের মনে মনেই কথা বলছে।

এদিকে ঐশ্বর্য মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে উৎসার দিকে।পরণে তার লাল লং গোল জামা,সাথে চুই সালোয়ার ,আর টকটকে লাল ওড়না।একটা আস্ত রেড রোজ। উৎসা কোমড়ে দুহাত তুলে বললো।

“একদম ঠিক বুঝেছিলাম,আপনারা একে বারে জার্মানি থেকে চলে এলেন? নিশ্চয়ই আবার আমাকে অ’পমান করতে তাই তো?আর এই যে মিস্টার ভাইয়া!মানে মিস্টার চৌধুরী আপনাদের তো এখুনি দেখাচ্ছি মজা।একদম ভেতরে ঢুকবেন না।”উৎসা দৌড়ে ভেতরে গেলো, এদিকে ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিসান ফিসফিসিয়ে বললো।

“ব্রো এই মিস বাংলাদেশী এখানে কেন?তুই কি ঠিক ঠিকানায় এসেছিস? না কি মিস বাংলাদেশীর বাড়িতে চলে এলাম ভুল করে!”

ঐশ্বর্য কিছু বললো না,কেয়া উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো উৎসা কে।

“রিক কিউট গার্ল গেল কোথায়?”

ঐশ্বর্য আনমনে জবাব দেয়।

“আই ডোন্ট নো।”উৎসা বড় সড় একটা লাঠি নিয়ে এলো।লাল ওড়না ক্র’স করে বেঁধেছে।

“আজকে আপনাদের একদিন তো আমার একদিন। একবার বাড়িতে ঢুকে দেখুন,পা ভে’ঙ্গে দেবো ”

ঐশ্বর্য কপাল কুঁচকে নেয়, জিসান শুকনো ঢুল গিললো।মিস বাংলাদেশী ক্ষে’পে গেছে,কেয়া ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে আছে লাঠির দিকে।

“ও মাই গড!”

উৎসা কে রিতিমত অগ্রাহ্য করে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো ঐশ্বর্য।

উৎসা পিছু পিছু গেলো।“আরেহ এভাবে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারেন না আপনি।এই যে আপনাকেই বলছি।”

ঐশ্বর্য যেনো উৎসার কথা শুনলোই না।উৎসার চেঁচামেচি শুনে সবাই ধীর গতিতে ড্রয়িং রুমে নেমে আসে। আফসানা পাটোয়ারী ঐশ্বর্য কে দেখে তব্দা খেয়ে গেলো। ঐশ্বর্য আফসানা পাটোয়ারী কে দেখে ভুবন ভোলানো হাসি টেনে বলে।

“হ্যালো মিসেস মহিলা।”

আফসানা পাটোয়ারী নাক মুখ কুঁচকে নেয়।

“তুমি! তুমি কখন এলে?”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।

“অবাক হলেন বুঝি?আই নো অবাক হওয়ারই কথা। এক্সুয়েলি আই লাভ ইট।”

জিসান আর কেয়া ভেতরে আসলো। শহীদ নিচে এসে নিজের বড় ছেলে কে দেখে রিতিমত নির্বাক।“ঐশ্বর্য! তুমি?”

“ডোন্ট কল মি ঐশ্বর্য,কল মি রিক।”

শহীদ দীর্ঘ শ্বাস ফেললো, ছেলেটা সেই আগের মতোই আছে।

“ভাই।”

রুদ্র দ্রুত পায়ে এসে ঐশ্বর্য কে জড়িয়ে ধরে।

“ভাই আমি জানতাম তুমি আসবে,পুরো পাঁচ বছর পর।”
ঐশ্বর্য রুদ্র কে ছাড়িয়ে নিলো।
“ডোন্ট, আমি মায়া বাড়াতে পছন্দ করি না।”
উৎসা আশ্চর্য হয়ে গেছে, ঐশ্বর্য কে? সবাই এভাবে ওর সাথে বিহেভ করছে কেন?
ঐশ্বর্য বাঁকা হেসে আফসানা পাটোয়ারীর উদ্দেশ্যে শুধায়।
“সো মিসেস মহিলা আমি আসাতে আপনার অসুবিধা হয়ে গেল বুঝি?”আফসানা সোজাসুজি বললো।
“কার স’তিনের ছেলে আসলে সুবিধা হয় শুনি?”
ঐশ্বর্য মুখের ভাবান্তর বদলে নেয়।
“তাই নাকি! মিসেস মহিলা এত বছরেও আপনার লজ্জা হয়নি তাই না?”
আফসানা পাটোয়ারী গর্জে উঠলো।
“বুঝে কথা বলো বেয়াদব, আমি তোমার বড় এটা কী ভুলে গেছো? না কি এটুকু শিক্ষা নেই?”
“মিসেস মহিলা আপনার সাথে যে কথা বলছি এটাই আপনার ভাগ্য,আর আমার শিক্ষা নিয়ে আপনার মত চিপ মহিলা কথা না বললেই বেটার হবে।”“ঐশ্বর্য!”

“অ্যাম রিক।”

আফসানা পাটোয়ারী চরম পর্যায়ে রেগে গেলেন,এই অস’ভ্য ছেলেটা কে স’হ্য করতে পারছেন না তিনি।
দাঁতে দাঁত চেপে বললো।

“আফসানা পাটোয়ারীর সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলার সাহস হলো কী করে?”

ঐশ্বর্য কানে হাত দিয়ে শুনার ভান করে বলে।

“কী কী? আফসানা পাটোয়ারী? কার পদবী নিয়ে ঘুরছেন মিসেস মহিলা? আমার জানা মতে তো মিস্টার শহীদের কোনো পদবীই/ নেই? পাটোয়ারী আবার আসলো কোথা থেকে?”

আফসানা পাটোয়ারী অ’পমানিত বোধ করলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য যা বলছে একদম সঠিক। শহীদ কে বিয়ে করার পর সাবিনা পাটোয়ারী মানে শহীদের চাচাতো বোনের বাড়িতে চলে আসে সবাই। এখানে এসেই আফসানা নিজের নামের সঙ্গে পাটোয়ারী ইউজ করে।“ঐশ্বর্য তুমি কিন্তু নিজের লিমিট ক্র’স করছো?”

“ইওর ফা’কিং লিমিট নিজের কাছেই রাখুন।”

শহীদ ঐশ্বর্য কে থামানোর চেষ্টা করে বলে।

“ঐশ্বর্য বাবা প্লিজ তুমি থামো।”

“ওহ্ প্লিজ ইউ জাস্ট শাট আপ। ডোন্ট কল মি বাবা! আপনার বাবা টাবা কিছুই নই আমি।”

এতক্ষণ বাদে উৎসা বুঝতে পারলো এই হলো শহীদ মামার আগের পক্ষের বড় ছেলে।তার মানে তো উৎসার মামাতো ভাই!চমকে উঠে উৎসা, ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল তার।

শহীদ চাইলেও কিছু বলতে পারছে না।তার মুখ নেই কিছু বলার!

আফসানা পাটোয়ারী দাঁতে দাঁত চেপে ফের বললো।

“এখানে এসেছো কেনো হ্যা? জার্মানিতে কী অস'ভ্যতামো করে মন ভরেনি?”

“না ভরে নি তাই এসেছি, আপনার কোনো প্রবলেম?”

“হ্যা অবশ্যই,কারণ এই বাড়িটা আমাদের।”

ঐশ্বর্য চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙিমায় শুধায়।“ও মাই গড ইজেন্ট ট্রুথ? মিসেস মহিলা যদি এই বাড়ি আপনি দাবী করেন তাহলে আমিও দাবী করতে পারি, ভুলে যাবেন না এটা তাহলে আমার মায়ের বাড়িও। মিস্টার শহীদের সঙ্গে কিন্তু আমার

মায়ের ডিভোর্স হয়নি, আপনি চিপ তাই আমার মায়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ সো কল্ড ফাদার কে নিয়ে নিয়েছেন।”

“ঐশ্বর্য মুখ সামলে কথা বলো।”

“ওয়ার ইউ সাউডিং মিসেস মহিলা?সত্য কথা স’হ্য হয় না বুঝি?অবশ্য হবেই বা কী করে?”

“এখুনি এই বাড়ি থেকে চলে যাও।”

আফসানা পাটোয়ারীর কথা শুনে ঐশ্বর্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো, স্যুট ঠিক করে বললো।“এমনিতেও আমি এখানে থাকতে আসিনি,বাই দ্যা ওয়ে আপনার এই মুখ দেখেই বম্মেট আসছে।তাই চলে যাচ্ছি।বা বাই।”

ঐশ্বর্য বাড়ি থেকে বের হতে চায়, শহীদ আটকাতে বলে উঠল।

“রিক যেও না। রিকোয়েস্ট করছি।”

ঐশ্বর্য থামলো, তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

“আপনার কী আদেও রিকোয়েস্ট করার জায়গা আছে?”

শহীদ মাথা নিচু করে নেয়, ঐশ্বর্য ফের বললো।“সো প্লিজ..

ঐশ্বর্য পা বাড়াতেই কেউ এসে ঝাপটে জড়িয়ে ধরে তাকে।

“ভাইয়া।”

ঐশ্বর্য থমকালো চমকালোও।নিকি কে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নিলো।

“ডোন্ট।”

নিকি আদুরে হাতে ফের জড়িয়ে ধরলো।

“ভাইয়া ডোন্ট গো প্লিজ।”

“হো আর ইউ?”

নিকি মাথা তুলে তাকালো।

“আমি নিকি ভাইয়া, তোমার বোন।”

ঐশ্বর্য ফের চমকালো, পাঁচ বছর আগের ছোট্ট নিকি বড় হয়ে গেছে। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে হয়েছে।তার বোন?হাহ্।

“প্লিজ আমি মায়ায় পড়তে চাই না।”

“প্লিজ ভাইয়া থেকে যাও প্লিজ প্লিজ।”

নিকির কথায় রুদ্র জোর করলো।

“প্লিজ ভাইয়া থাকো না কিছু দিন।”

ঐশ্বর্য পারলো না,তবে গুরুগম্ভীর স্বরে বলল।“ওকে ফাইন,থাকবো। কিন্তু ঠিক কত দিন থাকবো ওইটা আমার মুডের উপর নির্ভর করছে।”
নিকি খুশিতে আ’ত্মহারা হয়ে উঠে।
“আমি এখুনি তোমার রুম রেডি করছি।”
নিকি আর রুদ্র দৌড়ে গেল। আফসানা পাটোয়ারী হনহনিয়ে রুমের দিকে গেলো, শহীদ ওনার পিছু পিছু গেলো।
এতক্ষণ ধরে উৎসা নিরব দর্শক হয়ে সব কিছু দেখছিল, কিন্তু আর নিরব থাকতে পারলো না। আচমকা শব্দ করে হেসে উঠলো।“ওরে আল্লাহ।”
কথাটা বলতে বলতে হাসতে লাগলো উৎসা,এক সময় পেট চেপে ধরে উৎসা। ঐশ্বর্য বললো।
“স্টপ।”
উৎসা কিয়ৎক্ষণ থামলো, কিন্তু ফের শব্দ করে হেসে উঠলো,হাসতে হাসতে কাউচের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কার্পেটের উপর পড়ে গেলো।তবে তখনো হাসছে উৎসা।জিসান আর কেয়া উৎসার অবস্থা দেখে ফিক করে হেসে উঠলো।

যে কেউ উৎসার এই ভুবন ভোলানো হাসি যে কারো মন ভুলাতে সক্ষম, কিন্তু আপাতত এই হাসি রাগের কারণ হচ্ছে ঐশ্বর্যের।
উৎসা কে থামতে না দেখে ঐশ্বর্য পাশে কেবিনেটের উপর থাকা ফুলদানি তুলে ছু'ড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠল।
“আই সে স্টপ।“তুমি এই বাড়িতে কী করছো?আর কে তুমি?”
উৎসা ঐশ্বর্যের ধমক শুনে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়ায়। জিসান,কেয়া সোফায় বসে আছে, ঐশ্বর্য ওদের পাশে বসেছে।ডান পায়ের উপর বা পা তুলে বসে আছে,উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।
“আমি তো উৎসা,এই বাড়ির মালিকের মেয়ে!”
ঐশ্বর্য থতমত খেয়ে গেল, মিসেস মহিলার আরো একটা মেয়ে আছে?
“মিসেস মহিলার ছোট মেয়ে তুমি?”
উৎসা ব্যস্ত কণ্ঠে বলে।
“না না, আমি তো সাবিনা পাটোয়ারীর ছোট মেয়ে। আর আফসানা উনি তো আমার মামী হন।”
ঐশ্বর্য ভেবে বলে।

“ওহ্ তাহলে তুমি উৎসা পাটোয়ারী?”“হুঁ। আফসানা মামী আমাদের সাথে থাকেন আর পাটোয়ারী ইউজ করেন।আর এই বাড়িওআ আমাদে.....

বাকি কথা টুকু টুক করে গিলে নিল উৎসা, ঐশ্বর্য বুঝতে পারলো এই বাড়িও উৎসাদের।তাই তো নেইম প্লেটে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিলো পাটোয়ারী মঞ্জিল।

ঐশ্বর্য কথা ঘুরাতে বললো।

“তা কি এমন রিজনে তুমি একটু আগে দাঁত দেখাচ্ছিলে?”

মামাতো ভাইয়ের কথা মাথায় আসতেই উৎসা ফিক করে হেসে উঠলো, ঐশ্বর্য সাথে সাথে বললো।

“স্টপ লাফিং।”

উৎসা ঠোঁট চেপে বললো।“আসলে আপনি তো ভাইয়া ডাক পছন্দ করেন না, কিন্তু দেখুন ভাগ্য? আপনি আমার মামাতো ভাই বের হলেন।”

উৎসা হাসতে লাগে, কথাটা বোঝাতে পেরে কেয়া আর জিসান হেসে উঠে। জিসান ঐশ্বর্য কে খোঁ’চা দিয়ে বলে।

“রিক মিস বাংলাদেশী তোর নতুন বোন হু হু হু।”

কেয়া দুষ্টুমি করে শুধায়।
"ও মাই গড কিউট গার্ল তোর বোন আর আমাদের বলিস নি পর্যন্ত?দিস ইজ নট ডান!"
ঐশ্বর্য বেশ বিরক্ত নিয়ে বলে।
"জাস্ট শাট আপ,হেই ইউ ডোন্ট কল মি ভাইয়া।"
উৎসা দু পা সিঁড়ির দিকে দিয়ে বললো।
"ঐশ্বর্য ভাইয়া, ভাইয়া ভাইয়া ভাইয়া। ঐশ্বর্য ভাইয়া।"
উৎসা ছুট লাগালো দুতলার দিকে। ঐশ্বর্য চমকালো,কারণ এই প্রথম ঐশ্বর্য নাম এতটা মোহিত করছে তাকে। খুব করে কানে লাগলো কথাটি, পরক্ষণেই ঐশ্বর্য চিৎকার করে বলে।
"স্টপ।"স্নিগ্ধ শোভন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের কাজ শেষ করে সবার জন্য খাবার আয়োজন করেছে উৎসা।
কলিং বেল বাজলো,উৎসা গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ঐশ্বর্য জগিং স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।উৎসা মুগ্ধ চোখে তাকায় ঐশ্বর্যের দিকে।

ঐশ্বর্য ভেতরে প্রবেশ করলো, প্রথমে উৎসা কে খেয়াল না করলেও দু পা এগিয়ে গিয়ে ফের পিছন ঘুরে তাকালো।

পরতে আকাশী রঙের গোল জামা,চোখে কাজল,হাতে দু'টো রেশমী চুড়ি। ফর্সা মুখে অধর দুটি গোলাপী হয়ে আছে, ওড়না গলায় ঝু'লিয়ে রাখা।সব থেকে বেশি নজর কাড়লো উৎসার পায়ের নূপুর গুলো। উৎসা টেবিলের দিকে এগুতেই ছনছন শব্দ করে নূপুর গুলো। ঐশ্বর্য বিড়বিড় করে আওড়াল।"অ্যা রেড রোজ।"

উৎসা কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে ঐশ্বর্য।

দশ মিনিট পর সবাই ব্রেকফাস্ট করতে আসে, কিন্তু ঐশ্বর্য আফসানা পাটোয়ারী আর শহীদ কে দেখে দুতলার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

নিকি বলে উঠে।

"ভাইয়া ব্রেকফাস্ট করবে না?"

ঐশ্বর্য ফুস করে শ্বাস টেনে বলে।

"যার তার সাথে একই ডাইনিং এ বলে রিক ব্রেকফাস্ট করে না।"নিকি বুঝতে পারলো ঐশ্বর্য

কাদের কথা বলছে। আফসানা চোয়াল শক্ত করে নেয়,মনে মনে ঐশ্বর্য কে দুটো গা'লি দেয়। শহীদ মলিন মুখে নিজ স্থানে বসে রইল, কিছু বলার মতো ভাষা নেই তার।

ঐশ্বর্য রুমে চলে গেলো, জিসান আর কেয়া খেতে বসলো।তারা খুব এক্সাইটেড,এই প্রথম বাংলাদেশের ফুড খাবে,ভাবতেই জিসান খুশিতে গদগদ হয়ে যাচ্ছে।

উৎসা জিসানের প্লেটে ঘি দিয়ে ভাজা রুটি আর আলো তরকারি দিলো। জিসান দেখে বললো

“দেখ টেস্টি লাগছে।”

কেয়া বললো।

“জাস্ট অ্যামেজিং,ইয়াম্মি।”উৎসা মৃদু হাসলো।নিকি ঐশ্বর্যের জন্য খাবার সাজিয়ে ট্রে উৎসার হাতে দিলো।

“বনু খাবার টা ভাইয়ের রুমে দিয়ে আয় তো।”

আফসানা তৎক্ষণাৎ বলে উঠে।

“এত দরদ দেখানোর কি প্রয়োজন নিকি?”

নিকি সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলে স্পষ্ট ভাবে বললো।

“আমার ভাই তাই।”

আফসানা বেশ বিরক্ত, মেয়েটা অবা'ধ্য।রুমের কাছে এসে ন'ক করলো উৎসা, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ পেলো না।উৎসা খেয়াল করে দেখলো রুমের দরজা খোলাই আছে।উৎসা গুটি গুটি পায়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।
“ঐশ্বর্য ভাইয়া? ভাইয়া আপনি কোথায়?”
আচমকা ওর হাতে টান পড়ল। ঐশ্বর্য উৎসার হাত থেকে ট্রে নিয়ে বেড সাইড টেবিলের উপর রেখে দিলো।উৎসা থতমত খেয়ে গেলো, ঐশ্বর্য ওকে টেনে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে।উৎসা আরো এক দফা চমকে উঠে।
“ভভভাইয়া এটা কি করছেন আপনি?”“হিসসস, ডোন্ট কল মি ভাইয়া আই রিপিট ডোন্ট কল মি ভাইয়া।”
উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, এদিকে ঐশ্বর্য উৎসার হাত খুব শক্ত করে।
“যত বার ভাইয়া ডেকেছো এখন ততবার হানিইইই বলে ডাকো।”
উৎসা চমকের অষ্টম আকাশ পাড় করলো।হানি?
“ককী?দদেখুন ঐশ্বর্য ভাইয়া হন আপনি আমার।”

ঐশ্বর্য রাগলো,চোখে মুখে স্পষ্ট রাগের ছাপ। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল।

“ইউ আর লুকিং সো প্রীটি।দ্যান স্টে ওয়ে ফ্রম মি।”উৎসা কিছুই বুঝলো না, ঐশ্বর্য উৎসা কে ছেড়ে দেয়,ডিভানে বসতে বসতে বললো।

“আমার জন্য কফি নিয়ে এসো।”

উৎসা বোকার মতো জিজ্ঞাস করে।

“আমি ? এখন কফি খাবেন?”

জিসান ঐশ্বর্যের রুমেই আসছিল হঠাৎ আইস কিউব শব্দটি কানে যেতেই হুড়মুড়িয়ে রুমে ঢুকে উৎসা কে বলে উঠল।

“আরে সকালে ঐশ্বর্য তো এই সময় কফিই খায়,মিস বাংলাদেশী তুমি নিয়ে এসো।”

উৎসা মৃদু কন্ঠে বলে।“আচ্ছা।”

উৎসা বের হতেই ঐশ্বর্য নিজের মতো করে ফোন দেখতে লাগলো। জিসান ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দেয়, গিয়ে ঐশ্বর্যের পাশে বসলো।

“ড্যাম তুই কি রে! এখানেও উল্টো পাল্টা শুরু করেছিস?”

ঐশ্বর্য ফোনে দৃষ্টি রেখেই বললো।

“কেনো তুই কি আজ নতুন জানলি?”

জিসান বললো।

“ছে,মিস বাংলাদেশী যদি জানতে পারে তোর ব্যাড হ্যাভিটের কথা তাহলে তো....

“সো হোয়াট?আই ডোন্ট কেয়ার।”

জিসান আর কিছু বলতে যাবে তার পূর্বেই ওর দৃষ্টি গেলো ফোনে।

“এহহ কী দেখছিস তুই এটা?”

ঐশ্বর্য জোম করে বললো।

“মুভি, চোখে কী কম দেখিস?”

জিসান নাক মুখ কুঁচকে নেয়।

“শেইম লেস ম্যান।তোর সঙ্গে আর মুভি?”বাগানে দাঁড়িয়ে ফুলের সঙ্গে ছবি তুলছে কেয়া, হঠাৎ সেখানে একটা ছেলে কে দেখতে পেলো।কখন থেকেই কেয়া কে লক্ষ্য করছে ছেলেটা, কেয়া এগিয়ে গেলো।

“হাই হ্যান্ডসাম।”

ছেলেটি অবাক হলো, এখানে কোনো মেয়েই নিজ থেকে কথা বলে না, সেখানে কেয়া নিজ থেকে এসে হ্যান্ডসাম বলছে কথাটা বেশ অবাক করলো ছেলেটি

কে।কেয়া ফ্লা'ট করছে,আচমকা সেখানে রুদ্র চলে এলো।

"উঁহু উঁহু।"

পুরুষালী কন্ঠস্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো কেয়া। মৃদু চমকে উঠে সে। রুদ্র দেখতে কী সত্যি সুদর্শন। কেয়া আনমনে বলে উঠে।"ওয়াও।"

রুদ্র এগিয়ে গেলো,আসলে ছেলেটা ছিলো দুধ ওয়ালা। এই ছেলেটা রোজ পাটোয়ারী মঞ্জিলে দুধ দিয়ে যায়।

"কী রে অভি দাঁড়িয়ে আছিস কেন?দুধ দিয়ে তাড়াতাড়ি যা।"

অভি কাচুমাচু করতে করতে দুধ দিতে গেলো ভেতরে।

কেয়া বুঝলো না,দুধ?

"ওয়ান সেকেন্ড, ছেলেটা মিল্ক দিতে যাচ্ছে কেন?"

রুদ্র বললো।

"তুমি যার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে ফ্লার্টিং করছো সে এই বাড়ির দুধ ওয়ালা।"

কেয়া নাক মুখ কুঁচকে নেয়, এটা কী হলো? হ্যান্ডসাম ছেলেটা দুধ ওয়ালা? ইয়াক।"

রুদ্র কেয়া কে নিয়ে মজা করে বললো।

“ইউ আর দুধ ওয়ালী।”কেয়া বেশ লজ্জা পেলো, ফার্স্ট টাইম কেউ এভাবে তাকে নিয়ে মজা করছে। রাগে দুঃখে কেয়া হনহনিয়ে রুমে চলে গেলো। রুদ্র শব্দ করে হেসে উঠলো।

সোফার কুশন কভার গুলো চেঞ্জ করছে উৎসা,এর মাঝে কেয়া এসে বললো।

“কিউট গার্ল শুনো না।”

উৎসা ভুবন ভোলানো হাসি মুখে টেনে বলে।

“হ্যা বলো।”“তোমার মতো বিউটিফুল করে সাজিয়ে দাও আমাকে, তোমার মেকআপ আর ড্রেসিং জাস্ট ওয়াও।”

উৎসা নিজের দিকে বোকা ভাবে তাকালো। সিরিয়াসলি এই মেকআপ সুন্দর?

উৎসা তো শুধু একটু কাজল, হাতে দু’টো চুড়ি আর পায়ে নূপুর ছাড়া কিছুই পড়েনি। তবুও কেয়া জোর করলো, ঐশ্বর্য জিসান কেয়া তিনজনে মিলে ঠিক করেছে সিলেটে ঘুরবে। অবশ্য ঐশ্বর্যের মত তেমন একটা ছিলো না,কী বা ঘুরবে? বাংলাদেশ তার একদম পছন্দ নয়।যাই হোক জিসান আর কেয়া

জোর করেছে ঐশ্বর্য কে,যার দরুন ঐশ্বর্য রাজী হয়েছে।

উৎসা তৈরি হয়ে নেয়,মনে মনে ঠিক করে আজ এই বিদেশির বাচ্চা কে ভালো করে জ'ব্দ করবে।বাড়ির বাইরে আসতেই বড়সড় মার্সিডিজ কার দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো উৎসা, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

"এই গাড়িটা আবার কার?"

ঐশ্বর্য উৎসা কে আড় চোখে দেখে, গায়ে কালো রঙের বোরকা পড়েছে, দেখতেও বেশ লাগছে।

জিসান খুশিতে বললো।

"রিকের।"

ঐশ্বর্য ভাব নিয়ে বললো।

"এখানের সো কল্ড অটোরিকশা আমি চলাচল করব রেড রোজ?"উৎসা কিছুই বুঝলো না,নিজে যে বড়লোক এটা বুঝি সবাই কে দেখাতে হবে? ঐশ্বর্য গিয়ে গাড়িতে বসলো, পিছনের সিটে কেয়া আর জিসান বসলো।উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে,সে কোথায় বসবে?

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে বলে।

"এখন কী তোমাকে ইনভাইট করতে হবে বসতে?"

উৎসা মলিন মুখে ঐশ্বর্যের পাশের সিটে বসে পড়লো। ঐশ্বর্য দক্ষ হাতে ড্রাইভিং শুরু করে।
সিলেট চন্ডিপুলের দিকে আড্ডা ক্যাফেতে বসে আছে, সবাই। ঐশ্বর্য বিরক্ত হচ্ছে,এটা কোনো ক্যাফে?জাস্ট টু মাচ!
“দিস ইজ ক্যাফে?”উৎসা মুখ বাঁকিয়ে বললো।
“তো এটা কী সিনেমা হল?”
ঐশ্বর্য ফুস করে শ্বাস টেনে বললো।
“গেট আপ।”
সবাই উঠে দাঁড়ালো, ঐশ্বর্য পা বাড়ায়।উৎসা দৌড়ে ওর সামনে চলে গেল।
“আরে ঐশ্বর্য ভাইয়া কোথায় যাচ্ছেন? আপনি তো এখানের কিছুই চিনেন না?”
“তোমার এই সো কল্ড ক্যাফেতে অ্যাটলিস্ট আমি থাকতে পারছি।”
উৎসার মুখ ভার হলো,সেও বললো।
“তাহলে কোথায় যাবেন বলুন? আমি নিয়ে যাচ্ছি।”
“লেটস্ গো।”ঐশ্বর্যের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো সবাই, কিয়ৎক্ষণ পরেই গাড়ির কাছে এলো। ঐশ্বর্য

ফোন বের করে কিছু একটা দেখছিল, সবাই এদিকে অপেক্ষা করছে।

“রিক খিদে পেয়েছে ব্রো?”

কেয়া অসহায় মুখে বললো।

ঐশ্বর্য হঠাৎ বলে উঠে।

“গ্রেট!লেটস্ গো। জিসান ড্রাইভ কর।”

ঐশ্বর্য জিসানের দিকে গাড়ির চাবি ছু’ড়ে দেয়। জিসান ক্য

ক্যাচ করে নেয়।মিনিট পাঁচেক পরেই পানসী রেস্টুরেন্টে এসে থামলো ওরা। রেস্টুরেন্টটি বেশ বড় আর পরিষ্কার,খুব সুন্দর করে সাজানো।উৎসা মৃদু হাসলো,সে তো এই রেস্টুরেন্টের কথা ভুলেই গিয়েছিল।

ঐশ্বর্য সবচেয়ে বেস্ট টেবিলটা বুক করলো। সবাই বেশ আরাম করে বসলো,উৎসা নিজের মুখের নিকাব খুলে রাখে। ভীষণ গরম লাগছে তার,কেয়া উৎসা কে টিস্যু এগিয়ে দেয়।ঘেমে একাকার অবস্থা উৎসার। জিসান ওর মলিন মুখ দেখে শুধায়।

“মিস বাংলাদেশী তুমি এসব কেনো পড়েছো?লুক তোমার অবস্থা?”

উৎসা মৃদু হাসলো।

“বাংলাদেশের বেশীরভাগ মেয়েরাই বোরকা পরে চলাচল করে, আমিও তাই।এখানের মেয়েরা বাইরের দেশের মতো চলাচল করতে পারে না,লোকে মন্দ বলে।”ঐশ্বর্য কপাল কুঁচকে বলে।

“রিয়েলি? তাহলে তুমি জার্মানিতে শর্ট জিন্স টপস্ ওগুলো পড়লে তখন?”

উৎসা ফের ভুবন ভোলানো হাসি মুখে টেনে বলে।

“আপনাদের ঐখানে তো জ্যাকেট ছাড়াই বের হওয়া যায় না, সেখানে আমি কী করে বোরকা পরে বের হবো?”

ঐশ্বর্য বিরক্ত নিয়ে বললো।

“বাংলাদেশের সব কিছুই চিপ,জাস্ট টু মাচ।”উৎসা মুখ বাঁকালো, ওয়াটার আসতেই ঐশ্বর্য ম্যেনু কার্ড নিয়ে অর্ডার করলো।

“চিজ বার্গার,স্যুপ,ফ্রেন্স ফ্রাই,প্যান কেক।”

উৎসা তব্দা খেয়ে গেলো, দুপুরের খাবারে এসব খাবে ওরা?

“আরে আরে দাঁড়ান, দেখুন ওয়াটার ভাইয়া আপনি বরং চিকেন ফ্রাই, ফ্রাইড রাইস, চাউমিন উইথ চিলি চিকেন।”

ওয়াটার যেতেই ঐশ্বর্য উৎসা কে ধমক দিয়ে বললো।

“হোয়াট দ্যা হেল?এসব কী অর্ডার করেছো?”

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।“দুপুরের খাবারে কেউ প্যান কেক,স্যুপ এসব খায়?”

জিসান বলে উঠল।

“উফ্ তোরা থাম, অ্যাম ভ্যারি এক্সাইটেড।”

ওয়াটার খাবার দিয়ে যেতেই কেয়া ফোন বের করে সেলফি নিতে লাগলো।

“গাইস সে চিজজ।”

সবাই এক সঙ্গে ছবি তুলে,উৎসা নিজের মতো খেতে শুরু করে। ঐশ্বর্য আড় চোখে তাকায় উৎসার দিকে,উৎসা অল্প অল্প করে খাচ্ছে। হিজাব বাঁ'ধার ফলে মেয়েটা কে আরো বেশি কিউট লাগছে।উৎসা আনমনে ঐশ্বর্যের দিকে তাকালো, চোখাচোখি হয় দু'জনের।উৎসা মাথা নুইয়ে নেয়,এই ঐশ্বর্য কে একটুও বুঝতে পারে না উৎসা।সন্ধ্যায় সবাই মিলে

বারান্দায় আড্ডা দিচ্ছে,উৎসা সবার জন্য চা নিয়ে এলো।

অনেক দিন পর ভাই বোন সবাই এক সাথে হয়েছে। বারান্দায় কুশান বিছিয়ে ছোট ছোট বালিশ নিয়ে গিয়ে রেখেছে উৎসা। সবাই এসে বসলো, ঐশ্বর্য আসতে চায়নি কিন্তু রুদ্র জোর করে নিয়ে এসেছে। সবার সাথে থাকলেও

কানে তার হেডফোন হাতে আইপ্যাড।

"এই যে সবার জন্য চা নিয়ে এসেছি।"উৎসা চায়ের সঙ্গে কিছু স্ন্যাকস নিয়ে আসে।নিকি হাত বাড়িয়ে ট্রে নেয়,উৎসা একে একে সবাই কে চা দেয়। ঐশ্বর্যের কাছে যেতেই কান থেকে হেডফোন খুলে বললো।

"আই ডোন্ট লাইক ইট?"

উৎসা সূক্ষ্ম শ্বাস ফেললো।

"তাহলে ভাইয়া আপনার জন্য কী আনবো"

ঐশ্বর্য দাঁতে দাঁত চেপে বললো।

"ফার্স্ট ডোন্ট কল মি ভাইয়া, সেকেন্ড কিছু চাই না আমার।"

উৎসা মুখ বাঁকিয়ে বললো।

"অ্যাজ ইওর উইশ।"

ঐশ্বর্য ভ্রু বাঁকিয়ে বললো।
“ওকে, আমার জন্য কফি নিয়ে এসো ব্ল্যাক কফি উইথ আউট সুগার।”
উৎসা গাল ফুলিয়ে বসে,সে কী এই চৌধুরী সাহেবের চাকর নাকি?যখন যা ইচ্ছা হু’কু’ম করবে?উৎসা মুখ বাঁ’কিয়ে বললো।“পারব না, আমি কী আপনার কাজের লোক?”
ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো,হাতের আইপ্যাড সোফায় রেখে উঠে সামনে এসে দাঁড়ায় উৎসার। পকেটে হাত গুজে বললো।
“এক্চুয়েলি ইয়েজ,ইউ আর মাই হাউজ কিপার।ভুলে গেলে জার্মানিতে কেয়ারটেকারের কাজ দিয়েছিলাম?”
উৎসা ফুস করে উঠে।
“তো?ওইটা জার্মানিতে ছিলো?এটা বাংলাদেশ।আর শুনুন আপনি আমার ভাইয়া হন, বুঝলেন?ভ আকার ভা ই য়া।”
“জাস্ট শাট ইওর ফা’কিং মাউথ। কফি নিয়ে এসো!”উৎসা হনহনিয়ে চলে গেলো।মনে মনে হাজার টা গা’লি দিলো, অস’ভ্য লোক পঁচা লোক,শ’য়তা’ন লোক।

কিচেনে যেতেই উৎসার হাতের ফোন টুং টুং শব্দ করে বেজে উঠল।

“হ্যালো সিরাত বলো!”

“হ্যালো উৎসা তোমাকে একটা জরুরী কথা বলার ছিলো!”

উৎসা ফোন লাউড স্পিকারে দিয়ে কফি বানাতে বানাতে বলে।

“হ্যা বলো আমি শুনছি।”

সিরাত আমতা আমতা করে বলল।

“আসলে উৎসা ওই তোমাকে....

“কী হয়েছে?”

“উৎসা তোমাকে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে!”উৎসা চমকে উঠে, হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছে মানে?উৎসা দ্রুত বেসিনে হাত ধুয়ে ফোন তুললো।

“মানে কি সিরাত? হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছে?”

সিরাত মলিন মুখে বলে।

“এক্সুয়েলি তুমি গার্ড কে বলেও যাও নি আর না পারমিশন লেটার জমা করেছো।ইভেন কলেজ থেকেও বের করে দেবে ওয়ান্ট করেছে।”

উৎসা ব্যস্ত কন্ঠে শুধায়।

“তাহলে কি হবে? না না আমি এভাবে কী করে......

“উৎসা রিল্যাক্স, তুমি বরং দু দিনের মধ্যে আসার চেষ্টা করো।আই থিংক প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো।”উৎসা ভাবলো তাকে জার্মানি যেতে হবে,মিহি কে খুঁজতে হবে।যদি মিহি ওর বয়ফ্রেন্ড এর সাথে না থাকে তাহলে কোথায় আছে?সব জানতে হবে!

“ওকে আমি তোমাকে কাল সকালে জানাচ্ছি।”

“ওকে।”

উৎসা ফোন রেখে দেয়,বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। এবার করবে টা কি? তাকে জার্মানি যেতে হবে আবার।

বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে সিরাত আর উৎসার কথোপকথন শুনলো ঐশ্বর্য। আসলে কফি আনতে দেরী হচ্ছে তাই ঐশ্বর্য নিজে এলো কিচেনে, কিন্তু

এখানে উৎসার বিষয়ে জেনে বেশ অবাক হলো। বিড়বিড় করে আওড়াল।

“রেড রোজ জার্মানি ব্যাক করবে?”কিছু একটা ভাবলো ঐশ্বর্য,ফের হাসলো।

“হোয়াট অ্যাভার।”

ঐশ্বর্য ভেতরে গিয়ে উৎসার হাত থেকে কফি কাপ নিয়ে বেরিয়ে গেলো।উৎসা বুঝলো নিকির সঙ্গে কথা বলতে হবে।

উৎসা বের হতে যাবে পিছন ঘুরতেই আকস্মিক ভাবে ঐশ্বর্যের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পুরো কফি ঐশ্বর্যের উপর ফেলে দেয়। আঁ'তকে উঠে উৎসা গরম ধোঁয়া উড়ানো কফি পড়েছে ঐশ্বর্যের বক্ষ স্থলে।

“এটা কী হলো,দেখি দেখি।”উৎসা দ্রুত ঐশ্বর্যের বুকে হাত লাগলো,পুড়েছে কী না দেখতে? শার্টের বোতাম খুলতেই আঁ'তকে উঠে, জায়গাটা লাল হয়ে গেছে।উৎসা ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে ঐশ্বর্যের বুকে দেয়।ঘষতে লাগলো সে।

“জ্ব''লছে তাই না? অ্যাম স্যরি। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।একটু সবুর করুন।”

এদিকে ঐশ্বর্য নির্বাক, নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় উৎসার কান্ড দেখছে এক সময় উৎসা ঐশ্বর্যের পেটের দিকে হাত ছোঁয়াতেই ঐশ্বর্য ওর হাত চেপে ধরে।

উৎসা মুখ তুলে নিষ্পাপ চাহনিতে দেখে।

“হোয়াটস গোয়িং অন?”

উৎসা এতক্ষণে যেনো হু’শে ফিরলো। দ্রুত হাত সরিয়ে নেয়। লজ্জায় জর্জারিত হয়ে উঠে,হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। এতক্ষণ ধরে কী করলো তা ভাবতেই নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে,সে কী করলো? এভাবে কাউকে স্পর্শ করেছে ভাবতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।উৎসা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

“অ্যাম স্যরি।”কথাটা বলেই দৌড় লাগায় উৎসা। ঐশ্বর্য একই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়েছে তার। যেখানে ঐশ্বর্য অন্যদের কে.... সেখানে উৎসার সামান্য বুকে ছোঁয়াতে উ’ন্মা’দ লাগছে ঐশ্বর্যের। সে তো উৎসা কে বকা দিতে এসেছিল, কফিতে চিনি দেওয়ার জন্য। কিন্তু এভাবে নিজেই পাগল হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি

ঐশ্বর্য কফি কাপ রেখে, দ্রুত নিজের রুমে যেতে লাগলো। আপাতত তার শান্তি চাই, সামথিং। ঐশ্বর্য

দ্রুত পায়ে এক প্রকার দৌড়ে রুমের দিকে গেলো। ঠাস করে দরজা লাগিয়ে দেয়।দরজা বন্ধ করে ডিভানের উপর বসে আছে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী।

গায়ে তার কোনো কিছুই নেই,পরণে শুধু একটা শটার। ঐশ্বর্য দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে,ভেতর জ্ব'লছে তার। বারংবার উৎসার নিষ্পাপ চাহনির মুখশ্রী মনে পড়ছে। ঐশ্বর্য ত্বরিতে গিয়ে কাভার্ড খুলে ব্যাগ থেকে ঘুমের ওষুধ বের করে খায় । মৃদু কেঁপে উঠল তার বলিষ্ঠ দেহ খানি,ফের ডিভানে এসে গা এলিয়ে দেয়।

নিঃশ্বাস ধীর গতিতে চলছে,যখন ঐশ্বর্য বেশী অদ্ভুত লাগছে , ঠিক সেই সময়েই ঐশ্বর্য ঘুমোনোর ট্রাই করে । আজকেও তাই করলো ঐশ্বর্য।দীর্ঘ এক ঘন্টা পর ওয়াশ রুমে গিয়ে শাওয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসে সে। বেলকনিতে যেতেই বাগানের দিকে চোখ পড়লো।উৎসা কেয়া নিকি এক সঙ্গে আছে।

নিকি আর উৎসা মিলে কেয়া কে জাম্পিং খেলছে। কেয়া কোনো রকমে দরিটা নিয়ে খেলার চেষ্টা করছে, কিন্তু বারংবার পায়ে আটকে ফের আউট হচ্ছে।

ঐশ্বর্য বেলকনির রেলিং ধরে দেখতে লাগলো,কেয়া আউট হতেই উৎসা হাতে নিলো দরিটা।সে খেলা

শুরু করে,উৎসার প্রতিটি জাম্পিং করছে। ঐশ্বর্যের ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল,শুকনো ঢুল গিললো সে। দ্রুত বেলকনি থেকে সরে এলো।“কাল যাবি মানে?” উৎসা জার্মানি ব্যাক করছে কথাটা শুনে রুদ্র অবাক হলো।উৎসা রুদ্র করে বুঝাতে বললো।

“ভাইয়া আমার যাওয়াটা জরুরি, কলেজে কিছু বলিনি এভাবে হুট করে চলে আসাতে প্রবলেম হচ্ছে।তার উপর হোস্টেলে.....

উৎসা চুপ করে গেল, রুদ্র বললো।

“হোস্টেলে কী হয়েছে?”

উৎসা জোরপূর্বক হাসার চেষ্টা করে বলে।

“না না কিছু হয়নি,বলতে চাইছিলাম যদি দেরী হয় আর হোস্টেল থেকে বের করে দেয় তখন কী হবে?”

রুদ্র স্বস্তি পেল।

“আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোর টিকিট বুকিং করছি।”“থ্যাংকস ভাইয়া।”

“যা আপদ বিদায় হো।”

মেয়েলি কন্ঠস্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো উৎসা, আফসানা পাটোয়ারী দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ ধরে উৎসা আর রুদ্রের কথা শুনছিল।

রুদ্র অকপটে বলে উঠলো।

“মা বোনের সঙ্গে ভালো ভাবে কথা বলো, আমার কিন্তু এসব পছন্দ নয়!”

আফসানা পাটোয়ারী বললো।

“তুমি চুপ করো, ওদের সাথে এমন ভাবেই কথা বলা উচিত।”

“কী ব্যাপার মিসেস মহিলা সকাল সকাল গটের মতো চেঁচামেচি করছেন কেন?”

আচমকা ঐশ্বর্য রুমে প্রবেশ করে, আফসানা পাটোয়ারী কে সরাসরি অ’পমা’ন করে কথা বললো।

ঐশ্বর্য কে দেখে পিটপিট চোখ করে তাকালো উৎসা।

আফসানা পাটোয়ারী বললো।“ভদ্র ভাবে কথা বলো বেয়াদব।”

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে বললো।

“মিসেস মহিলা আপনার এই স্বভাব টা যাবে না তাই তো?ওই আপনাদের বাঙালিদের কথায় আছে না!যে থালায় খায় সেই থালাই ফুটো করে।হাউ ফানি!”

আফসানা পাটোয়ারী বুঝতে পারলো ঐশ্বর্য ঠিক কী বলতে চাইছে?

“ভালো হয়ে যান ভালো হতে পয়সা লাগে না।যাদের দয়ায় আই মিন যাদের ব্যবসা দখল করে খাওয়া দাওয়া করছেন আপনার আবার তাদের সাথেই গলা বা’জি?দিস ইজ নট ডান মিসেস মহিলা!”

আফসানা তে’তে উঠল।

“তুমি তো ফ্যামিলির মেম্বার না তাহলে এত কথা বলছো কেন?”

ঐশ্বর্য সজোরে লা’থি দিয়ে কেবিন ফেলে দেয়, আঁ’তকে উঠে সবাই। ঐশ্বর্য হিসহিসিয়ে বলল।

“ডোন্ট টক টু মি লাইক দ্যাট।”

ঐশ্বর্য বের হতেই আফসানা পাটোয়ারী বেরিয়ে গেলেন।উৎসা ফুস করে শ্বাস টেনে নেয়। অদ্ভুত!কাল চলে যাবে সেই জন্য একটু শপিং এ বেরিয়ে উৎসা, ওর সঙ্গে আছে জিসান ,নিকি, রুদ্র আর কেয়া। সাথে ঐশ্বর্য আছে। কিন্তু বরাবরই ঐশ্বর্য এসবে বিরক্ত হয়,তার কাছে সব কিছু ডিসকাস্টিং মনে হয়।

সিলেটের সবচেয়ে বড় শপিং মল সিটি সেন্টারের ভেতরে প্রবেশ করলো সবাই। ঐশ্বর্য কানে হেডফোন লাগিয়ে নেয়, ওদিকে উৎসা কেয়া জিসান নিজেদের

মতো শপিং করছে।উৎসা কে টেনে নিয়ে গেলো জিসান।

“মিস বাংলাদেশী এগুলো কী?টেল মি।”

জিসানের হাতে কুর্তা আর পায়জামা।উৎসা মৃদু হাসলো।

“এটা কুর্তা আর পায়জামা। এগুলো ছেলেদের।”

“রিয়েলি?”জিসান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,উৎসা ভালো দেখে একটা কুর্তা আর পায়জামা নিয়ে জিসানের হাতে দেয়।

“এইটা ট্রাই করো ভাইয়া আপনাকে ভালো লাগবে।”

জিসান জামা নিয়ে ট্রায়েল রুমে গেলো, ঐশ্বর্য আড় চোখে দেখছে উৎসা কে।উৎসা সাদার মধ্যে একটা কুর্তা আর পায়জামা এনে ঐশ্বর্যের সামনে ধরলো।

“ঐশ্বর্য ভাইয়া এটা দেখুন আপনার জন্য।”

ঐশ্বর্য নির্নিমেষ তাকালো উৎসার দিকে, মূহুর্তে চোয়াল শক্ত করে নেয়।উৎসা ভয় পেলো, হয়তো ভাইয়া ডাকটা পছন্দ হয়নি ওর।

“স্যরি। এটা দেখুন।”

ঐশ্বর্য উৎসার হাত সরিয়ে নেয়।

“আই ডোন্ট লাইক দিস,মুভ ইট।”ঐশ্বর্য সরিয়ে দেয়, মূহুর্তে উৎসার মুখটা মলিন হয়ে গেল। ঐশ্বর্য কে বেশীরভাগ সময়ই সাদায় দেখেছে উৎসা,তাই তো ভাবলো এটা পছন্দ হবে।

উৎসা গিয়ে কুর্তা আর পায়জামা রেখে দিলো, এরপর নিজের জন্য কিছু জামা আর লেডিস জিন্স আর জ্যাকেট এবং টপস নিলো।যাতে জার্মানি গিয়ে পড়তে পারে।

জিসান বেরিয়ে এলো,তাকে বেশ সুদর্শন লাগছে। নিকি আচমকা ওর দিকে চোখ পড়তেই থমকে যায়, অসম্ভব সুন্দর লাগছে এই ছেলে কে।

জিসান এগিয়ে এলো।

“গাইস হাউ ডু আই ফিল ইন দিস ড্রেস?”

উৎসা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

“লুকিং লাইক ওয়াও।”

নিকি দুষ্টুমি করে বলে।“বাঁদর।”

জিসান নিকির কানে ফিসফিস করে বলল।

“লুকিং সো হট অ্যাম রাইট?”

নিকি মুখ বাঁ’কিয়ে নেয়।

ঐশ্বর্য কিছু একটা ভেবে অন্য দিকে চলে গেলো। ঘন্টাখানেক পরেই সবাই ব্লু ওয়াটার মার্কেটে গেলো,সেখান থেকে বেশ শপিং করে নেয়।

কিছুক্ষণ পরে সবাই ওয়াকওয়ে পার্কে গেলো, এটা মূলত কাপলদের জন্য। তবুও সবাই ভেবেছে আজকে একটু আনন্দ করা যাক।খড়ের ছাউনি আর বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি উন্মুক্ত ঘর। ভেতরে পাতা আছে বাঁশের বেঞ্চ। উন্মুক্ত ঘরের ভেতরে ও আশপাশে লাল-নীল বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাই।

সবাই গিয়ে গাছের পাশের একটা বেঞ্চে বসলো,উৎসা আর জিসান গিয়ে সবার জন্য ডাবের পানি নিয়ে আসে। কিন্তু ঐশ্বর্য এর আগে কখনও খায়নি,উৎসা ঐশ্বর্য কে বললো তাকে অনুসরণ করতে।

নিকি জিসান কে দেখে দিচ্ছে, এদিকে কেয়া কখন থেকে রুদ্র কে দেখে দেখে পাইপ দিয়ে টেনে খাচ্ছে। উৎসা পুরো ডাব উল্টো করে মুখে ধরে পানি খাচ্ছে,যার দরুন কিছুটা পানি গলা দিয়ে বুকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঐশ্বর্য শুকনো ঢুল গিললো, মূহুর্তে যেনো তার মধ্যে সব কিছু শুকিয়ে গেলো। ভীষণ

তৃষ্ণার্ত মনে হচ্ছে তাকে,উৎসা খাওয়া শেষে স্বভাব সুলভ হাসলো।“এবার আপনি ট্রাই করুন।”

ঐশ্বর্য খেলো, পুরোটাই। তবে এখনও তার তৃষ্ণা মেটেনি, মিটবে কী করে? তার পৌরুষ জেগে উঠেছে।এই অস'ভ্য মেয়ে যখন তখন কেমন একটা আচরণ করছে? ঐশ্বর্যের মন চাচ্ছে ওকে পি'ষে ফেলতে।

ঐশ্বর্য বেঞ্চে হাত শক্ত করে চেপে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায় সবার, তার মাঝে সবাই মিলে কাচ্চি ডাইনে ডিনার করে নেয়।

বাড়িতে এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয় উৎসা,কাল সকালে সে চলে যাবে। উফ্ আবারো একা হয়ে যাবে ওখানে গেলে। বিরক্ত লাগছে উৎসার,এত দিন পর ঐশ্বর্য কেয়া জিসান নিকি রুদ্র সবাই এক সঙ্গে থাকবে আর উৎসা?উৎসা কী না ওই জার্মানিতে পচ'বে?হতাশ হলো উৎসা,কী করবে? যেতে তো হবেই।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলো উৎসা, তৎক্ষণাৎ তার রুমে প্রবেশ করলো কেউ হয়তো

আ’গুন্তক। এদিকে উৎসা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। আগুন্তক ধীর পায়ে এগিয়ে এলো উৎসার পাশে। জানালার খোলা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে উৎসার মুখশ্রী। আগুন্তক গিয়ে ওর পাশে বসলো, কপালে তর্জনী আঙ্গুল ছুঁয়ে দেয়।তাতে যেনো আগুন্তকের সত্ত্বা নড়ে উঠে। আগুন্তক ধীর গতিতে উৎসার ওড়না সরিয়ে দেয়,গলার দিকে হাত ছোঁয়াতেই উষ্ণতা অনুভব করে।

গভীর ঘুমের মাঝে তন্দ্রা থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসে উৎসা, পিটপিট চোখ করে তাকানোর চেষ্টা করছে।কী আশ্চর্য!সে তাকাতেই পারছে না। কিন্তু কেউ যেনো তাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করলে, উৎসা মৃদু কেঁপে উঠলো।রুমে ঢুকেই নিজের বেডে জিসান কে শুয়ে থাকতে দেখে বেশ বিরক্ত হলো ঐশ্বর্য।

“হেই ডে’ভিলের বাচ্চা!ওয়ার ইউ হেয়ার?”

জিসান অসহায় ফেস নিয়ে বলল।

“ব্রো আমার রুমে আমার রুমে ককরোজ।”

“সো হোয়াট!তুই কি মেয়ে? গার্লস আর অ্যাফরাইড অফ ককরোজ।”

“আই ডোন্ট নো, আমি কিন্তু আজকে তোর রুমেই থাকবো।”

“নো ওয়ে গেট আউট।”

“প্লিজ ব্রো?”ঐশ্বর্য জুতা খুলে ওর উপর ছু’ড়ে দেয়।

“তুই কি আমার গার্লফ্রেন্ড? আমার রুমে থাকবি!” জিসান মজা করে বললো।

“ওকে মনে কর একদিনের জন্য আমি তোর গার্লফ্রেন্ড।অ্যাম ইওর গার্লফ্রেন্ড ফর অ্যা ডে।”

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।

“ওকে ফাইন আয় তোর সঙ্গে ফিজিক্যাল নি’ডস্ করি!”জিসান নাক ছিটকে বললো।

“রিক,ইয়াক ইয়াক।সর সর।”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।

“তুই তো বললি!”

“নো ওয়ে, আমি এসবে নেই।”

“ওকে,থাক তবে জাস্ট ফর টুডে।”

“ইয়েস।”“ইউ আর লুকিং সো প্রীটি,টু মাচ প্রীটি গার্ল।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কথায় মৃদু কেঁপে উঠলো।

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে উৎসা নিজের ব্যাগ গুছিয়ে বের হয়, তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য, জিসান, কেয়া, রুদ্র।

"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

রুদ্র হেসে উঠলো।

"তোদের ড্রপ করতে।"

উৎসা অবাক হলো,এত জন মিলে তাকে ড্রপ করতে যাচ্ছে?

"ভাইয়া তিনজন মিলে আমাকে ড্রপ করতে যাচ্ছো? সিরিয়াসলি?"

রুদ্র জিসান ফিক করে হেসে দেয়।

"আরে নো মিস বাংলাদেশী, একচুয়েলি আমরাও জার্মান ব্যাক করছি।"উৎসার কিঞ্চিৎ চমকে ঐশ্বর্যের দিকে তাকালো, ঐশ্বর্যের কোনো ভাবান্তর নেই।সে তো নিজের মতো আইপ্যাড দেখছে।উৎসা আশ্চর্য হয়,কাল তো কেউই বললো না ওরা ফিরছে!

"সত্যি? মানে কই কেউ তো বললেন না? কেয়া আপু তুমিও তো বললে না!"

কেয়া জোরপূর্বক হাসার চেষ্টা করে,আসলে তারা কেউই তো জানতো না।হুট করেই ঐশ্বর্য সকাল

সকাল বললো ব্যাগ গুছিয়ে নিতে,আজকেই ওরা ব্যাক করবে।
“কিউট গার্ল অ্যাম রিয়েলি স্যরি, আমাদের মনেই ছিলো না।”
উৎসা দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।রুদ্র ওদের কে ঢাকার সবচেয়ে ফার্স্ট ক্লাস সিট বুক করে বাসের। ঘন্টা খানেক পরেই ঢাকা পৌঁছে গেলো সবাই,উৎসা তাড়া দিতে লাগলো ঐশ্বর্য কে।
“ঐশ্বর্য ভাইয়া এক ঘন্টা পর ফ্লাইট আমরা পৌঁছবো কখন?”
ঐশ্বর্য বেশ চিল মু’ডে গাড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।উৎসা বেশ বিরক্ত।
“কেয়া আপু কী হচ্ছে এসব? ফ্লাইট মিস করব তো!” কেয়া উৎসা কে শান্ত করতে বললো।
“কাম ডাউন কিউট গার্ল,জাস্ট টু মিনিট?”উৎসা এবার রাগে চিৎকার করতে যাবে তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য ওকে টেনে গাড়ির সঙ্গে চেপে ধরে।
“রেড রোজ ইউ আর লুকিং সো প্রীটি টু মাচ প্রীটি, প্লিজ বেবী এত প্যানিক করতে নেই।”

উৎসা হা হয়ে গেলো, ঐশ্বর্যের কথা গুলো মস্তিষ্কে ঢুকছে না উৎসার।শুকনো ঢুল গিললো উৎসা, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য তর্জনী আঙ্গুল উঁচিয়ে আকাশের দিকে দেখায়। উৎসা অনুভব করলো বাতাসের বেগ বাড়ছে,ধীরে ধীরে উৎসার জ্যাকেট খানিকটা উড়ছে। উৎসা ঐশ্বর্যের আঙ্গুল অনুযায়ী তাকালো আকাশ পানে, হেলিকপ্টার ধীরে ধীরে ল্যান্ড করছে।উৎসা চমকালো, হেলিকপ্টার?"হেলিকপ্টার এখানে?"

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।

"আমরা ফ্লাইটে যাচ্ছি না বেইবি।উই আর গোয়িং টু বাই হেলিকপ্টার।"

উৎসা আশ্চর্যের অষ্টম আকাশ পাড় করে, বড়লোক হলে বুঝি শো অফ করে? অদ্ভুত!

কেয়া চেঁচিয়ে বললো।

"উৎসা,,কাম।"ঐশ্বর্য গিয়ে পাইলটের পাশের সিটে বসলো, জিসান উৎসা কেয়া পিছনে বসলো।সিট বেল্ট লাগিয়ে নেয় সবাই,যেহেতু উৎসা কর্ণারে বসেছে তাই তার একটু বেশি ভয় করছে। প্রথম বার হেলিকপ্টারে বসেছে,হাত পা রিতিমত কাঁপছে।পাইলট টেক অফ

করতেই উৎসা ভয়ে সামনে থাকা ঐশ্বর্যের ঘাড় খা'মচে ধরে।

“আহহ,,

ঐশ্বর্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো উৎসার দিকে,উৎসা ভয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়। ঐশ্বর্য উৎসার হাত সরালো না, বরংচ ওর ডান হাতও টেনে নিজের ডান হাত পিছনে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো।উৎসা যেনো কিয়ৎক্ষণের জন্য ভরসা পেলো।“আমরা ফ্লাইটে গেলেই হতো শুধু শুধু ভাইয়ের টাকা নষ্ট?”

উৎসার এহেন কথায় ঐশ্বর্য চোখ গুলো ছোট ছোট করে নেয়।

“সো চিপ!”

উৎসা মুখ বাঁকিয়ে বলে।

“হ্যা আমরা চিপ। আচ্ছা আপনি বড়লোক এটা সবাই জানে তাই বলে কী এটা শো অফ করতে হবে?”

ঐশ্বর্য কিছু বললো না, জিসান হুঁ হুঁ করে হেসে উঠলো।

“উৎসা ঐশ্বর্য বরাবরই এমন, প্রাইভেট হেলিকপ্টার ছাড়া তেমন যাওয়া আসা করে না।”

উৎসা বিড়বিড় করে আওড়াল।“যত্তসব ঢং।”

কেয়া ফিক করে হেসে উঠলো।

“ঢং মানে কী?”

উৎসা এবার ঢং মানে কী এটার উত্তর কী দেবে? উফ্ এই ইংরেজির দ’ল নিয়ে তার যত জ্বা’লা!“ভাইয়া কেয়া কেমন?”

রুদ্র সকাল সকাল অফিসের জন্য বের হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ নিকিও রেডি হয়ে নিচে চলে এলো।

আচমকা বের হতে হতে কথাটা জিজ্ঞাস করে, রুদ্র বুকে হাত গুজে বলে।

“তোর মাথায় আবার কী ভূ’ত চাপলো?”

নিকি দাঁত দেখিয়ে বললো।

“না মানে আমার না কেয়া আপা কে দেখলে বেশ ভাবী ভাবী ফিল আসে।”

রুদ্র নিকি কে তেড়ে গিয়ে বলে।

“তবে রে,,,,

নিকি দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ে, রুদ্র শব্দ করে হেসে উঠলো। আসলেই কেয়া মেয়েটা খুব একটা খারাপ না।সারাটা দিন হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে কাটছে উৎসার, গার্ড থাকে ঢুকতেই দিচ্ছে না। কারণ রেজিষ্ট্রি পেপারে তার নাম নেই,উৎসা অনেক

বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু গার্ড শুনলো না। এমনিতেই এখানে আসতে আসতে কতটা জার্নি করতে হয়েছে উৎসা কে। তার উপর একটু রেস্ট নিতে পারি পর্যন্ত, এখনও দাড়িয়ে আছে সে।ল্যাকেজ গুলো পাশে রেখে সিরাত কে কল করলো।

“হ্যালো সিরাত তুমি প্লিজ বাইরে এসো।”

সিরাত দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলো।সিরাত কে দেখে বেশ ভরসা পেলো উৎসা।

“সিরাত দেখো না গার্ড আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছে না, বার বার বলছে আমার নাম কা'ট করা হয়েছে!”

সিরাত মাথা নুইয়ে নেয়।“স্যরি উৎসা তোমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে, অ্যাম রিয়েলি ভ্যারি স্যরি। আমি ট্রাই করেছিলাম, কিন্তু....

উৎসা ফুঁপিয়ে উঠলো, এখন কোথায় যাবে সে?সে তো এখানের কিছুই চিনে না।তাকে তো থাকতে হবে,মিহি কে খুঁজতে হবে।

“উৎসা প্লিজ ডোন্ট ক্রাই।”

উৎসা অস্থির হয়ে উঠে।

“এখন কোথায় যাবো? এত তাড়াতাড়ি কে হোস্টেলে সিট দিবে আমায়? রাতও হয়ে যাচ্ছে।”

সিরাত ভাবলো, কিয়ৎক্ষণ ভেবে বলে।“তুমি তো তোমার ওই কাজ করো যেখানে সেখানে যেতে পারো! কেয়ারটেকার হিসেবে!”

উৎসা চমকালো,সে ঐশ্বর্যের কাছে যাবে? কিন্তু ঐশ্বর্য কে দেখলেই উৎসার কেমন ভয় লাগে!এর মাঝে ঐশ্বর্য খুব একটা ভালো আচরণ করে না উৎসার সঙ্গে।

উৎসা আমতা আমতা করে বলল।

“হ্যা,ঠঠিক বলেছো।”

সিরাত মৃদু হাসলো।

“তাহলে তুমি ওখানে কিছু দিন থাকো, তার মধ্যে দেখি আমি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কী না?আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।”উৎসা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লো,আর যাই হোক অবশ্যই ঐশ্বর্যের কাছে যাবে না সে!কেনোই বা যাবে? তাকে ভাইয়া বলে ডাকলেই তো ফুস করে উঠে।

উৎসা নিজ মনে হাঁটছে আচমকা তার ল্যাকেজে টান পড়লো।ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো উৎসা,দু তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

তার মধ্যে একটি ছেলে বললো।

“ওয়াও,ইউ আর সো হট বেইবি!”উৎসা ভীত হয়ে গেলো, মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ সেদিন রাতের কথা মনে করিয়ে দেয়। উৎসা দু কদম পিছিয়ে গেলো,এর মধ্যে দুটি ছেলে ওর হাত ধরে নেয়।

“ওয়ার আর ইউ গোয়িং বেইবি?”

উৎসা নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে।

“লিভ মি, প্লীজ।”ছেলে গুলো তাচ্ছিল্য করলো, চোখে মুখে তাদের কা’মনা’র ছা’প।উৎসা ভালো করেই বুঝতে পারছে এখানকার ছেলে গুলো মেয়েদের মধ্যে সারাক্ষণ ডু’বে থাকে।উৎসা কেঁদে উঠলো।

“প্লিজ লিভ মি এলন।”

“নট অ্যাট অল বেইবি,ইউ গননা স্পেন দ্যা নাইট উইথ অ্যাচ।”

উৎসা কিছুই বলতে পারলো না তার পুর্বেই লোক গুলো ওর উপর ঝা’পিয়ে পড়লো। দু’জন ওর হাত ধরে অন্য দিকে আরেকটি ছেলে ওর উপর আসতে লাগলো।উৎসা চিৎকার করে উঠল।“নো নো নো।”

এর মধ্যে আবারও পুরুষালী কন্ঠস্বর ভেসে এলো কর্ণে।

“ডোন্ট টাচ।”

মস্তিষ্ক যেনো তখনই বললো ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী।
উৎসা পিটপিট চোখ করে তাকালো, সত্যি অফ হোয়াইট শার্ট সাথে নেভি ব্লু জিন্স পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য। শার্টের হাতা গুটাতে গুটাতে বললো।"ইফ অ্যানি ওয়ান টাচ হিম ,আই নো আই উইল কি'ল হিম।আই রিপিট আই উইল কি'ল হিম।
ছেলে গুলোর যেনো সাহস হলো না উৎসা কে ছুঁতে, তারা পিছুতে লাগলো। ঐশ্বর্য অগ্নি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উৎসার দিকে, দ্রুত পিছনে গিয়ে। ঐশ্বর্য নিজের গাড়ি থেকে হক স্ট্রি'ক বের ওদের কে উরাধুরা ধুলাই দিলো।
ছেলে গুলো প্রাণ বাঁচাতে পালাল, ঐশ্বর্য সজোরে ছুড়ে ফেলল হক স্ট্রি'ক।উৎসার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।সে চিৎকার করে বলে উঠল।"ঐশ্বর্য ভাইয়া।"
ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকানো মাত্র ভারী কিছু এসে ওর বুকে লাগলো।উৎসা ঝাপটে জড়িয়ে ধরে উৎসা কে।
ঐশ্বর্য সেকেন্ডের জন্য থমকে গেলো।তার বুকের মধ্যে একটাই শব্দ হচ্ছে লাভস্, ওদিকে মস্তিষ্ক বলছে

সামথিং।ঐশ্বর্য নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নেয়,উৎসা ঐশ্বর্য কে প্রায় মিনিট পাঁচেকের মত জড়িয়ে আছে। এবার ঐশ্বর্য নিজ থেকে উৎসা কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

“স্টপ দিস ড্রামা।”

উৎসা কেঁপে উঠলো, ঐশ্বর্য উৎসার বাহু শক্ত করে চেপে ধরলো।

“আই নো ইউ অ্যা কল গার্ল,বাট লাইক দিস অন দ্যা স্ট্রিট?”

“প্লিজ চুপ করুন, না জেনে কেনো এসব বলছেন?”

ঐশ্বর্য নিজের রাগ সংবরণ করতে না পেরে উৎসা কে এক প্রকার গাড়িতে টেনে তুললো। খুবই স্পিডে গাড়ি ড্রাইভ করে বাড়িতে পৌঁছায়।ড্রয়িং রুমে গুটিসুটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা, এমনিতেই বাইরে যে পরিমাণ ঠান্ডা ছিলো তাতে তার শরীর জমে বরফ হয়ে গেছে। ঐশ্বর্য গর্জে উঠে।

“এত নি’ডস্ তাহলে তো আমার কাছেই আসতে পারতে?”

উৎসা যেনো নিজের কান কে বিশ্বাস করতে পারছে না।এটা কী বলছে ঐশ্বর্য?

ঐশ্বর্য ফের বললো।

“আমি এখনও ভা'র্জিন আছি চাইলে চেক করতে পারো,কাম অন।”ঐশ্বর্য রিক চৌধুরীর এহেন কথায় ছি'টকে দূরে সরে গেলো অষ্টাদশী কন্যা উৎসা। ওষ্ঠাদয় তীর তীর করে কাঁপছে তার,একটা মানুষ কী করে এত খারাপ হতে পারে তা জানা ছিলো না এই ছোট্ট মেয়ের।

ঐশ্বর্য উৎসা কে চুপ থাকতে দেখে ফের বললো।

“কী হলো সুইটহার্ট কাম অন,চেক করে দেখো তো একবার!”

উৎসার চোখ দুটো ইতিমধ্যেই অশ্রু কণায় ভরে উঠেছে, ঐশ্বর্যের থেকে দু হাত দূরে সরে গিয়ে মিনমিনে গলায় বলল।“আপনি আমার সাথে এমন করতে পারেন না ভাইয়া। আমি কিন্তু আপনার বোন!”

ঐশ্বর্য মূহুর্তে নিজের মুখশ্রী বদলে নেয়। চক্ষুদয় জ্ব'ল'জ্ব'ল করে উঠলো তার, কিয়ৎক্ষণ পূর্বের রাগ মূহুর্তে যেনো মাথা নাড়া দেয়। শক্ত হাতে সপাটে থা'প্প'ড় বসালো উৎসার নরম গালে।উৎসা ফ্লোরে

পড়ে যায়, ঐশ্বর্য ফের উৎসা কে টেনে দাঁড় করিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল।

“লিসেন মিস উৎসা না তোর বাপের সাথে আমার মায়ের কিছু ছিলো!আর না আমার বাপের সাথে তোর মায়ের কিছু ছিলো।সো ডোন্ট কল মি ভাইয়া, আমি তোর ভাই নই ইজেন্ট ইট ক্লিয়ার?”

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।“কী বলছেন আপনি এসব? আপনার বাবা আমার মায়ের খালাতো ভাই হয় তো! আপনি কী করে এত খারাপ ই’ঙ্গি’ত করছেন?যদি ওরা ভাই বোন হয় তাহলে তো সেই হিসেবে আপনি আমারো ভাই...

“জাস্ট শাট আপ বা’স্টার্ড।তুই আমার বোন টোন কিছুই না, আমার এসব বোন লাগে না,নাউ গেট লস্ট।”

ঐশ্বর্য কথাটা বলেই উৎসা কে ধাক্কা দিয়ে ড্রয়িং রুম থেকে মেইন ডোর দিয়ে বাইরে বের করে দিলো।

তুষারপাত হচ্ছে, ঠান্ডায় জমে যাওয়া উপক্রম হয়েছে উৎসার।সময়টা বছরের শেষ দিকে, বার্লিন শহরে আসার পর থেকেই উৎসা কে এই ঠান্ডার সাথে প্রতি নিয়ত লড়তে হচ্ছে। বছরের শেষ ডিসেম্বরের দিকে

তাই ঠান্ডাটা বেশ জেঁ'কে বসেছে।দরজায় বার কয়েক নক করা সত্বেও কেউ দরজা খুলল না। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে নিচে ফ্লোরে বসে পড়লো উৎসা। আপাতত রাস্তা পুরো তুষারের কারণে ডাকা পড়েছে, কোথায় যাবে কিছু বুঝতে পারছে না উৎসা।

নিজেই দু'হাতে ঘষে উষ্ণতা খুঁজছে,পরণের শুভ্র রঙা ওড়না ভালো করে শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে সে।

হায় রে ভাগ্য তার! নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো উৎসা।

"স্যার বাইরে তুষারপাত হচ্ছে আপনি যদি এখন ম্যাম কে এভাবে বাইরে রাখেন তাহলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে!"

"উফ্ শাট আপ মিস মুনা, প্লিজ আপনি গিয়ে নিজের কাজ করুন।"

মিস মুনা একজন কেয়ারটেকার,বহু বছর ধরেই এই দেশে তার বসবাস। ঐশ্বর্যের মা মিসেস মনিকা থাকা কালীন থেকে মিস মুনা কাজ করছেন।

হতাশ হয়ে মলিন মুখে জায়গা ত্যাগ করলেন মিস মুনা।*বর্তমান*

বাইরে তুষারপাত হচ্ছে, ঠান্ডা যেনো আরো জেঁ’কে বসেছে। ঘুম কিছুটা হালকা হয়ে এলো উৎসার,শীতলতা কম লাগছে। উষ্ণ চাদরের নিচে তুলতুলে নরম শরীর টা নিথর হয়ে পড়ে আছে।উৎসা চমকালো, মস্তিষ্কে চাপ প্র’য়োগ করতেই কাল রাতেই সব ঘ’টনা মনে পড়ে গেল তার।লাফ দিয়ে উঠে বসলো উৎসা, ভালো করে আশপাশটা তাকিয়ে দেখলো। এটা সেই রুম প্রথম দিন যখন ঐশ্বর্য তাকে নিজের বাড়ি এনেছিল, ঠিক সেদিনও উৎসা ওই রুমে ছিলো।উৎসা দ্রুত বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে গেলো,নিজেকে ভালো করে পরখ করে নেয়।কাল রাতে ঐশ্বর্যের আচরণে এখন উৎসার ভীষণ ভয় লজ্জা সব কিছু এক সঙ্গে ঘিরে ধরে।

না উৎসা ঠিকই আছে, কিন্তু ভেতরে এলো কি করে? সে তো বাইরে ছিলো?

উৎসা গুটি গুটি পায়ে বাইরে বের হয়, ড্রয়িং রুমের নিচে কার্পেটের উপর বসে আছে ঐশ্বর্য, কাউচের দিকে পিঠ হেলানো।পুরো ড্রয়িং রুম অন্ধকারে ডু’বে আছে,উৎসা রুম থেকে বেরিয়ে মিনমিনে গলায় বলল।

“ভভাইয়া?”ঐশ্বর্য যেনো শুনেও শুনলো না। ঐশ্বর্য কে চুপ থাকতে দেখে উৎসা ফের ডাকে।

“ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন?”

ঐশ্বর্য বিরক্তের রেশ টেনে বললো।

“উফ্ ডোন্ট কল মি ভাইয়া।কল মি রিক!”

উৎসা মৃদু কণ্ঠে শুধায়।

“আমি এখানে কী করে এলাম? আচ্ছা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না?”ঐশ্বর্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো,উৎসার দিকে ঘুরতেই উৎসা চমকালো।এই আঁধারেও ঐশ্বর্যের অগ্নি চক্ষুদয় জ্ব’ল’জ্ব’ল করছে।উৎসা শুকনো ঢুল গিললো, ঐশ্বর্য এগিয়ে আসছে। উৎসা সেই হিসেবে পিছিয়ে যাচ্ছে,এক সময় দেয়ালের সাথে চেপে গেলো। ঐশ্বর্য এসে উৎসার মুখোমুখি দাঁড়ায়,এতটাই কাছে যে ঐশ্বর্যের তপ্ত নিঃশ্বাস উপছে পড়ছে উৎসার মুখশ্রীতে।

” আপনি এটা কি করছেন?”

ঐশ্বর্য উৎসার ডান হাত চেপে ধরে দেয়ালের সঙ্গে, শুধু চেপে নয় ঘ’ষতে লাগলো।উৎসা ব্যাথায় ক’কিয়ে উঠলো।

“ছাড়ুন প্লিজ!”ঐশ্বর্য ছেড়ে দেয়, পাশের সুইচ অন করে। মূহুর্তে পুরো ড্রয়িং রুম আলোকিত হয়ে উঠলো। ঐশ্বর্য নিজেকে ধাতস্থ করতে বার কয়েক ঘনঘন নিশ্বাস টেনে নেয়।

উৎসা ফুঁপিয়ে কেঁদে দেয়, ঐশ্বর্য উৎসার পানে তাকিয়ে বলে।

“এদিকে এসো।কাম।”

উৎসার হাত পা কাঁপছে, তবুও কচ্ছপ গতিতে এগিয়ে গেলো। ঐশ্বর্য কাউচের উপর বসলো।

“সিট।”উৎসা বসলো না,তার ভেতর কাঁপছে। ঐশ্বর্য কপাল চুলকে ফের উঠে গিয়ে উৎসার হাত টেনে ওকে বসালো।আচমকা ঐশ্বর্য উৎসার ঠিক সামনাসামনি সেন্টার টেবিলের উপর বসলো।

“লিসেন রেড রোজ আমি তোমাকে অন্য কারো সাথে স’হ্য করতে পারি না।আই রিয়েলি কান্ট ট্রলারেট দ্যাট।”

উৎসা মৃদু কেঁপে উঠে, ঐশ্বর্য উৎসার হাত চেক করে।দেয়ালে লেগে খানিকটা ছি’লে গেছে, ঐশ্বর্য গিয়ে কেবিনের ড্রয়ার থেকে ফাস্ট এইড বক্স নিয়ে এলো।

উৎসার হাতে ক্রিম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করতে করতে বলে।

“অ্যাম নট অ্যা গুড পার্সন রেড রোজ। সত্যিই আমি ভালো মানুষ নই।”

উৎসা কাঁপা কণ্ঠে শুধায়।

“আ,,আপনি হঠাৎ এমন করছেন কেন?”

ঐশ্বর্য বাঁ’কা হাসলো।“আই রিয়েলি ডোন্ট নো। আই হ্যাভ অলসো বিলিভ ইন মেয়েরা কখনোই ভালো হয় না ”

উৎসা আঁ’তকে উঠে, দ্রুত নিজের হাত সরিয়ে নেয়।

ঐশ্বর্য মাথা উঁচিয়ে উৎসার দিকে তাকিয়ে ভুবন ভোলানো হাসি হাসে। ফের উৎসার হাত কোমল ভাবে টেনে ফের ব্যান্ডেজ করে দেয়।

“লুক তুমি যদি আমার কথা মতো চলো তাহলে ট্রাস্ট মি রাণী হয়ে থাকবে।আর যদি অবাধ্য হও তাহলে.......

উৎসা সি’টিয়ে গেলো, কান্না পাচ্ছে তার।চোখ দুটো থেমে অনবরত পানি পড়ছে। ঐশ্বর্য ওর মুখশ্রী হাতের আঁজলায় নিয়ে বললো।“বেইবি ওয়ার আর ইউ ক্রাইং?”

“আপনি হঠাৎ এমন কেন করছেন আমি বুঝতে পারছি না!”

“ডোন্ট ওয়ারি, আস্তে আস্তে বুঝে যাবে।আর হ্যা আজ থেকে তুমি এখানেই থাকবে, মানে আমার সাথে লিভ ইন করবে।”

উৎসা আশ্চর্যে চিৎকার করে উঠল।

“কীই?”তৎক্ষণাৎ কলিং বেল বেজে উঠে,মিস মুনা কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে মেইন ডোর খুলে দিলেন। জিসান ভেতরে প্রবেশ করতেই উৎসা দৌড়ে ওর কাছে গেলো।

“জিসান ভাইয়া দেখুন না আপনার ফ্রেন্ড কী বলছে?”

জিসান ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে কী?

ঐশ্বর্য গিয়ে কাউচে গা এলিয়ে বললো।

“আজ থেকে আমি আর রেড রোজ লিভ ইন রিলেশনশিপে আছি।”

জিসানের চোখ দুটো যেনো বেরিয়ে পড়বে এমনতর উপক্র’ম।

“হোয়াট?”

ঐশ্বর্য বাঁ’কা হাসলো।

“ইয়েস ব্রো।”

“রিক আর ইউ সিরিয়াস?”

“ইয়েস।”

উৎসা বলে উঠলো।“স্টপ ইট।কী হচ্ছে এসব? আমি থাকব না লিভ ইন রিলেশনশিপে! আপনার মাথা কী পুরোই গেছে চৌধুরী সাহেব?”

ঐশ্বর্য দীর্ঘ শ্বাস টেনে নেয়।

“এক্সুয়েলি আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি। আমার সাথে লিভ ইনে থাকলে সেইভ থাকবে। আদারওয়াইজ....

ঐশ্বর্য ঠোঁট কাম’ড়ে মৃদু হাসলো।তাতে যেনো উৎসার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো।

“একদম না। আপনি এসব করতে পারেন না।”

“একশো বার পারি।লেটস্ ম্যাক অ্যা ডিল, তুমি আমার সাথে লিভিং করো তাহলে যদি আমার তোমাকে ভালো লাগে আই মিন টু সে যদি ভালোবেসে ফেলি তাহলে আমরা বিয়ে করব,তা না হলে....

জিসান তৎক্ষণাৎ উৎসা কে সাইডে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো।“এটাই সুযোগ মিস বাংলাদেশী, তুমি বরং

ঐশ্বর্য কে প'টিয়ে বিয়ে করে নাও। যদি একবার ঐশ্বর্য কে মায়ায় ফেলতে পারো তাহলে আমি নিজ দায়িত্বে তোমাদের বিয়ে দেবো।"

উৎসা বেশ বিরক্ত নিয়ে বললো।

"এসব ঠিক নয় ভাইয়া, আমি তো এখানে পড়াশোনা করতে এসেছি।"

"ওহো তুমি বুঝতে পারছো না। বাইরেটা তোমার জন্য সেইভ নয়! তুমি ঐশ্বর্যের সঙ্গে থাকলেই ভালো থাকবে। অবশ্য ঐশ্বর্য কিন্তু খারাপ নয়।"

উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়।

"তাহলে উনি কী সব বলছেন?এগুলো কী?"

জিসান বিব্রত হলো,তার মানে ঐশ্বর্য এতক্ষণে সব বলেই দিয়েছে? উফ্ ছেলেটা টু মাচ।

"ওগুলো কিছুই না। তুমি একটু দূরে থাকলেই হলো,ওই যে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যেমন থাকে তেমনটাই থাকলে চলবে।"উৎসা বেশ ভাবনায় পড়ে গেলো, এখানে তার থাকার জায়গা নেই।মিহি কে খুঁজতে হলে আগে নিজের থাকার জায়গা করতে হবে। কিন্তু ঐশ্বর্য তো কেমন একটা বিহেভ করে? আদেও এভাবে থাকা সম্ভব?

ঐশ্বর্য টেবিল থেকে আইপ্যাড নিয়ে ঘাঁ'টাঘাঁ'টি করছে।উৎসা কিয়ৎক্ষণ ভেবে বলল।

“ওকে ফাইন থাকবো আমি লিভ ইন রিলেশনশিপে,তবে আমার শর্ত আছে!”

ঐশ্বর্য কান খা'ড়া করে শুনতে চেয়ে বলে।“হোয়াট?”

উৎসা আমতা আমতা করে বলল।

“আমাকে আপনি ছুঁতে পারবেন না।”

ঐশ্বর্য ঠোঁট কামড়ে হাসে,রেড রোজ ইজ অ্যা বিট মোর স্টুপিড।

“ওকে ডান।”পড়ার টেবিলে বসে আছে উৎসা,বই সামনে থাকলেও তার পড়ায় মোটেও মন নেই। বারংবার মনে হচ্ছে এই বুঝি ঐশ্বর্য রুমে এসে বললো।

“রেড রোজ আই ওয়েন্ট টু টাচ ইউ।”

উৎসা সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলে, অদ্ভুত মানুষ একটা।কী সব বলে? আজেবাজে কথা বলে সবসময়।এসব কী? আশ্চর্য!

বাইরে বেশ শব্দ হচ্ছে,উৎসা বিরক্ত হয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো। ড্রয়িং রুমে উঁকি দিয়ে দেখলো ঐশ্বর্য ওখানেই আছে। তবে কেবিনেটের ড্রয়ারে কী

যেনো খুঁজতে ব্যস্ত সে। উৎসা গিয়ে মিনমিনে গলায় জিজ্ঞেস করে ।

“আপনি কী কিছু খুঁজছেন?”

ঐশ্বর্য ঘাড় খানিকটা বাঁ'কিয়ে তাকালো,হাত পা শিরশির করছে তার। বারংবার ইচ্ছে করছে এই উৎসা কে ছুঁয়ে দিতে। অস্থির মন শান্ত করতে, আচমকা তার সঙ্গে অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে। উৎসা কে দেখলেই মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে।ঐশ্বর্যের তাকানোতে উৎসা ফের শুধায়।

“কী হলো বলুন?কী খুঁজছেন আপনি?”

ঐশ্বর্য কিছু বললো না,তবে ড্রয়ার থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা নিয়ে দ্রুত দুতলায় যেতে লাগে।উৎসার মনে হচ্ছে ঐশ্বর্যের কিছু একটা হয়েছে,সেই জন্য উৎসাও পিছু পিছু যেতে লাগল।

ঐশ্বর্য ঘুমের ওষুধ নিয়ে খেয়ে নিলো। ঐশ্বর্য সেন্টার টেবিলের উপর ডান পা তুলে কাউচের মাঝে ঘাড় এলিয়ে রাখলো।উৎসা এগিয়ে গিয়ে দরজা খানিকটা ফাঁক করে দেখে, ঐশ্বর্য ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে।উৎসা ত্বরিতে প্রবেশ করে বলে।

“কী হয়েছে আপনার? এভাবে পড়ে আছেন কেন? এটা কী?”

উৎসা অস্থির ভ’ঙিতে ঐশ্বর্যের হাত থেকে ই’নজে’কশন নিয়ে নিলো।

“কী হয়েছে আপনার ভাইয়া? আপনি কী অসুস্থ?”

উৎসা ঐশ্বর্যের কপালে হাত ছোঁয়াতেই যাবে তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য উৎসার হাত ধরে ফেললো।উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, ঐশ্বর্য হেঁচকা টানে নিজের শক্তপোক্ত বুকে এনে ফেললো উৎসা কে।

“উফ্।”মৃদু স্বরে আ’র্ত’না’দ করে উঠলো উৎসা। ঐশ্বর্যের মুখের উপর উৎসার ঘন কালো চুল গুলো ছড়িয়ে পড়লো,ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের সাহায্যে চুল গুলো সরিয়ে নেয় ঐশ্বর্য।উৎসা তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ, ঐশ্বর্যের চোখে মুখে অদ্ভুত কিছু ফুটে উঠেছে। তীব্র কাছে পাওয়ার ইচ্ছা জেঁ’কে বসেছে তার মনে।

“রেড রোজ ইউ আর টু মাচ প্রীটি ড্যামেড। ক্যান আই কিস ইউ? প্লিজ?”

কী আবদার?উৎসা চমকালো, কথা গুলোতে কতই না ব্যাকুলতা!উৎসা কিয়ৎক্ষণের জন্য যেনো ব’শীভূ’ত

হয়ে গেলো। ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁট বরাবর তাকিয়ে আছে, নিজের পুরুষালী ঠোঁট এগিয়ে নিচ্ছে।উৎসা কাঁপছে, তৎক্ষণাৎ ভয়ে ছি'টকে দূরে সরে গেলো। ঐশ্বর্য আচমকা শব্দ করে হেসে উঠলো,উৎসা ঘন ঘন নিঃশ্বাস টেনে নেয়।

"রেড রোজ তোমাকে দেখলেই কাছে নিতে ইচ্ছে করে।"

উৎসা অধর কিঞ্চিৎ ফাঁক করে ড্যাবড্যাব চোখে তাকায়।

"ছিহ্ ছিহ্ আপনি এত খারাপ? আমি থাকব না আপনার সঙ্গে, আজকেই আমি চলে........

উৎসা পুরো কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলো না তার পূর্বেই ঐশ্বর্য এসে ওর মুখ চেপে ধরে ভয়ংকর কন্ঠে বললো।

"আর একবার যদি বলো চলে যাবার কথা!ট্রাস মি আই উইল কি'ল ইউ রেড রোজ।"

উৎসা যেনো নিঃশ্বাস নিতেই ভুলে গেছে, ঐশ্বর্যের আচরণ গুলো খুব অদ্ভুত!

ঐশ্বর্য উৎসা কে ছেড়ে দিলো,তার সোজাসাপ্টা প্রশ্ন।“আমি ইদানীং মেয়েদের কাছে যেতে পারছি না রেড রোজ,কারণ টা কী জানো?”

ঐশ্বর্য তাকায় উৎসার দিকে,উৎসা শুকনো ঢুক গিললো। ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে বললো।

“তোমাকে টেস্ট করতে মন চাচ্ছে।ইয়াম্মি ইয়াম্মি।”

উৎসা থতমত খেয়ে গেল,বড় বড় পা ফেলে ঐশ্বর্যের রুম থেকে বের হয়ে যায়, ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।

“রেড রোজ রেড রোজ পাগল হয়ে যাচ্ছি।লুক ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী দু দিন ধরে কোনো মেয়ের কাছাকাছিই পর্যন্ত যায়নি!ও মাই গড হা হা,,

ঐশ্বর্যের হাসিতে পুরো রুম ছড়িয়ে পড়লো।“বুঝতে পারছি না তোমার বড় ছেলে কেনো এখানে এসেছিল কেন?”

আফসানা পাটোয়ারী রুমে ঢুকেই এ কথা জিজ্ঞেস করে শহীদ কে, তিনি ভাবলেশহীন ভাবে জবাব দেয়।

“ওর ইচ্ছে হয়েছে এসেছে, এখন ওর ইচ্ছে হয়েছে আবার চলে গিয়েছে।”

আফসানা দাঁত কটমট করে বললো।

“বলি কেনো এখানে আসতে হবে?”

শহীদ বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো, বিরক্তের রেশ টেনে বলে।“উফ্ তুমি চুপ করো,ওর যখন ইচ্ছে হবে আসবে।ভুলে যেও না তুমি ঠিক কী করেছো? আজ তোমার জন্যেই আমার ছেলে আমাকে বাবা বলে পর্যন্ত ডাকে না।”

আফসানা কিছু বলতে যাবে তার আগেই শহীদ রুম থেকে প্রস্থান করলেন, এখানে থাকলেই কথা বাড়বে।

ফোনের টুং শব্দ শুনতেই ফোন রিসিভ করলো নিকি, অচেনা নাম্বার থেকে কল এসেছে।

“হ্যালো?”

“হ্যালো মিস নিকি হাউ আর ইউ?”

জিসানের কণ্ঠস্বর শুনা মাত্র চমকে উঠে নিকি,কান থেকে ফোন নামিয়ে নাম্বারে আরো একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

“আপনি কল করেছেন? বাহ্ বাহ্ আমি কী লাকী?”জিসান ঠোঁট কা’ম’ড়ে হাসলো।

“কেনো ম্যাডাম আমি কী কল করতে পারি না?”

নিকি ফোড়ন কে’টে বলে।

“অবশ্যই না, আপনি তো বড়লোক্স মানুষ কত শত গার্লফ্রেন্ড এখন এত জনের মধ্যে আমাকে কল করা মানে তো...

“ব্যস ব্যস এনাফ।”

নিকি নৈঃশব্দ্যে হাসে। জিসান বললো।

“মনটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ করছে।”

নিকি ভারী নিঃশ্বাস ফেলে।“তাহলে বাংলাদেশের কাউকে বিয়ে করে নিন।”

জিসান তৎক্ষণাৎ বলে উঠে।

“তাহলে বলছো?”

নিকি হয়তো লজ্জা পেলো, নাকের ডগায় সুড়সুড়ি লাগছে তার।

“হ্যা বলছি তো,করে নিন বিয়ে।”

জিসান ফটাফট বলে।

“তাহলে লাল শাড়ি রেডি করো, বাঙালি বেশে শেরওয়ানি পড়ে আসছি।”

নিকি শব্দ করে হেসে উঠলো,ওর সাথে জিসানও হেসে দেয়।“জোশ?”

রাতের ডিনার টেবিলে সাজিয়ে রাখছে উৎসা, ঐশ্বর্য এসে চেয়ারে বসে পড়ল। ঐশ্বর্য কে দেখে ঠোঁট

কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল উৎসার,খালি গায়ে এমন ভাবে একটা মেয়ের সামনে কী করে বসতে পারে? উৎসা যেনো রিতিমত নির্বাক।

“ছিহ্ ছিহ্ বেশরম গায়ে তো কিছু দিন?”

ঐশ্বর্য হাত টানিয়ে নেয়,বড় সড় হামি তুলে বলে।

“অভ্যাস করে নাও সুইটহার্ট।”

উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়। মনে মনে গালি দেয় অস’ভ্য।

ঐশ্বর্য একের পর এক হু’কু’ম দিচ্ছে। একবার এইটা তো আরেকবার ওইটা।উৎসা চেয়ার টেনে বসে, ঐশ্বর্যের সামনে আছে নুডুলস, স্যুপ আর জোশ।আর উৎসার সামনে রুটি আলু তরকারি,উৎসা নিজের মতো করে খাচ্ছে। ঐশ্বর্য নুডুলস মুখে নিতে নিতে বলল।

“ওগুলো কী খাচ্ছো?”

উৎসা মুখে এক টুকরো রুটি তুলে বলে।

“রুটি তরকারি জাস্ট ইয়াম্মি খেতে।”

ঐশ্বর্য ভ্রুকুটি করে তাকালো, ঐশ্বর্য আর খেলো উঠে গিয়ে কাউচের উপর বসলো।উৎসা কিছুই বুঝলো না,কী আশ্চর্য এভাবে খাবার রেখে যাওয়ার মানে কি?

উৎসা কিছুই বললো না, নিজের খাবার পুরোটা শেষ করে ডাইনিং গুছিয়ে নেয়।সব কিছু পরিষ্কার করে কিচেনের লাইট অফ করে ড্রয়িং রুমে এলো।

ঐশ্বর্য এখনও বসে ছিল সেখানে।

“গুড নাইট।”উৎসা রুমের দিকে পা বাড়াতেই তার খোলা চুলে টান পড়লো।উৎসা উল্টে গিয়ে ঐশ্বর্যের উপর পড়লো।

“আরেহ!”

ঐশ্বর্য উৎসা কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।উৎসা ছটফট করতে করতে বলে।

“কী করছেন চৌধুরী সাহেব? প্লিজ লিভ?”

ঐশ্বর্য হয়তো শুনলো না।সে ঘোর লাগা কন্ঠে বলে।

“খাবারের থেকেও তুমি বেশি টেস্টি,টু মাচ ইয়াম্মি ইয়াম্মি।”

উৎসার যেনো গলা শুকিয়ে গেল,সে মিনমিনে গলায় বলল।

“আআপনি কিন্তু বলেছেন আমাকে টাচ করবেন না!”

ঐশ্বর্য উৎসা কে উল্টো ঘুরিয়ে কাউচের উপর ফেলে দেয়, ওর উপর ঝুঁ’কে পড়ে।

“লিভ ইন রিলেশনশিপে কী কী হয় জানো?”উৎসা মাথা নুইয়ে নেয়, ঐশ্বর্য ব্যাড বয়। একদম ভালো না সেটা উৎসা জানে।

“লিভ ইনে কী কী হয় জানো না তো! ডোন্ট ওয়ারি আমি শিখিয়ে দেবো।”

ঐশ্বর্য শেষের কথাটা বলে চোখ টিপে,উৎসা ভয়ে গুটিয়ে নিলো নিজেকে।

“আপনি কি.....

এরপর?উৎসা আর কিছু বললো না, ঐশ্বর্য ইতিমধ্যেই উৎসার গালে শীতল অধর ছুঁয়ে দেয়। আচমকা এমনতর স্পর্শে কেঁপে উঠলো উৎসা।

“ডোন্ট ডু দিস!”

উৎসা অশান্ত কণ্ঠে বলে। ঐশ্বর্য সেই একই কণ্ঠে বলে।

“আই কান্ট কন্ট্রোল।”

ঐশ্বর্য উ’ন্মা’দ হলো, তার বেসামাল স্পর্শ গুলো উৎসা কে অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত করতে বাধ্য করছে।উৎসা ভয়ে সর্ব শক্তি দিয়ে ঐশ্বর্য কে ধাক্কা দিয়ে নিজের থেকে সরিয়ে দিলো। ঐশ্বর্য অধর বাঁকিয়ে হাসলো,উৎসা যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।“আপনি

এমন কেনো?এতই যদি এতই অন্য কিছুর ইচ্ছে থাকে তাহলে বিয়ে করে নিন!”

ঐশ্বর্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না, নৈঃশব্দ্যে দাঁড়ালো । মৃদু কেঁপে উঠলো তার বলিষ্ঠ দেহ,উৎসা মিনমিনে গলায় শুধোয়।

“এসব কি করছেন?”

ঐশ্বর্য সিল্কি চুল গুলো ডান হাতে পিছনে ঠেলে দেয়।“তুমি তো টাচ করতে দিচ্ছো না আপাতত দূরে থাকো”

ঐশ্বর্যের লাগামহীন কথাবার্তা শিহরণ তুলছে উৎসার মনে।

“রেড রোজ ইউ আর লুকিং সো প্রীটি টু মাচ প্রীটি বেইবি।”

ঐশ্বর্য রুমের দিকে এগিয়ে গেলো,উৎসা সরে দাঁড়ায়। তার এখন কী করা উচিত? এখানে এসে ভুল করেছে সে, ঐশ্বর্য যেমন দেখায় সে মোটেও তেমন টা নয়। কুয়াশা কিছুটা ধরে আসছে,আজ তিনদিন ধরে সূর্যি মামার দেখা নেই,তবে আজ হয়তো সূর্যের দেখা মিলবে।

শুরু হয়েছে মানুষের চলাচল,গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে কেউ বা যাচ্ছে কলেজে তো কেউ বা যাচ্ছে অফিসে!

কলিং বেল বেজে উঠলো, কিন্তু কেউ দরজা খুললো না। জিসান বুঝতে পারলো মিস মুনা এখনো আসেন নি।

জিসান ঐশ্বর্য কে ডাকতে লাগল।

“রিক?রিক রিক ওপেন দ্যা ডোর!”কিছুক্ষণ ডাকার পরেই ঐশ্বর্য এসে দরজা খুলে দেয়। জিসান ঐশ্বর্য কে দেখে থতমত খেয়ে গেল। ঐশ্বর্যের সিল্কি চুল গুলো উষ্কখুষ্ক হয়ে আছে,গায়ে কিছুই নেই শর্ট জিন্স ছাড়া।

জিসানের টনক নড়ে উঠে, তার একটা কথাই মনে হচ্ছে মিস বাংলাদেশী কোথায়?”

জিসান হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লো।

“মিস বাংলাদেশী?মিস বাংলাদেশী কোথায় তুমি?”

ঐশ্বর্য ডোর লক করে ভেতরে এলো। জিসান দ্রুত ফোন বের করে বলে।

“তাড়াতাড়ি বল কোথায়?, অ্যাম ড্যাম শিওর নিশ্চয়ই মিস বাংলাদেশীর কিছু একটা হয়েছে।”

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে বোতলে মুখ লাগিয়ে খেতে লাগলো।

" বল না রিক?কোন কোথায় আছে মিস বাংলাদেশী?"

ঐশ্বর্য বোতল যথা স্থানে রেখে এসে কাউচের উপর বসলো।

"সকাল সকাল বিরক্ত করা ছাড়া তোর কী?""বাট রিক.....

"ভাইয়া!"

উৎসার কন্ঠস্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো জিসান, ঐশ্বর্যও মাথা খানিকটা ত্যা'ড়া করে তাকায়।

লাল রঙের ট্রি শার্ট তার সঙ্গে লেডিস জিন্স এবং গলায় ছোট একটা ওড়না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা। জিসান উৎসা কে দেখে যেনো প্রাণ ফিরে পায়।

" মিস বাংলাদেশী আর ইউ ওকে?"

উৎসা মাথা দুলিয়ে বলল।

"আমি ঠিক আছি।"

জিসান বুকে হাত দিয়ে শ্বাস টেনে নেয়, ঐশ্বর্যের অবস্থা দেখে জিসানের এক মূহুর্তের জন্য মনে হয়েছে উৎসার অবস্থা হয়তো শেষ!ঐশ্বর্যের দিকে

তাকাতেই ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো। জিসান বুঝতে পারলো সেই হাসির মানে।

উৎসা জিসানের কানে ফিসফিসিয়ে বললো।

“ভাইয়া আপনার এই বন্ধু পুরোটাই পাগল।”

জিসান শব্দ করে হেসে উঠলো, ঐশ্বর্য আড় চোখে তাকায় উৎসার দিকে।উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়, জিসান গিয়ে ওর পাশে বসলো।

উৎসা গেলো কিচেনে,আজ মিস মুনা আসবেন না বলেছেন,সেই জন্য সকালের ব্রেকফাস্ট উৎসাই তৈরি করতে লাগলো।সকাল সকাল পায়েস আর সাথে পিঠে বানিয়ে নিলো ঝটপট। তাদের বাংলাদেশে তো শীত আসলেই কত রকম পিঠে তৈরি হয়। শীতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো পিঠে উৎসব।এসব ভাবতে ভাবতেই পিঠে বানিয়ে নেয় উৎসা।

জিসান ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে বলে।

“রিক ইউ আর টু মাচ ইয়ার! আমি পুরোই ভয় পেয়ে গেছিলাম।”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে দেয়, জিসান বলে।

“ও শিট তোকে যা বলতে এসেছি সেটাই তো বলা হয়নি!”

“কী?”ঐশ্বর্য হাত বাড়িয়ে আইপ্যাড নিতে নিতে বলে।

জিসান কপাল চুলকে বলে।

“আরেহ আজকে কেয়ার বার্থ ডে।”

ঐশ্বর্য কিঞ্চিৎ চমকে উঠে।

“শিট শিট ভুলেই তো গেছি।”

“সেইম আমারও মনে ছিলো না,সকাল সকাল এই দেখ কেয়া ম্যাসেজে কী লিখেছে?

জিসান ফোন বের করে ঐশ্বর্য কে দেখায়,কেয়া কাদু কাদু ভাবে লিখেছে।”তোরা কেমন ফ্রেন্ড আমার বার্থ ডে ভুলে গেলি?শেইম অন ইউ, তোদের সঙ্গে আর কখনও কথা বলব না।”

ঐশ্বর্য হাসলো,মনে মনে ঠিক করলো কেয়া কে সারপ্রাইজ দেওয়া যাক। ঐশ্বর্য আর জিসান প্ল্যান করছে সারপ্রাইজের, তৎক্ষণাৎ উৎসা পিঠে আর পায়েস নিয়ে এলো।

“এই যে আপনাদের জন্য।”উৎসা বেশ ফুরফুরে মেজাজে ট্রে টেবিলের উপর রাখলো। জিসান ঐশ্বর্য দু’জনেই ভালো করে দেখতে লাগলো আসলে এগুলো কী?”

ঐশ্বর্য পিঠে একটা হাতে তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে শুধায়।

“হোয়াট,,ইজ দিস?”

উৎসা দু’জনের দিকেই তাকায়, ওরা কী কখনো পিঠে খায়নি? অবশ্য খাবেই বা কী করে?এদেশে আদেও এসব কিছু হয় কি না সন্দেহ!

“এগুলো পিঠে, আমাদের দেশে শীতের সকালে সবাই পিঠে খায়।আর ওখানে পিঠে উৎসব পালন করা হয়।”

ঐশ্বর্য আর জিসান দু’জনেই ভালো করে উৎসার কথা গুলো শুনলো। জিসান পায়েসের বাটি দেখিয়ে বলে।

“এগুলো কি?”উৎসা চটজলদি সোফার পাশে বসে পড়লো।পায়েস বাটিতে ঢালতে ঢালতে বলে।

“এটা পায়েস, অনেক মিষ্টি খেতে । খেয়ে দেখুন।”

দুই বাটি দুজনের হাতে তুলে দেয় উৎসা। ঐশ্বর্য টেস্ট করে দেখলো, সত্যি মিষ্টি খেতে। জিসানও খেলো।

“মিস বাংলাদেশী ইটস্ রিয়েলি গ্রেট।কী বলিস রিক খেতে কেমন?”

ঐশ্বর্য ঠোঁটে তর্জনী আঙ্গুল রেখে বলে।

“নট ব্যাড তবে এর থেকেও মিষ্টি আছে।”

জিসান উৎসা দুজনেই অবাক চোখে তাকায়।

উৎসা কিছু বুঝলো না, জিসান শুধোয়।

“কী?”ঐশ্বর্য ঝুঁকে উৎসার নরম গালে আঙুল ছুঁয়ে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলো উৎসা ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। ঐশ্বর্য তর্জনী আঙ্গুল উৎসার গালে ছুঁয়ে বললো।

“মিষ্টি মেয়ে ”

জিসান নড়েচড়ে বসল।

“উহু উহু রিক বিহেভ ইওর সেল্ফ”

ঐশ্বর্য উঠে হাত পা টেনে রুমের দিকে গেলো। জিসান উৎসার দিকে তাকালো,উৎসা মেকি হাসি দিয়ে দ্রুত কিচেনে চলে যায়।

জিসান হুঁ হুঁ করে হেসে উঠলো, কেনো জানি তার মনে হচ্ছে ঐশ্বর্য ভালোবেসে ফেলেছে। এখন যদি শিওর হওয়া বাকি।ভীষণ সুন্দর করে ঐশ্বর্যের আলিশান বাড়ি সাজানো হয়েছে, প্রথম বার এই বাড়িতেই পার্টি হবে। উৎসা এর আগে কখনও এত্ত চা'কচি'ক্য দেখেনি।

সকাল থেকে এই আয়োজন,কত শত ডিস রান্না হচ্ছে। অনেক মানুষ আসবে, অনেক ফ্রেন্ড তাদের জন্য মিনিবার।
“জিসান ভাইয়া মিনিবার কেনো?”
জিসান ফোনে কথা শুনছিল উৎসার প্রশ্ন শুনে ফোন রেখে বলে।
“এগুলো অন্যদের জন্য, তুমি কিন্তু ভুলেও টাচ করবে না।”
উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়।
“ছিহ্ ছিহ্ এসবে আমি নেই।”
জিসান নৈঃশব্দ্যে হাসলো।সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে,ছোট ছোট ডিম লাইট জ্ব’লে উঠলো।একের পর এক গেস্ট ভেতরে প্রবেশ করছে, অনেক গুলো সিকিউরিটি ওদের নিয়ে আসছে সার্ভেন্টরা সবাই কে জুশ কোল্ড ড্রি’ঙ্কস সার্ভ করছে।
ব্ল্যাক স্যুট ভেতরে অফ হোয়াইট শার্ট পড়েছে। সিল্কি চুল গুলোতে জে’ল দেওয়া আছে,হাতে চকচক করছে ব্র্যান্ডেট ঘড়ি।বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে। জিসানও সেইম,তবে তার স্যুট নেভি ব্লু কালারের, ভেতরে অফ হোয়াইট শার্ট।

মিস মুনার কাছে বসে আছে উৎসা, ওনাকে হেল্প করছে। এদিকে মিস মুনা কখন থেকে বলছে উৎসা কে গিয়ে রেডি হতে।“ম্যাম আপনি গিয়ে রেডি হয়ে নিন।”

উৎসা বিরক্ত হলো,মিস মুনা সবসময় ওকে আপনি আপনি আর ম্যাম বলে সম্বোধন করে।

“ওহো মিস মুনা আমি রেডি হয়ে কী করব?”

মিস মুনা স্বভাব সুলভ হাসলো।

“স্যার তো কখন বলেছেন আপনাকে এসব করতে হবে না।”

উৎসা বেসিনে হাত ধুয়ে বলে।

“আমি রেডি হয়ে কী করব? আমি তো কেয়ারটেকার তাহলে আপনাদের স্যারের এত কিসের টেনশন আমাকে নিয়ে?”উৎসা কথাটা শেষ করতেই ঐশ্বর্য এসে উৎসা কে টেনে দুতলায় যেতে লাগলো।

“আরেহ ভাইয়া? মানে চৌধুরী সাহেব কী করছেন? প্লিজ লিভ!”

ঐশ্বর্য উৎসা কে তার রুমে নিয়ে গেলো।

হাত ছাড়তেই উৎসা নিজের হাত ধরে ঘষতে লাগলো।

“উফ্ হাত না অন্য কিছু কত্ত ব্যথা করছে!”
ঐশ্বর্য বুকে হাত গুজে দাঁড়ালো,উৎসা এতক্ষণে ঐশ্বর্য কে ভালো করে লক্ষ্য করলো। ঐশ্বর্য নিতান্তই সুদর্শন পুরুষ, অসম্ভব সুন্দর দেখতে। যে কারো গলা শুকিয়ে আসবে তাকে দেখে,উৎসা আচমকা অনুভব করলো তার হৃদয় স্পন্দনের দ্রিম দ্রিম শব্দ শুনতে পাচ্ছে নিজে।“সুইটহার্ট ডোন্ট লুক অ্যাট ইট লাইক দিজ ,ইট হার্টস।”
উৎসার কান গরম হয়ে উঠলো, নিজের কাজেই লজ্জা লাগছে।
“আচ্ছা আপনি এত উঠে পড়ে লেগেছেন কেন আমাকে নিয়ে? আমি তো কেয়ারটেকার!”
“নো নো ইউ আর মাই গার্লফ্রেন্ড।”
উৎসা চমকে উঠে।
“কীঈ? গার্লফ্রেন্ড? কবে, কখন?”
ঐশ্বর্য দু পা এগিয়ে গিয়ে বললো।
“এখন এই মূহুর্ত থেকে।”
উৎসা লজ্জায় মিশিয়ে যাচ্ছে।
“ছিহ্ ছিহ্।”
ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।

“উফ্ রেড রোজ উই আর লেইট।”উৎসা দ্রুত কাভার্ড খুলে কাপড় খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা খুঁজেই পাচ্ছে না,একে একে সব কাপড় বের করতে লাগল।

উৎসা পিছন ঘুরে দেখে ঐশ্বর্য এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

“আআপনি যান আমি চেঞ্জ করব।”

ঐশ্বর্য দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

“ওয়াশ রুম ওদিকে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আসো ।”

উৎসার রাগ লাগছে,সে যা খুঁজছে তা খুঁজেই পাচ্ছে না।সোফা থেকে শুরু করে বিছানার নিচে সব জায়গায় খুঁজতে লাগলো। ঐশ্বর্য বেশ বিরক্ত নিয়ে হাত ঘড়িটা দেখলো।

“উফ্ হোয়াটস গোয়িং অন সুইটহার্ট?কী খুঁজছো তুমি?”

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।

“ককই কিছু না তো?”“তাহলে এগুলো কী করছো?”

“না মানে কাপড় খুঁজছি।”

ঐশ্বর্য এগিয়ে গিয়ে উৎসার হাত টেনে ধরে।

“কী প্রবলেম?বলো কি খুঁজছো?”

উৎসা ঠোঁট কাম’ড়ে ধরে,কী ভাবে বলবে?

“আসলে আমি ফ,, মেয়েদের জিনিস পত্র জেনে আপনি কী করবেন?”

ঐশ্বর্য কপাল কুঁচকে নেয়।

“হোয়াট?”

উৎসা ঐশ্বর্যের কুঁচকানো মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

“ছিহ্ কত নাটক করেন।”

“নো নো সত্যি কী খুঁজছো তুমি?”

“মেয়েদের জামা খুঁজছি,হয়েছে শান্তি ?”

“সিরিয়াসলি।”

“যান যান সরুন।”উৎসা আবারো কাভার্ডে খুঁজতে লাগল, ঐশ্বর্য কী একটা ভেবে দুষ্টু হাসি হাসলো,উৎসার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললো।

“উহু সুইটহার্ট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট ইনা.....?”

উৎসার কান গরম হয়ে উঠে।

“বেশরম লোক, বের হন।”

“আরে আমি কী করলাম? আশ্চর্য!”উৎসা ঐশ্বর্য কে এক প্রকার ঠেলে রুম থেকে বের করতে লাগলো। ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো,উৎসা পাগলী একটা। কী বলে কী না বলে কিছু মনে থাকে না।আর এখন তাকেই বের করে দিচ্ছে!

উৎসা মনে মনে গা'লি দেয়।

"অস'ভ্য রিক চৌধুরী ছিহ্ ছিহ্ বেশরম।"সফট্ মিউজিক বাজছে, কাপল ডান্স হচ্ছে। জিসান কিয়ৎক্ষণ আগেই কেয়া কে নক করে বলেছে দ্রুত বাড়িতে আসতে চায়নি। জিসান অনেক বুঝিয়ে বলেছে সারপ্রাইজ আছে তাড়াতাড়ি আসতে।

সবাই অপেক্ষা করছে বার্থ ডে গার্লের জন্য। জিসান ঐশ্বর্যের কাছে এগিয়ে গেলো, ঐশ্বর্য মিনিবারে বসে সফট ড্রিংকস খাচ্ছে।

"রিক মিস বাংলাদেশী কোথায়?"

ঐশ্বর্য গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে।

"রেডি হচ্ছে মনে হয়।"

কথাটা বলে সিঁড়ির দিকে চোখ গেলো ঐশ্বর্যের। উৎসা কে নামতে দেখে জিসান কে বললো।

"ডিম লাইট ওদিকে দিতে বল।"জিসান ডেভিড কে ইশারা করলো।এই লোকটি পুরো ফাংশান অ্যারেঞ্জ করেছে। জিসানের কথা অনুযায়ী সিঁড়ির দিকে আলো ফেলতেই চোখ মুখ খিঁচিয়ে বন্ধ করে নেয় উৎসা।

ঐশ্বর্য মূহুর্তে থমকে গেলো, তার গলা শুকিয়ে আসছে। তাকিয়ে আছে উৎসার পানে, সিল্ক লাল

রঙের শাড়িতে নিজেকে আবৃত করেছে উৎসা।হাতে লাল চুড়ি, চোখের প্রথমাংশ থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কাজল টেনে দেওয়া। কপালের ঠিক মাঝখানে টিপ দিয়েছে,উৎসার ধ'নুকের ন্যায় তুলতুলে নরম শরীর টা নজর কা'ড়তে সক্ষম। ঐশ্বর্য যেনো শ্বাস নিতেই ভুলে গিয়েছে।উৎসা বোকা বোকা চাহনিতে আশেপাশে দেখলো। জিসান আর ঐশ্বর্য কে দেখে ভুবন ভোলানো হাসি হাসলো।হাসিটা এসে বুকে লাগলো ঐশ্বর্যের,সে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়। ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে বাঁ'কা হাসলো,এই মেয়ে ছ'লনাময়ী। না হলে কখনো গাউন কখনো সালোয়ার কামিজ আর এখন শাড়িতে উ'ন্মা'দ করতো?

ঐশ্বর্য রাগলো, ডান হাতে সিল্কি চুল গুলো পিছনে ঠেলে দেয়। মনে মনে বলে।

“গ্রেট রেডি রেড রোজ ইউ হ্যাভ টু সাফার এক্সট্রা।”

উৎসা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলো জিসানের দিকে।

“বাহ্ মিস বাংলাদেশী দারুণ তো!এই ড্রেসটার নাম যেনো কী?”

ঐশ্বর্য মাঝখান থেকে বলে উঠে।“ছাড়ি!

উৎসা শাড়ির এমন বি'ব্রতকর অবস্থায় হেসে দেয়।

“না না ছাড়ি না শাড়ি।”

“ইয়া হোয়াট অ্যাভার!”

পাঁচ মিনিটের মাঝে কেয়া চলে এলো, মনে তার বিষন্নতা। এমন ফ্রেন্ড চাই না তার। কেউ তার বার্থ ডে মনে রাখেনি।

আচমকা কেয়ার চোখে পট্টি বেঁধে দিলো কেউ।

“আরেহ কে?”

“আমি।”

“জিসান হোয়াট দ্যা হেল ইজ দিস?ছাড় বলছি।”

“নো ছাড়াছাড়ি।”

ঐশ্বর্যের কন্ঠস্বর শুনে কেয়া বলে।

“রিক তুইও?হোয়াট হ্যাপেনিং গাইজ?”ঐশ্বর্য জিসান কিছুই বললো না,কেয়া কে টেনে ভেতরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে চিৎকার করে বলল।

“ওয়ান টু থ্রি হ্যাপি বার্থডে।”

জিসান তৎক্ষণাৎ চোখ খুলে দেয়।এত সব অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে কেয়া কথা বলতেই ভুলে যায়।

“ওয়াও,,,

জিসান ঐশ্বর্যের বাহুতে কাত হয়ে বলে।

“হ্যাপি বার্থডে ফ্লা’র্টিং বা’জ।”কেয়া ফিক করে হেসে উঠলো, জিসান আর ঐশ্বর্য কে দু হাতে জড়িয়ে ধরে।
“টু মাচ ইয়ার,ইউ আর নট গুড অ্যাট অল।তোরা একটুও ভালো না।”
উৎসা একটা সুন্দর ফুলের বুকে কেয়ার হাতে দিলো।
“হ্যাপি বার্থডে কেয়া আপু।”
কেয়া উৎসা কে দেখে রিতিমত তব্দা খেয়ে গেলো।
“ওয়াও কিউট গার্ল ইউ লুকিং সো প্রীটি!”
উৎসা মৃদু হাসলো।“তুমিও সুন্দর দেখতে।”
কেয়া কেক কা’টলো,একে একে সবাই কে খাওয়ায়। সেলফি তুলতে ভুলে না সে।উৎসা কেয়ার সঙ্গে কি কথা বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।কেয়া উৎসার একা কয়েকটা ছবি তুললো, ঐশ্বর্য এসে উৎসার হাত টেনে পাশে নিয়ে যায়।
“কী হয়েছে?”
উৎসা সহজ প্রশ্ন করে, ঐশ্বর্য উৎসা কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে বলে।
“ইউ আর লুক লাইক অ্যা রেড রোজ।”
উৎসা ঠোঁট কা’ম’ড়ে ধরে।এই লোকটা মাঝে মাঝে উৎসা কে রেড রোজ বলেই ডাকে।

“ধনেপাতা।”

“হোয়াট?”ভ্রু কুঁচকে নেয় ঐশ্বর্য,উৎসা ফিক করে হেসে উঠলো।

“থ্যাংক ইউ।”

ঐশ্বর্য উৎসার মুখ পানে কিছুটা ঝুঁকে বলে।

“এভাবে থ্যাংকস তো নেবো না!”

উৎসা বুঝলো না।

“তাহলে?”

ঐশ্বর্য দুষ্টু হাসলো।

“ওয়েট এন্ড ওয়াচ।”

জিসান ঐশ্বর্য কে ডেকে বললো।

“রিক ইটস্ ইওর টার্ন।”

ঐশ্বর্যের দিকে গিটার ছুড়ে দিলো জিসান, ঐশ্বর্য ক্যাচ করে।

সে সুর তুলে।Every night in my dreams

I see you,I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on

Near,far, Wherever you are
I believe that the heart does on
Once more, you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go 'Till We're gone
Love was when I loved you
One true time I'd hold to
In my life, we'll all always go on
Near,far, Wherever you are
I believe that the heart does on
Once more, you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

উৎসা ভ্রু কুঁচকে নেয়,কী অদ্ভুত! এইরকম সময়ে একটা সুন্দর রোমান্টিক হিন্দি গান শুনলে কত ভালো লাগতো! কিন্তু এখানে ইংলিশ গান? উফ্ সত্যি বিরক্তিকর।এখন রাত আড়াইটার কাছাকাছি রুমে

ক্লান্ত হয়ে রুমের দিকে এগুতে লাগলো উৎসা।পা দুটো যেনো অসাড় হয়ে আসছে তার,ভার শরীর টা টেনে কোনো রকমে উপরে নিয়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ হাতে টান পড়তেই ভড়কে গেলো উৎসা।

মৃদু স্বরে আ'র্ত'না'দ করে।

“আহ্।”

রুমে ঢুকিয়ে ডোর লক করে দেয় ঐশ্বর্য।উৎসা ঐশ্বর্য কে দেখে ভীত নয়নে তাকালো। ঐশ্বর্যের চুল গুলো এলোমেলো, শার্টের উপরের দুটি রুম খোলা আছে। চোখে মুখে কা'মনা ফুটে উঠছে, স্পষ্ট কাছে আসার কাতরতা।

“আআপনি এখানে কেন ননিয়ে এলেন?”

উৎসা কাঁপা কাঁপা কন্ঠে শুধায়। ঐশ্বর্য এক কদম দু কদম এগিয়ে আসছে।উৎসা সেই মাপ অনুযায়ী পিছিয়ে যাচ্ছে,ভেতর তার অজানা আ'ত'ঙ্কে কাঁপছে।

ঐশ্বর্য এগিয়ে গিয়ে উৎসা কে জাপটে জড়িয়ে ধরে।

উৎসা স্তম্ভ!“এটা কি করছেন? প্লিজ ছাড়ুন।”

ঐশ্বর্য শুনলো কী না তা জানা নেই,সে বিড়বিড় করে আওড়াল।

“একটু জড়িয়ে থাকি? ভালো লাগছে না উৎসা ।”

উৎসা কাঁপছে, ঐশ্বর্য কে ছাড়াতে বলে।
“না না , আমার ভালো লাগে না আপনাকে।”
“উঁহু, ঠিক তো। সত্যি শুধু জড়িয়ে থাকব।”
উৎসার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, ঠোঁট দুটো তীর তীর করে কাঁপছে। ঐশ্বর্যের বুকে উষ্ণতার ছোঁয়া পাচ্ছে সে, কিন্তু সেটা সাময়িক সময়ের জন্য।
“প্লিজ ছাড়ুন আমায়, আমার এসব ভালো লাগে না।”
ঐশ্বর্য পিছন ঘুরে উৎসা কে দু হাতে চেপে ধরে।ঘাড়ে ওষ্ঠা ছুঁয়ে বলে।
“রেড রোজ ট্রাস্ট মি ইউ আর লুকিং সো প্রীটি, তোমাকে যে কেউ দেখলে ভালোবেসে ফেলবে।”
উৎসা ফুঁপিয়ে উঠে।“কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। আমার আপনাকে ভয় লাগে।”
ঐশ্বর্যের উ’ন্ম’ত্ত হয়ে উঠেছে উৎসার মাঝে।এক সময় ঐশ্বর্যের হাতের বাঁধন দৃঢ় হয়। ঐশ্বর্য খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরে উৎসা কে। উৎসা শব্দ করে কেঁদে দেয়।
“ঐশ্বর্য চৌধুরী আপনি ভালো না, আমি আপনার সাথে থাকব না।”

উৎসা ঐশ্বর্য কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঐশ্বর্য আরো শক্ত করে চেপে ধরে ঘাড়ে নাক ঘষে লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে নেয়।

আচমকা ঐশ্বর্য সরে এলো, নিজের চুল খামচে ধরলো সে।

"ওহ্ শিট শিট।"

ঐশ্বর্য পাগলের মতো হয়ে উঠে,উৎসার থেকে দূরে সরে গেল । ঐশ্বর্যের পাগলামি দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে উৎসা।ঐশ্বর্য ঘাড় ঘুরিয়ে উৎসা কে দেখে ফের ওর কাছে এলো।

"সুইটহার্ট ডোন্ট ক্রাই প্লিজ!জান কাঁদে না তো।"

ঐশ্বর্য উৎসা কে টেনে কাউচের উপর বসালো।ওর হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় নিয়ে ফের অস্থির কন্ঠে বলে।

"প্লিজ সোনা কাঁদে না, অ্যাম স্যরি। ডোন্ট ওয়ারি আর ছুঁবো না। প্লিজ ডোন্ট ক্রাই সুইটহার্ট।"

উৎসার কান্না থামছে না, ঐশ্বর্য কেমন করছে তা ভয়ের কারণ হচ্ছে উৎসার।

"আআমি রুম যাবো।"

ঐশ্বর্য পিটপিট চোখ করে তাকালো কী যেনো ভাবলো,চট করে উঠে গিয়ে লাইট অফ করে বিছানায় এসে বসলো।উৎসার হাত টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসে।

“কী করছেন ছাড়ুন প্লিজ।”

ঐশ্বর্য শুনলো না,উৎসা কে বুকে চেপে ধরে শুয়ে পড়ে।উৎসা প্রাণপণ চেষ্টা করলো নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার, কিন্তু পারলো না।

ঐশ্বর্য নিজের চওড়া বুকে উৎসার ছোট্ট দেহটাকে চেপে ধরে, ওর মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে দেয়। উৎসা এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে,চোখ ভর্তি ঘুম হা’না দিলো। ঐশ্বর্যের বুকে খানিকটা উষ্ণতা অনুভব করছে সে।

ঐশ্বর্য অস্পষ্ট স্বরে বলল।” আই অ্যাম স্যরি সুইটহার্ট। তুমি কাছে থাকলে অনেক টা শান্তি অনুভব করি। আমার সাথে থেকো সবসময়, প্লিজ।”

ঐশ্বর্য উঁকি দিয়ে দেখলো উৎসা অলরেডি ঘুমিয়ে গিয়েছে। ঐশ্বর্য মৃদু হাসলো, আলতো ভাবে উৎসা কে বিছানায় শুয়ে দিয়ে চাদর টেনে দেয়।রুম থেকে বেরিয়ে গেল ঐশ্বর্য,উৎসা চায় না সে তার সঙ্গে

থাকুক। যেদিন উৎসা ঐশ্বর্যের কাছাকাছি আসবে, সেদিন ঐশ্বর্য উৎসার মাঝে নিজেকে খুঁজে নেবে।স্নিগ্ধ সকালের মিষ্টি রোদ মুখশ্রী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসার।নাক মুখ কুঁচকে নেয় সে, একদমই উঠতে মন চাচ্ছে না তার।এই শীত শীত ভাব তার মধ্যে খানিকটা উষ্ণতা, ঘুমের ঘোর কা'টছে না উৎসার।

কাছে থাকা জিনিসটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে উৎসা, আচমকা নিজের দেহে কারো হাতের স্পর্শ পেতেই মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে উঠে। পিটপিট চোখ করে তাকালো সে, যাকে জড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয় ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে,ভারী নিঃশ্বাস টেনে নিচ্ছে।উৎসা চমকে উঠে ,এই ঘুমন্ত নিষ্পাপ মুখ দেখে মায়া কাজ করছে। কিন্তু পরক্ষণেই রাতের ঘটনা মনে পড়তেই উৎসা সরতে চাইলো। বলিষ্ঠ হাতের বাঁ'ধনে আটকে থাকার দরুন সরতে পারছে না উৎসা।উৎসার নড়াচড়ার কারণে ঘুম হালকা হয়ে আসে ঐশ্বর্যের। নড়ে চড়ে উঠলো সে,ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে।

“সুইটহার্ট কী হয়েছে?”

উৎসার নিঃশ্বাস যেনো ভারী হয়ে আসছে,সে ঐশ্বর্য কে ঠেলে উঠতে চাইছে। ঐশ্বর্য ব্যাপার না বুঝতে পেরে হাতের বাঁধন আলগা করে দেয়।উৎসা ত্বরিতে উঠে দাঁড়ালো, বিছানা থেকে সরে গিয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়ালো।চোখ দুটো ছোট্ট ছোট্ট করে তাকালো সে ।

ঐশ্বর্য বিছানায় উঠে বসে, অ্যালার্মে টাইম দেখে নেয়। সবে মাত্র সাড়ে আটটা বাজে। যেখানে ঐশ্বর্য দশটার দিকে ঘুম থেকে উঠে।

“কী হয়েছে?”উৎসা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এলোমেলো দৃষ্টি ফেলছে আশেপাশে। ঐশ্বর্য উঠে গিয়ে উৎসা সামনে দাঁড়ায়,উৎসা ভয়ে পিছিয়ে যেতে গিয়ে কাউচের উপর পড়ে গেলো।উৎসার পায়ের কাছে বসে পড়ল ঐশ্বর্য,ওর হাত ধরে ঘুম জড়ানো কন্ঠে বলে।

“জান এত প্যানিক করতে নেই। এভরিথিং ইজ অল রাইট।”

উৎসা ঐশ্বর্যের হাত সরিয়ে দেয়, শব্দ করে কেঁদে উঠলো সে।ধরা কন্ঠে বলতে লাগলো।

“কিছু ঠিক নেই, কিচ্ছু না। আপনি আমাকে খারাপ ভাবে ছুঁয়েছেন,আপ,,, আপনি আআমার সাথে.....

“ডোন্ট ক্রাই সুইটহার্ট প্লিজ। আমি খারাপ ভাবে ছুঁই নি।দেখো খারাপ ভাবে ছুঁতেও চাই না,তাই তো সরে গিয়েছি। প্লিজ ডোন্ট ক্রাই।”উৎসার ঐশ্বর্যের কথা বুঝতে সময় লাগছে,সে চাইছে টা কী?

“আপনি কি চাইছেন? আমি থাকব না আপনার সাথে! আমি হোস্টেলে যাবো।”

ঐশ্বর্য দু তিন বার ঘাড় এদিক ওদিক দুলিয়ে বলে।

“থাকতে হবে আমার সাথে,অন্য কোথাও যেতে দিতো পারব।আই ক্যান নট লেট গো , ট্রাই টু আন্ডেস্ট্যান্ড।”

উৎসা ফুপাচ্ছে,এই মূহুর্তে ঐশ্বর্য কে তার কাছে ম্যাড মনে হচ্ছে।

“আপনি পাগল হয়ে গেছেন! আমি আপনার গার্লফ্রেন্ড নই,আর না হতে চাই।আর না আমি আপনার ওয়াইফ যে আপনার সঙ্গে থাকব,আর না আমি কোনো বাজে মেয়ে! আপনি বোঝার চেষ্টা করুন।”

ঐশ্বর্য ঠোঁট কামড়ে ধরে, দৃষ্টি তার ফ্লোরের দিকে, মিনিটের মতো ভেবে উঠে তড়িঘড়ি করে কাভার্ড খুলে নিজের ড্রেস বের করে ওয়াশ রুমে চলে গেলো।উৎসা কিছুই বুঝলো না,বসা থেকে উঠে

দাঁড়ালো সে।উৎসা এই সুযোগে বের হতে লাগলো, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য খক শব্দ করে দরজা খুলে বের হয়, একদম তৈরি হয়েই এসেছে। উৎসা থেমে গেলো , ঐশ্বর্য উৎসার হাত ধরে ওর রুমের দিকে যেতে নেয়।

“তাড়াতাড়ি।”

উৎসা কে রুমে নিয়ে গিয়ে কাভার্ড থেকে একটা ড্রেস হাতে দিয়ে দ্রুত ওয়াশ রুমে ঠেলে দিলো ঐশ্বর্য।

“গো গো হ্যারিআপ।”

উৎসা কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। এদিকে ঐশ্বর্য কাউকে কল করে কনফার্ম করে নিলো, জিসান আর কেয়া দু’জন কে ডেকে নেয়।নিজের সামনে রেজিষ্ট্রি পেপার দেখে থতমত খেয়ে গেল উৎসা। ঐশ্বর্য উৎসা কে কিয়ৎক্ষণ আগেই কোর্টে এনেছে, আচমকা এখানে আসার কারণ বুঝতে পারলো না সে।মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জিসান আর কেয়াও চলে এসেছে।

জিসান ঐশ্বর্য কে জিজ্ঞেস করে।

“রিক এখানে কেন আমরা?হোয়াট হ্যাপেনিং?”

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।

“বিয়ে করব।”

বিয়ের কথা শুনে কেয়া চিৎকার করে উঠল।

“ও মাই গড রিক সিরিয়াসলি?”

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে জবাব দেয়।

“স্টিল ইন ডাউট?”কেয়া কী বলবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, জিসান যেনো নিজের কান কে বিশ্বাস করতে পারছে না। এদিকে উৎসার মুখ দেখে বোঝতে পারছে মেয়েটি ভয় পেয়ে আছে।

“রিক মিস বাংলাদেশী এত ভয় পেয়ে আছে কেন?”

ঐশ্বর্য কিছু বললো না , কোর্টের ভেতরে প্রবেশ করতেই লয়য়ার রেজিষ্ট্রি পেপার দেয়।

ঐশ্বর্য উৎসা কে উদ্দেশ্য করে বলে।

“সাইন করো।”

উৎসা পেপার গুলো চোখ বুলিয়ে নেয়,যখন বুঝতে পারে ওদের বিয়ের রেজিষ্ট্রি পেপার তৎক্ষণাৎ ভয়ে সিটিয়ে গেল।

“আপনি কী পাগল হয়ে গেছেন?বিয়ে মানে?হোয়াট দ্যা হেল ইজ দিস?”

ঐশ্বর্য বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নেয়।

“সাইন করে নাও ভালোয় ভালোয় না হলে আই সয়ের কী হবে তুমি ভাবতেও পারছো না।”

উৎসা তৎক্ষণাৎ রেগে বলে।“করব না সাইন, আপনার মতো চিপ মাইন্ডের একজন কে অন্তত আমি বিয়ে করব না।”

উৎসা পা বাড়ায় বের হওয়ার জন্য, ঐশ্বর্য ওর ওড়না টেনে ধরে।

“তুমি বিয়ে করবে, তোমার ঘাড়ও বিয়ে করবে।আর তা না হলে কিন্তু...

উৎসা কী করবে বুঝতে পারছে না, ঐশ্বর্য দু কদম এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বললো।

“অনেস্টলি ডোন্ট বিলিভ মি অ্যাট অল।”

উৎসা ঠোঁট চেপে ধরে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে, জিসানের দিকে অসহায় চোখে তাকায়।

“জিসান ভাইয়া প্লিজ ওনাকে সামলান, আমার এসব ভালো লাগছে না।”

ঐশ্বর্য চোয়াল শক্ত করে নেয়,উৎসার গাল চেপে ধরে।“সাইন করবে কী না?”

“করব না আমি।”

ঐশ্বর্য ফের বাঁকা হাসলো।

“তোমার সিস্টার কোথায় আছে আমি কিন্তু জানি।”
উৎসা চমকে উঠে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য কে টেনে সাইডে নিয়ে গেলো জিসান।
“ব্রো হোয়াটস হ্যাপেন্ড টু ইউ?হোয়াট আর ইউ ডুয়িং?”
ঐশ্বর্য হাত ব্রাশ করে নেয় চুল গুলো কে, বেশ ভাব নিয়ে বলে।
“বিয়ে করছি।”
ঐশ্বর্য উৎসার দিকে যেতেই উৎসা অস্থির হয়ে উঠে।
“আপনি কি বললেন? আমার বোন কোথায় আপনি জানেন?কী হলো বলুন?”
“আগে বিয়ে।”উৎসা কী করবে?মিহি কোথায় আছে সেটা সে জানে না কিন্তু ঐশ্বর্য? সে কী করে জানলো?
“প্লিজ বলুন আমার বোন কোথায়?”
ঐশ্বর্য বুকে হাত রেখে বলে।
“আই প্রমিজ বিয়ে করে নাও তোমার বোন কে এনে দেবো।”
উৎসা ফুঁপিয়ে উঠে, ঐশ্বর্য তার সুযোগ নিচ্ছে।

ঐশ্বর্য পেপার সামনে রাখলো উৎসার,উৎসা অসহায় চোখে তাকায় ঐশ্বর্যের দিকে। ঐশ্বর্য চোখের ইশারায় বললো সাইন করতে,উৎসা কাঁপা কাঁপা হাতে পেন তুলে নেয়। দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে দ্রুত লিখে নিজেকে ঐশ্বর্যের নামে উৎসর্গ করলো উৎসা। বুক ফে'টে কান্না পাচ্ছে তার।“তোর কী উৎসার সঙ্গে কথা হয়েছে?”

রুদ্র অনেক বার উৎসা কে কল করেছে, কিন্তু উৎসা কে ফোনে পায়নি। রুদ্র অফিস থেকে বাড়িতে এসে নিকির রুমে গেলো,নিকি ল্যাপটপে কিছু কাজ করছিল। রুদ্রের কথা শুনে কপাল কুঁচকে নেয়।

“কই না তো!কাল রাতে কল করেছি কিন্তু রিসিভ করেনি। কেনো ভাইয়া কিছু হয়েছে?”

রুদ্র কপাল চুলকে বলে।

“ওকে তো কাল রাত থেকেই পাওয়ার যাচ্ছে না!”

নিকি ল্যাপটপ রেখে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো।

“কী বলছো এসব? তুমি আবার কল করো।”

রুদ্র বিরক্ত নিয়ে বললো।

“আরে আমি অনেক বার কল করেছি, এখনও সুইট অফ দেখাচ্ছে।”

নিকি চিন্তায় পড়ে গেলো,তার অবুঝ বোন টা কোথায় আছে? মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ জানান দেয় ঐশ্বর্যের কথা।

“ভভাইয়া তুমি বরং ঐশ্বর্য ভাই কে কল করো, ওদের সাথেই তো গিয়েছে উৎসা।ওরা নিশ্চয়ই জানবে উৎসা এখন কোথায়?”“ইউ আর রাইট নিকি।”

রুদ্র তাড়াতাড়ি ঐশ্বর্যের নাম্বারে কল করলো। ঐশ্বর্য সবে মাত্র গাড়িতে বসেছিল সবাই কে নিয়ে, তৎক্ষণাৎ রুদ্রের কল পেয়ে রিসিভ করলো।

“হ্যা বল।”

রুদ্র অস্থির কণ্ঠে শুধোয়।

“ভাই উৎসা কোথায় তুমি জানো? আসলে উৎসার ফোন সুইট অফ দেখাচ্ছে।”

ঐশ্বর্য পাশে তাকিয়ে দেখলো উৎসা গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।ফোন ওর হাতেই, ঐশ্বর্য ফোন হাতে নিয়ে দেখলো সুইট অফ। ঐশ্বর্য বুঝলো, হয়তো চার্জ নেই।

“হ্যা ও ঠিক আছে, আমার বাড়িতেই আছে।হয়তো ঘুমে।”

রুদ্র যেনো প্রাণ ফিরে পেলো।

“ওকে তাহলে তো সেইভ আছে।”

“হুঁ, ওকে এখন রাখছি।আই উইল কল ইউ ব্যাক।”
ঐশ্বর্য দক্ষ হাতে ড্রাইভিং করতে লাগলো।একটা বারের মধ্যে ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে একটি মেয়ে। তৎক্ষণাৎ একটি ছেলে এসে হাত স্পর্শ করলো মেয়েটির, প্রথম দিকে আঁতকে উঠলেও পরক্ষণেই হাসলো। লোকটি
মেয়েটাকে কিছু বললো, মেয়েটি চিন্তিত হয় ।তবে যাওয়ার ছাড়া আর উপায় পেলো না।
কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই একটা বাড়িতে এসে পৌঁছায়, লোকটি মেয়েটা কে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।নিস্তব্ধ রাত্রি,তারার মেলা শুরু হয়েছে।তবে মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে।
সূক্ষ্ম বরফের কণা গুলো ছড়িয়ে আছে রাস্তায়, রাস্তা চাপা পড়েছে বরফের নিচে। শীতের প্রকোপ বেড়েই চলেছে,তার উপর এই তুষারপাত।
ঐশ্বর্য নিজের মিনিবারে বসে একের পর এক বিয়ারের বোতল শেষ করছে।সাথে আছে জিসান ,কেয়া কে ড্রপ করে এখানে এসেছে ওরা।
“স্টপ রিক,হাউ মাচ মো’র?”

“জিসান ডোন্ট টক লাইক ক্র্যাজি! বিয়ে করেছি ইয়ার।
লেটস্ এ’ন’জয়।”জিসান বুঝলো ঐশ্বর্য কে বুঝিয়ে লাভ নেই, ওদিকে উৎসাও ঘুমাচ্ছে।
“ওকে তুই এ’নজয় কর,আই হ্যাভ টু গো বাই।”
জিসান বের হতেই ঐশ্বর্য কিছুক্ষণ বসে রইল, প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে তার।এমন মনে হচ্ছে মাথা ফে’টে যাবে তার। কিন্তু কোথাও একটা আনন্দ কাজ করছে।
ঐশ্বর্য জিতেছে,উৎসা এখন তার সাথেই থাকবে। যতক্ষণ ঐশ্বর্য চাইবে ঠিক ততক্ষণ উৎসা ঐশ্বর্যের সঙ্গে থাকবে।আর ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী যা চায় তাই হবে,উৎসার কাছাকাছি থাকলে অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করে সে। যেটা আপাতত ঐশ্বর্যের প্রয়োজন।উৎসার নিষ্পাপ মুখ দেখলে ভীষণ ভাবে বুকে লাগে ঐশ্বর্যের। মেয়েটা কেমন জানি ঐশ্বর্যের মনে জায়গা করে নিচ্ছে।এই সেই অভ’দ্র নোং’রা ঐশ্বর্য,যে কী না এখন একটি মেয়ে কে পাগলের মতো চাচ্ছে! উৎসা পাটোয়ারী, অদ্ভুত ভাবে তার আগমন ঘটলো। সব কিছুই কেমন অদ্ভুত ভাবে হচ্ছে।

ঐশ্বর্য বিড়বিড় করে আওড়াল।

“#রেড_রোজ অ্যাম কাম ইন।”বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে আছে উৎসা, সে যেনো ট্রোমা কা'টিয়ে উঠতে পারেনি এখনো। বে'ঘো'রে ঘুমাচ্ছে সে,ঢু'লতে ঢু'লতে ওর রুমের কাছে এসে দাঁড়ালো ঐশ্বর্য। দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো, ঐশ্বর্য পিটপিট চোখ করে বিছানার দিকে তাকালো।উৎসা শুয়ে আছে,ওর উপর একটা সাদা ব্যা'ঙ্কেট দেওয়া। আচমকা ঐশ্বর্যের ভীষণ জে'লাসি ফিল হয়, ব্যাঙ্কেট কী নির্ল'জ্জ ভাবে তার ওয়াইফ কেই জড়িয়ে আছে। যেখানে ঐশ্বর্য এখনো ছুঁয়ে দেখলো না।ঐশ্বর্য ঢু'লতে ঢু'লতে এগিয়ে গেলো, ব্যাঙ্কেট সরিয়ে ফ্লোরে ফেলে দেয়।চোখে ভাসমান হয় উৎসার তুলতুলে শরীর টা, ঐশ্বর্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে।

তার রেড রোজ আজ ব্ল্যাক রোজ হয়েছে,পরণে তার কালো রঙের ফ্রক। ওড়না অবহেলায় বিছানায় পড়ে আছে। ঐশ্বর্য টেবিলের উপর ফ্লাওয়ারবাস থেকে লাল টকটকে গোলাপ ফুল গুলো হাতে নিলো।

“রেড রোজ কে তো লালেই মানায় তাই না সুইটহার্ট!”

ঐশ্বর্য বিড়বিড় করে আওড়াল, অতঃপর উঠে একটা একটা ফুলের পাপড়ি ছিঁ'ড়ে বিছানায় উৎসার উপর ছড়িয়ে দিতে লাগলো। একেক টা ফুল ছিঁড়ে উৎসার উপর দিতে দিতে বলে।

"রেড রোজ ইউ আর মাইন,অনলি মাইন।"প্রায় আধ ঘন্টা পর ঘুম কিছুটা হালকা হয়ে আসে উৎসার, এদিকে ঐশ্বর্য উৎসার সামনে ফ্লোরে বসে আছে। বিছানার সঙ্গে কনুই ঠেকিয়ে গাল চেপে আছে।উৎসা নড়াচড়া করতেই ওর বাহু থেকে ফ্রকের কিছুটা অংশ নিচে নেমে গেল।যার দরুন ইনারের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে, ঐশ্বর্য এলোমেলো দৃষ্টি ফেলে উৎসার দিকে। ঠোঁট কামড়ে ধরে ঐশ্বর্য, ইশ্ সামথিং সামথিং।ঐশ্বর্য খুব সুন্দর ভাবে তা তুলে দিলো,কপালে ছড়িয়ে থাকা চুল গুলো কানের পিঠে গুঁজে দেয়।। ঐশ্বর্যের অদ্ভুত ভাবে উৎসা কে পর্যবেক্ষণ করে।সে এলোমেলো দৃষ্টি ফেলে উৎসার পানে। ঐশ্বর্য নিজের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় উৎসার তুলতুলে হাত স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ হাতের স্পর্শে পুরোপুরি ঘুম ছুটে যায় উৎসার। ঐশ্বর্য কে নিজের

মুখের সামনে ঝুঁ’কে থাকতে দেখে আঁ’তকে উঠে।“কী করছেন?”

উৎসা উঠে বসতেই ঐশ্বর্য দাঁড়িয়ে গেলো।উৎসা নিজের জামা কাপড় দেখছে, সব ঠিক আছে কী না? নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়,ফুলের মধ্যে যেনো বসে আছে।তার শরীর জুড়ে শুধুই গোলাপ ফুলের পাপড়ি। ঐশ্বর্যের দিকে তাকাতেই ভুবন ভোলানো হাসি হাসে ঐশ্বর্য।

উৎসা শুকনো ঢুক গিললো।

“কী করছিলেন আপনি?”

ঐশ্বর্য বাঁ’কা চোখে তাকায়।

“কই কিছু না তো!”উৎসার নাকের পাটা ফুলে উঠে, স্পষ্ট দেখেছে ঐশ্বর্য তার দিকে ঝুঁ’কে ছিলো।

“একদম মিথ্যে বলবেন না, আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম। এখন কী আপনি আমার সুযোগ নিচ্ছেন?”

ঐশ্বর্য পিটপিট চোখ করে বলে।

“গড প্রমিজ আমি কিছু করিনি, সত্যি বলছি। একটুও বাজে ভাবে ছুঁই নি। তোমার ইনা...

“চুপ করুন অস’ভ্যতামো করবেন না।”

উৎসার অদ্ভুত লাগলো, ঐশ্বর্যের চোখের চাহনি নিষ্পাপ।তার উপর তার কন্ঠ নালি স্পর্শ করে প্রমিজ করাটাও অদ্ভুত ঠেকলো।“তাহলে এখানে কী করছেন?যান নিজের রুমে।”

ঐশ্বর্য পিঙ্কি ফিঙ্গার মুখে ঢুকিয়ে কা’ম’ড়ে ধরে,উৎসা কে অদ্ভুত ভাবে দেখে বলে।

“সুইটহার্ট সত্যি চলে যাবো, কিন্তু....

উৎসার ঐশ্বর্যের ভাবসাব ভালো লাগলো না,সে কিছুটা নড়েচড়ে বসল।

“কিন্তু কী হ্যা?এত কিছু করেও শান্তি হয়না? এখন আবার কী চান?”

“আজকে তো ফার্স্ট নাইট তাই না!”

ঐশ্বর্যের এমনতর কথায় উৎসা একটু ভয় পায়, ফার্স্ট নাইট তো কী হয়েছে?

“ততো? আমার কী? আপনি যান তো!”ঐশ্বর্য দু হাত মেলে টানিয়ে নেয়, হাড়ভাঙা শব্দ হয়। ঐশ্বর্য দুষ্টুমির স্বরে বলে।

” তোমাকে দেখতে কিউট লাগছে। আস্ত একটা রেড রোজ।”

উৎসা নিজের গায়ের ওড়না চেপে।

“দেখুন এবার কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিলাম।”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো, চোখ দুটো খুলে রাখতেই পারছে না সে। প্রচন্ড মাথা ব্যথা আর চোখ ভর্তি ঘুম। ঐশ্বর্য তবুও পিটপিট চোখ করে তাকালো।

“সুইটহার্ট গড প্রমিজ করেছি তো! একটুও খারাপ ভাবে ছুঁবো না।”

উৎসা বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো। তর্জনী আঙ্গুল তুলে শা'সানোর সহিতে বলে উঠে।

“খারাপ হোক ভালো হোক কোনো ভাবেই ছুঁবেন না।”

ঐশ্বর্য ঠোঁট উল্টে বলে।“জাস্ট ওয়ান কিস? প্লিজ!”

উৎসা ছিটকে দূরে চলে গেল।

“অসম্ভব, বিয়েটা হয়েছে মানে আপনাকে স্বামী মানি এটা কখনো না। আমি নিকি আপু রুদ্র ভাইয়া ওদের সবাই কে বলে দেবো।”

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে বলে।

“আই ডোন্ট কেয়ার।আই প্রমিজ জাস্ট ওয়ান কিস।”

উৎসা ভয়ে রুম থেকে বের হতে গেলো, ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ উৎসার হাত টেনে নিজের বুকের উপর এনে ফেললো।

“প্লিজ সুইটহার্ট!একটা কিস-ই তো।”উৎসা ঐশ্বর্যের থেকে ছুটতে চায়, কিন্তু ঐশ্বর্য ছাড়লো না।উৎসা কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

“ওকে ফাইন করব না কিস,জাস্ট পাঁচ মিনিট জড়িয়ে থাকো।জাস্ট স্টিক অ্যারাউন্ড ফর ফাইভ মিনিট।”

উৎসার ছটফটানি থেমে গেলো,সে নিশ্চুপ ভাবে দাড়িয়ে আছে। ঐশ্বর্য খুব শক্ত ভাবে উৎসা কে জড়িয়ে আছে।

দুজনের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে,উৎসার নিঃশ্বাস ঐশ্বর্যের বুকে ভারী খাচ্ছে। ঐশ্বর্য মূহুর্তে শান্ত হয়ে গেলো, উৎসাও গলে জল। প্রথম বারের মতো ঐশ্বর্য তার কথা শুনছে। সত্যি সে আলতোভাবে জড়িয়ে রেখেছে।উৎসা ঐশ্বর্যের কাজে বেশ বিরক্ত,এই লোক এমন কেনো?“আমাকে ছাড়ুন।”

ঐশ্বর্য উৎসার ঘাড়ে মুখ গুঁজে অদ্ভুত স্বরে বলল।

“উঁহু এখনও তিন মিনিট বাকি।”

উৎসা শুকনো ঠোঁট দুটো বারংবার ভিজিয়ে নিচ্ছে। ঐশ্বর্য উৎসা তে ম'ত্ত।

উৎসার মস্তিষ্কে একটা কথাই বারংবার হা'না দিচ্ছে, ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী কী তাকে ভালোবাসে?উৎসা অকপটে শুধায়।

"আ,, আমাকে ভালোবাসেন?"ঐশ্বর্য থামলো, মুখ উঠিয়ে উৎসার মুখশ্রী পরখ করে নেয়। কপালে কপাল ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস টেনে বলে।

"ভালোবাসায় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।"

উৎসার ঠোঁট দুটো তীর তীর করে কাঁপছে। তাহলে কিসের জন্য বিয়ে করেছে তাকে?

"আমার বোন কোথায়?"

ঐশ্বর্য উৎসার কপালে গাঢ় চুম্বন এঁকে দেয়, মৃদু কেঁপে উঠলো উৎসা।

"গুড নাইট সুইটহার্ট।"ঐশ্বর্য ঢুলতে ঢুলতে বাইরে বের হয়,উৎসা উঁকি দিয়ে দেখে ঐশ্বর্য কোথায় যাচ্ছে? ড্রয়িং রুমে গিয়ে কাউচের উপর লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে পড়ল ঐশ্বর্য।উৎসা কিছুই বুঝলো না, ঐশ্বর্য কি সত্যি তাকে ভালোবাসে?যদি ভালোবেসে বিয়ে করতে

চাইতো তাহলে কী উৎসা কখনও মানা করতো? কিন্তু ঐশ্বর্য তো জোর করেছে।

উৎসা গুটি গুটি পায়ে ড্রয়িং রুমে এগিয়ে গেল,খিদে পেয়েছে তার।সেই সকালে খেয়েছিল, এরপর যা হলো তাতে খাওয়া তো দূরেই থাক।কিচেনে গিয়ে ফ্রিজ খুলে কাস্টার্ড বের করে উৎসা, অল্প অল্প করে খেতে লাগল। তৎক্ষণাৎ কোমড়ে কারো স্পর্শ পেতেই কেঁপে উঠলো।ঘাড় ঘুরিয়ে ঐশ্বর্য কে দেখে থতমত খেয়ে গেল উৎসা,এই তো দেখলো ঘুমিয়ে গেছে!

“আপনি!”

উৎসা সামনে ঘুরতেই ঐশ্বর্য কোমড় ধরে কেবিনেটের উপর বসিয়ে দিলো।

“কী করছেন?”

ঐশ্বর্য উৎসার দু পা ফাঁক করে কোমড় টেনে নিজের কাছাকাছি নিয়ে এলো। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে উৎসা, ঐশ্বর্য উৎসার নাকে নাক ঘষে লম্বা শ্বাস টেনে বলে।

“রেড রোজ ইউ আর লুকিং সো প্রীটি, তোমার বডি স্মেল টানে।”

উৎসা শুকনো ঢোক গিললো, ঐশ্বর্য কে বিশ্বাস নেই।

ঐশ্বর্য তর্জনী আঙ্গুল ছুঁয়ে দেয় উৎসার গালে, কিছুটা স্লাইড করতেই কেঁপে উঠে উৎসার নারী সত্তা।

“দেখুন অস’ভ্য রিক চৌধুরী আমি কিন্তু....উৎসা পুরো কথাটা শেষ করার পূর্বেই ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটের নিচে লেগে থাকা কাস্টার্ডে ঠোঁট ছোঁয়ায়। কিছুটা নড়েচড়ে বসল উৎসা, ঐশ্বর্যের ঠোঁটের সঙ্গে উৎসার ঠোঁট আরেকটু উপরে হলে মিলিত হবে।

ঐশ্বর্যের অবাধ্য হাত দুটো কোমড় জড়িয়ে আছে তার,উৎসা ছাড়াতে নিলে ঐশ্বর্য নাহুচ করলো।

“আমাদের ফার্স্ট নাইট অ্যাম আই রাইট সুইটহার্ট?”

উৎসা ওষ্ঠাদয় তীর তীর করে কাঁপছে, ঐশ্বর্যের বুকে আলতো করে ধাক্কা দিতেই ঐশ্বর্য উৎসা কে কোলে তুলে নেয়।এহেন কান্ডে উৎসা টাল সামলাতে না পেরে ঐশ্বর্যের গলা আঁ’ক’ড়ে ধরে।

“বেডের বদলে সোফা চলবে?”

উৎসা ফোঁস করে উঠলো, ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে হাসে। উৎসা নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে,উৎসা আরেক দফা চমকে উঠে।

“ছাড়ুন আমায়, এবার কিন্তু!”ঐশ্বর্য আচমকা উৎসার গালে কা’ম’ড়ে দিলো, মৃদু স্বরে কঁ’কি’য়ে উঠলো উৎসা।

“বুকে থাকো, ঘুমিয়ে থাকা সিংহ কে জাগানো উচিত নয় সুইটহার্ট।”

উৎসা ঘাবড়ে গেল, এখন কী সারা রাত ঐশ্বর্যের কোলে বসে থাকতে হবে?

উৎসা উঠতে গিয়েও পারলো না, ঐশ্বর্য শক্ত করে ধরে রাখে। উৎসার বেশ অস্বস্তি লাগছে এভাবে বসে থাকতে, ঐশ্বর্য এর মাঝে বুকে ঠাস করে একটা চুমু খেয়ে নেয়।

উৎসা চোখ বড় বড় তাকালো, ঐশ্বর্য হাসলো।

উৎসা ঠাস করে ঐশ্বর্যের বুকে কি’ল বসিয়ে দিল।

“ফাজিল কোথাকার!”

ঐশ্বর্য তর্জনী আঙ্গুল কা’ম’ড়ে ধরে হাসে।“চল রিক কে ডিস্টার্ব করি।”

কেয়ার কথায় ভ্রু কুঁচকে নেয় জিসান।

“ডিস্টার্ব করবি মানে?”

কেয়া বেশ বিরক্ত নিয়ে বললো।

“ওয় কাম অন ইয়ার কাল আমাদের রিকের বিয়ে হয়েছে!
রিক ম্যারিড ব্রো,আর অবশ্যই ফার্স্ট নাইট হয়েছে ইশ্,লেটস্ গো। সকাল সকাল গিয়ে ডিস্টার্ব করি।”
জিসান কিয়ৎক্ষণ ভাবলো। সত্যি ওদের যাওয়া উচিত গড জানে উৎসার কী অবস্থা?
“ওকে লেটস্ গো।”জিসান নিজের গাড়িতে উঠে বসে,কেয়াও উঠলো। জিসান ড্রাইভ করে চৌধুরী প্যালেসে আসলো।
কলিং বেল বাজাতেই মিস মুনা ডোর অপেন করলেন।
“গুড মর্নিং স্যার,গুড মর্নিং ম্যাম।”
“গুড মর্নিং মিস মুনা,রিক কোথায়?”
“আই থিংক স্যার ভেতরে আছেন, আমি জাস্ট এসেছি।”
“ওহ্,ওকে থ্যাংকস।”জিসান আর কেয়া ভেতরে প্রবেশ করে।মেইন ডোর পাড় হতেই ড্রয়িং রুম, সেখানে যাওয়ার মাত্র জিসানের চোখ গেলো কাউচের উপর। ঐশ্বর্য এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে। কেয়া নাক মুখ কুঁচকে নেয়।

” হোয়াট দ্যা হেল? রিক এখানে পাগলের মতো ঘুমাচ্ছে কেন?”

জিসান ঐশ্বর্যের বাহুতে টান দিতেই ঘুম ছুটে গেল তার, সকাল সকাল কেয়া আর জিসান কে দেখে লম্বা হামি দিয়ে বললো।“কী রে চলে এলি সকাল সকাল ডিস্টার্ব করতে!”

কেয়া গালে হাত দিয়ে মলিন মুখে বলে।

“ব্রো হোয়াট ইজ দিস?তুই তো প্ল্যানে পানি ফেলে দিলি। আমরা ভাবলাম তুই এখনও ঘুমাবি আমরা দুষ্টুমি....

“ঘুমমম,যা সর তোরা।”

জিসান আশেপাশে দেখছে,মিস বাংলাদেশী কে খুঁজছে। মেয়েটা বড্ডো মায়াবী।

“মিস বাংলাদেশী কোথায়?”

“এই যে আমি, আপনাদের জন্য কফিই।”

উৎসা কফির ট্রে হাতে এগিয়ে আসছে।উৎসা কে এত ফুরফুরে মেজাজে দেখে ঐশ্বর্য বেশ অবাক হয়। উৎসা কে ঠিকঠাক দেখে জিসান শান্তি পায়, মেয়েটা তাকে যখন ভাইয়া বলে ডাকে তখন এক অদ্ভুত শান্তি পায় জিসান।

“এসো মিস বাংলাদেশী তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।”উৎসা কফি এনে একে একে সবার হাতে দেয়।

“এটা আপনার কফি, উইথ আউট সুগার।”

ঐশ্বর্য হাত বাড়িয়ে কফি কাপ নিলো।কেয়া উৎসা কে পরখ করে বলে।

“ওয়াও কিউট গার্ল তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে।”

উৎসা মৃদু হাসলো, ঐশ্বর্য উৎসা কে দেখলো। বাংলাদেশের নারীদের মতো সালোয়ার কামিজ পড়েছে। সত্যি মেয়ে টা কে দারুন লাগে, ঐশ্বর্য কফির কাপে চুমুক দেয়। তৎক্ষণাৎ তার ফোন বেজে উঠলো, মিস্টার রাজেশ

চৌধুরীর কল।

ঐশ্বর্য রিসিভ করলো।“হ্যালো আঙ্কেল বলো।”

“ঐশ্বর্য ইউ নিড টু কাম টু দ্যা অফিস স্যুন।”

“ওকে, আই উইল কাম রাইট নাউ।”

ঐশ্বর্য ফোন রেখে জিসানের উদ্দেশ্যে বলে।

“জিসান অফিস যেতে হবে ইমিডিয়েটলি।”

জিসান উঠে দাঁড়ালো।

“ওকে লেটস্ গো।”

ঐশ্বর্য যাওয়ার পূর্বে কেয়া কে উদ্দেশ্য করে বলল।
“কেয়া তুই বরং রেড রোজের সঙ্গে থাক।”কেয়া মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো। উৎসা তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।রাগলো, এখন কী তাকে ঘরবন্দি করে রেখে যাবে নাকি?
উৎসা ফুস করে শ্বাস টেনে নেয় তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য উৎসার কাছাকাছি এসে আচমকা কপালে ওষ্ঠাদয় ছুঁয়ে দেয়। মৃদু কেঁপে উঠলো উৎসা,আবেশে চোখ বুজে নেয়।
কেয়া জিসান কে ফিসফিসিয়ে বললো।“হাউ সুইট!”
ঐশ্বর্য যেতে যেতে বলে।
“টেক কেয়ার সুইটহার্ট, মিস ইউ।”“তুমি কী রিক কে লাভ করো কিউট গার্ল?”
উৎসা কাউচের উপর কুশান গুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখছিল, তৎক্ষণাৎ কেয়া আচমকা এমনতর প্রশ্ন করে। উৎসা কী জবাব দিবে তার জানা নেই, ঐশ্বর্যের প্রতি মনের কোণে সুপ্ত অনুভুতির উদয় হলেও তা তার ব্যবহারে মাটি চা’পা পড়েছে।
“তোমাকে একটা কথা বলি কেয়া আপু?”
“ইয়া অফকোর্স।”

কেয়া কফি কাপ রেখে উৎসার সামনে এসে বসলো,উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।
“ঐশ্বর্য ওনার কী কোনো প্রবলেম আছে?”
কেয়া ঘাবড়ে গেল।“এক্সুয়েলি কিউট গার্ল রিক লাভে ট্রাস্ট করে না।বাট তোমাকে কেনো বিয়ে করলো আই ডোন্ট নো।”
উৎসা ফের শুধায়।
“আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এটা না আপু।”
কেয়া আমতা আমতা করে বলল।
“তুমি যা ভাবছো তা না বাট রিক সত্যি বলছি রিক কেমন তা আমি আর জিসানের থেকে কেউই বেটার বলতে পারবে না ”
উৎসা নির্বাক,সে কী বলবে সত্যি বুঝতে পারছে না। ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী কী তাহলে সত্যি তার প্রতি আ’স’ক্ত? এসবের মানে কি?
“ততুমি সত্যি বলছো আপু? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ বিয়ে!তার উপর আমি কিছু জিগ্গেস করলে ঠিক ভাবে বলছেও না।”“ইয়া অ্যাম ট্যালিং দ্যা ট্রুথ।”

উৎসার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

“আচ্ছা আপু ওনার কি কোনো মানসিক..

“কী বলছো এসব?কিউট গার্ল একটা কথা বলি শুনো। ঐশ্বর্য একটু ম্যাড,আগে মেয়েদের সাথে...তবে শুধু তোমার বেলাতেই সে চেঞ্জ হয়ে গেছে।”

উৎসা আর কিছু বলতে পারলো না, বলবেই বা কী? মস্তিষ্ক যেনো কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।কেয়া উৎসার অবস্থা দেখে বোঝানোর চেষ্টা করে বললো।“কিউট গার্ল ইউ ডোন্ট ওয়ারি রিক লাভস্ ইউ।দ্যাটস্ হোয়াই হি ম্যারিড ইউ।”

উৎসা তাচ্ছিল্য করে বলল।

“ওহ্।”

উৎসা অপেক্ষা করলো না ভেতরের রুমে চলে গেলো,কেয়া টেনশনে পড়ে গেলো।সে কী এসব বলে ভুল করে ফেলেছে?

উৎসার কষ্ট হচ্ছে,এই লোকটা ফিজিক্যাল নি'ড'স ছাড়া কিছুই বুঝে না। তাহলে ওকে কী করে ভালোবাসবে?সব মিথ্যে!“হ্যা আঙ্কেল বলো।”

মিস্টার রাজেশ চৌধুরী কেবিনে বসেই ছিলেন,তখন ঐশ্বর্য প্রবেশ করে ওর সঙ্গে জিসানও আছে।

মিস্টার রাজেশ চৌধুরী ল্যাপটপের শাটার অফ করে বললো।

“একটা গুড নিউজ আছে রিক।”

ঐশ্বর্য চেয়ার টেনে বসলো, জিসান বেশ উৎসাহ নিয়ে শুধোয়।

“কী গুড নিউজ আঙ্কেল?”

রাজেশ চৌধুরী চওড়া হাসলেন, টেবিলের উপর থেকে একটি ফাইল ঐশ্বর্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো।

“সি।”ঐশ্বর্য ফাইল হাতে নিয়ে চেক করতে লাগলো, অতঃপর অধর বিস্তৃর্ণ করে হাসলো।

“ওয়াও আঙ্কেল অবশেষে আমরা পেয়েই গেলাম।”

জিসান ঐশ্বর্যের হাত থেকে ফাইলটা দেখে নেয়। ঐশ্বর্য গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির নতুন ব্রাঞ্চ অফিস খুলছে বাংলাদেশে। ঐশ্বর্য চেয়েছিল বাংলাদেশে একটা ব্রাঞ্চ হোক ওদের,তার একটা মূলত কারণও আছে। অবশেষে আজ সে সফল।

মিস্টার রাজেশ বেশ উৎসাহ নিয়ে বললেন।

“ইয়েস মাই বয়,আমরা পেরেছি।”

ঐশ্বর্য সত্যি ভাবতে পারেনি এত সুন্দর একটা নিউজ পাবে।কলিং বেল বাজাতে লাগল ঐশ্বর্য, কিন্তু কেউ দরজা খুলেনি। কপালে ভাঁজ পড়লো তার, ভেতরে তো উৎসা আছে তাহলে দরজাটা খুলছে না কেন?
বেশ বিরক্ত নিয়ে ফুলের টব সরিয়ে নিচ থেকে আরো একটি চাবি বের করে দরজা খুলে ঐশ্বর্য। ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখ গেলো বা দিকে করিডোরের পাশে বসে আছে উৎসা। দৃষ্টি তার বিশাল সুইমিং পুলের দিকে।
করিডোরের দিক সামনাসামনি বিশাল জায়গা জুড়ে সুইমিং পুল। ঐশ্বর্য ডোর লক করে পরণের স্যুট খুলে কাউচের উপর ছুড়ে ফেলে করিডোরের দিকে এগিয়ে গেলো।
"রেড রোজ?চিরচেনা কন্ঠস্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো উৎসা, কিন্তু সেকেন্ডের ব্যবধানে আবারও সুইমিং পুলের স্বচ্ছ পানির দিকে দৃষ্টি ফেলে।
ঐশ্বর্য গিয়ে উৎসার পাশাপাশি বসলো।
"মুড অফ?"

ঐশ্বর্যের কথায় কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখালো না উৎসা,তাতে যেনো শান্ত থাকা সিংহ ক্ষে'পে উঠছে। নিজেকে ধাতস্থ করতে ফের বললো।

"এনিথিং রং রেড রোজ?"

কথাটা বলে উৎসার হাতের উপর হাত রাখল ঐশ্বর্য, উৎসা ফুস করে উঠে।

"একদম ছুঁবেন না আপনি, চ'রিত্রহী'ন লোক একটা!"

ঐশ্বর্য অধর বাঁ'কিয়ে হাসলো।

"চরি'ত্রহীন ইউ মিন টু সে ক্যারেক্টারলেস!"

উৎসা রাগে গজগজ করে বলে।"কেনো করলেন আমার সাথে এমন? আমি স্টুডেন্ট ছিলাম চাকরি চেয়েছি তো দিলেন কেয়ারটেকার বানিয়ে। এরপর আমাকে হোস্টেল থেকে বের করে দিলো আপনি কী করলেন?থাকতে দিলেন লিভ ইন রিলেশনশিপে বাধ্য করলেন। এরপর এখানেই থেমে নেই আপনি। আমাকে জোর করে বিয়ে করলেন। কেনো করছেন এসব?হোয়াই."

ঐশ্বর্য শুনলো, কিন্তু কিছু বললো না।উৎসা ঐশ্বর্যের কলার চেপে ধরলো।"আমি এতক্ষন ধরে ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আমাকে পছন্দ করেন তাই এত কিছু

করে বিয়ে করেছেন। কিন্তু না আপনি তো হলেন ক্যারেক্টারলেস,মেয়ে বা’জ ছেলে।যে কী না মেয়েদের টিস্যুর মত ইউজ করে।”

ঐশ্বর্য এবারেও অধর বাঁকিয়ে হাসলো, আচমকা উৎসা কে ধাক্কা দিয়ে সুইমিং পুলে ফেলে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলো উৎসা। এমনিতেও সে সাঁতার জানে না,যার দরুন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ লাফ দেয় সুইমিং পুলে ,উৎসা কে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসে।উৎসা খামচে ধরে ঐশ্বর্যের শার্ট,ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে দুজনেই।

উৎসা ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে যা উপচে পড়ছে ঐশ্বর্যের মুখে। ঐশ্বর্য মুগ্ধ চোখে দেখছে সদ্য ভেজা লাল টকটকে গোলাপের দিকে।উৎসা কে বেশিরভাগ সময়ই ঐশ্বর্য লাল রঙে দেখেছে,আজকেও তাই।লাল রঙের কামিজ পড়েছে সে,ভিজে লেপ্টে গেছে তার ধনুকের ন্যায় শরীরের সাথে।

“রেড রোজ ইউ আর লুকিং সো প্রীটি, ট্রাস্ট মি।”

উৎসা এতক্ষণে হু’শে ফিরল, ঐশ্বর্যের কথায় পিলে চমকে উঠে তার। ঐশ্বর্য ভেজা হাতে উৎসার মুখের

উপর থেকে ভেজা চুল গুলো সরিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো।

উৎসা মিহিয়ে যাচ্ছে, ঐশ্বর্যের উপর প্রচন্ড রকম রাগ হচ্ছে তার । কিন্তু সে ছাড়তেও পারছে না,কারণ সাঁতার জানা নেই তার।

ঐশ্বর্য এতক্ষণে ধরে উৎসা কে দেখছে। মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু তার কেন জানি পারমিশ ছাড়া উৎসা কে ছুঁতে ভালো লাগে না। মেয়েটার চোখে মুখে শুধু মায়া।"এই জন্যই মুড অফ?"

ঐশ্বর্যের কথায় নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে উৎসার।! উৎসা ঐশ্বর্য কে সরিয়ে যেতে নেয়। কিন্তু একটু এগুতেই মনে হয় ডু'বে যাবে সে, ঐশ্বর্য উৎসার জড়িয়ে ধরে।

"প্লিজ রেড রোজ আমি আছি তো,কেন যেতে চাইছো?ডুবে যাবে!"

উৎসা সরতে পারছে না, ঐশ্বর্য উৎসার হাত ধরে আছে।উৎসা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে,এই বুঝি ডুবে যাবে।

"না, প্লিজ আমাকে তুলুন।ভয় লাগছে,ডুবে যাবো সত্যি!"

ঐশ্বর্য উৎসার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো, উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়।

“ক,,কী দেখছেন?তুলুন আমাকে।”ঐশ্বর্য উৎসার কপালে লেপ্টে থাকা চুল গুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলে।

“রেড রোজ ক্যান আই কিস ইউ প্লিজ!”

উৎসা চমকে উঠে,কী অদ্ভুত মানুষ? উৎসা মুচড়ে গেল।

“দেখুন ভালোয় ভালোয় বলছি আমাকে উপরে তুলুন।”

ঐশ্বর্য উৎসা কে আরেকটু কাছে টেনে নেয়।

“প্লিজ সুইটহার্ট জাস্ট ওয়ান কিস।”

“নো ওয়ে।”

উৎসা ঐশ্বর্যের থেকে ছাড়া পেতে চাইলো, কিন্তু ঐশ্বর্য ছাড়লো না। ঐশ্বর্য ধীর গতিতে উৎসা কে কাছে টানলো, অল্প দূরত্ব মূহুর্তে ঘুচিয়ে দিল। আলতো ভাবে উৎসার ঠোঁট স্পর্শ করে। দুজনের অধর মিলিত হয়, ঐশ্বর্য আশ্লেষে চুষে নিচ্ছে মধু সুধা।ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে উৎসা, ঐশ্বর্য কোমড় জড়িয়ে ধরে উৎসার। আরেকটু কাছে টেনে নেয়,ধীর গতিতে তার

ঠোঁটে প্রবেশ করাচ্ছে উৎসার অধর দুখানি। মাঝে মাঝে ছোট্ট কামড় বসিয়ে দেয়, উৎসা ঐশ্বর্যের গভীর স্পর্শ পেয়ে চমকালো ভ'ড়কালোও বটে। মিনিট দশেকের মতো ঐশ্বর্য লিপ কিস করলো।উৎসা কে ছাড়া মাত্র প্রাণ ফিরে পায় উৎসা, কাশি উঠে গেল তার।"অস'ভ্য রিক চৌধুরী, ছাড়ুন আমায়।"

ঐশ্বর্য ফের উৎসার ঠোঁটে শব্দ করে ভেজা চুমু খেলো।

"বেইবি ইউ আর টেস্টি।"

উৎসা ফোঁস করে উঠে।

"ছাড়ুন!"

ঐশ্বর্য হয়তো শুনলো না,উৎসার কে ধীরে ধীরে সুইমিং পুলের উপরে নিয়ে আসে। উৎসা যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচল, মনে হচ্ছিল এই বুঝি প্রাণ পাখি বেরিয়ে যেতো।কী ভ'য়ংকর লোক, এখুনি তাকে মে'রে ফেলতো।

উৎসা রাগে দুঃখে গজগজ করতে করতে নিজের রুমের দিকে গেল। ঐশ্বর্য সেখানেই বসে রইল। বসে আছে বললে ভুল হবে, ঐশ্বর্য কিছুটা দূরেই গিয়ে শুয়ে পড়লো।

সকাল সকাল ঐশ্বর্য কে কোথাও না পেয়ে করিডোরের দিকে আসলো উৎসা।

ভেতর থেকে এক রাশ দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এলো উৎসার। ঐশ্বর্য ওখানেই শুয়ে আছে।

ঐশ্বর্য নড়েচড়ে উঠলো,ঘুম ঘুম চোখে তাকায় উৎসার দিকে। কোনো রকমে উঠে বসলো ঐশ্বর্য,উৎসা এখনও তাকিয়ে আছে।“গুড মর্নিং সুইটহার্ট।”

উৎসা কোনো রিপ্লাই করলো না,উঠে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে ভেতরের রুমে চলে গেলো ।

ঐশ্বর্য কিছুটা চেঁচিয়ে বলল।

“সুইটহার্ট অ্যাম স্যরি।”

উৎসা আশ্চর্য হয়ে গেলো ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল তার। নিজের মুখ চেপে ধরে সে, ঐশ্বর্য বাঁকা হা’সলো। উৎসা অবাক হলো, ঐশ্বর্য কিসের জন্য স্যরি বললো? যত্তসব ঢং, আসলেই পাগল। না হলে এত কিছু করে এখন স্যরি বলছে, ফা’ল’তু মানুষ। ফা’ল’তু কাজকর্ম , তাকে কী না টেস্টি...

বাকিটা ভাবতেই থতমত খেয়ে যাচ্ছে উৎসা।বাইরে তুষারপাত হচ্ছে,রুমে ফায়ারপ্লেসে আ’গু’ন জ্ব’ল’ছে। শীতের প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে,গায়ে পিংক

কালারের সোয়েটার জড়িয়ে বাইরে বের হয়েছে উৎসা।হাতে আছে সাইড ব্যাগ,একা কী হেঁটে চলেছে সে।

ঐশ্বর্যের বাড়িটা শহর থেকে খানিকটা দূরে হওয়ার দরুন এই জায়গায় তেমন মানুষজনের আনাগো'না খুব কম।কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারিপাশ, রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে গাছগুলো কে দেখে উৎসা ফোন বের করে ছবি তুলতে লাগলো। বার্লিন শহর কিন্তু সত্যি সুন্দর, কিন্তু উৎসার তেমন ভাবে ঘো'রা হয়নি।

উৎসা গাছের পাশে বেঞ্চে গিয়ে বসলো, নিজের ফোন নিচে সেট করে টাইমা'র লাগিয়ে দিলো।দু তিনটে ছবি তুললো সে, কিন্তু ভালো হচ্ছে না একটাও। বিরক্তিকর ব্যাপার,ছ উচ্চারণ করলো বিরক্ত নিয়ে।

তৎক্ষণাৎ কর্ণে পুরুষালী কন্ঠস্বর ভেসে আসলো।

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমি কী ছবি তুলে দেবো?"

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো উৎসা, ব্ল্যাক হোডি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য।উৎসা ইতস্তত বোধ করছে, আচমকা যে ঐশ্বর্য চলে আসবে তা ভাবতে পারেনি। আসার সময় ঐশ্বর্য অফিসে চলে গিয়েছিল , তাই তো

উৎসা বের হয়েছে।“আআপনি এখানে কেন? অফিসে যান নি?”

উৎসা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, ঐশ্বর্য ঠোঁট টিপে হাসলো।দু পা এগিয়ে গিয়ে বললো।

“গাড়িতে যেতে যেতে আই প্যাডে আপনার চঞ্চলতা দেখছিলাম।তার উপর আবার ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসলেন? যদি কিছু হয়?”

উৎসা আরেক দফা চমকে উঠে,তার মানে ঐশ্বর্য তাকে দেখে?নজর ব'ন্দি করেছে! মূহুর্তে নাকের পাটা ফুলে উঠে উৎসার।

“কেন এসেছেন? আমি বলছি আসতে? সবসময় আমার প্রাইভেসিতে নাক গলাতে হবে কেন?”

ঐশ্বর্য উৎসার থেকে দূরে গেল, পাশের উৎসার ফোন টা হাতে তুলে নেয়।

“সিট ডাউন! আমি ছবি তুলি।”উৎসা বসলো না,রাগী মুখ করে তাকিয়ে আছে। ঐশ্বর্য আবার কাছে এসে উৎসার কব্জি ধরে টেনে বসালো।

“স্মাইল!”

উৎসা হাসলো না,অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। এই সুযোগে ঐশ্বর্য উৎসার ফোন রেখে নিজের ফোন বের করলো।

“রেড রোজ লুক অ্যাট মি সুইটহার্ট।”

উৎসা বেশ বিরক্ত, ঐশ্বর্য যদি তাকে ভালোবেসে এসব করত তাহলে কতই না খুশি হতো! কিন্তু কেউই তাকে ভালোবাসে না।বাবা চলে গেলো,মাও অসুস্থ,বোন ছেড়ে গেছে।মামী দেখতে পারে না, সবাই কত অবহেলা করে।তার মাঝে ঐশ্বর্য এসব করলো।“তুলব না আমি ছবি,ফোন দিন আমার। ক্যারেক্টারলেস লোক একটা।”

উৎসা হাত বাড়িয়ে ফোন নিতে নিলো, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য উঁচু করে ফোন ধরে। অন্য হাতে উৎসা কে টান দিয়ে নিজের কাছাকাছি এনে চেপে ধরে। উৎসা হকচকিয়ে গেল, ঐশ্বর্য উৎসার গালে অধর ছুঁয়ে দেয়।সেই রকমেই দু তিনটে ফটো ক্লি’ক করে নিলো।

“ইয়েস এই দেখো কী সুন্দর এসেছে ছবি গুলো তাই না!”

উৎসা উঁকি দিয়ে দেখলো, সুন্দর তো লাগছে। তবে তা মোটেও বলবে না উৎসা। ফা'জিল লোক একটা

“ছাড়ুন তো, সবসময় বাড়াবাড়ি করেন কেন?”

“রিজেন হচ্ছে তুমি। তুমি বাড়াবাড়ি করো না বলেই আমি বাড়াবাড়ি করি। সবসময় পালাই পালাই করো কেন?”উৎসা রিতিমত তম্বা খেয়ে গেল, ঐশ্বর্য কে ধমকের স্বরে বলল।

“চুপ করুন বেশ'রম, নির্ল'জ্জ, বেহা'য়া লোক একটা!”

“হোয়াট?”

“নাথিং।”

উৎসা ছু মে'রে নিজের ফোন দিয়ে হাঁটতে লাগলো। ঐশ্বর্য ওর পিছু যেতে যেতে বলে।

“সুইটহার্ট গাড়ি তো এখানে,কাম।”

উৎসা ঘাড় ঘুরিয়ে বললো।

“যাবো না আপনার সঙ্গে, আপনার চরিত্র ফুলের মত পবিত্র।”

ঐশ্বর্য সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলে গাড়ি লক করে উৎসার পিছু পিছু দৌড়ে গেলো।

“একদম পিছু পিছু আসবেন না।”

ঐশ্বর্য পিছন থেকে সোজা সামনে চলে এলো, উল্টো হাঁটছে সে। হাত দুটো তার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকানো।“বেইবি তুমি কিন্তু নি'র্ভয়ে আমার কাছে আসতে পারো।”

উৎসা ধীর গতিতে এগোচ্ছে।

“হ্যা কেনো নয়? আমি আপনার কাছে আসি,আর আপনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন,তাই না! অস'ভ্য মানুষ একটা, একদম আমার কাছে আসবেন না।

ঐশ্বর্য ঠোঁট কা'ম:ড়ে ধরে

“ওকে,বাট যেদিন ধরবো চি'বিয়ে খাবো,গড প্রমিজ।”

উৎসা ভীত হয়ে গেল,কী শয়'তা'ন লোক রে বাবা।

“বেশরম?”

ঐশ্বর্য ঠোঁটে আঙুল ছুঁয়ে বলে।

“হোয়াট?”

“ছাড়ুন তো! হাজার টা বাংলা ইংরেজি করতে পারব না আমি।”

ঐশ্বর্য উৎসার হাত টেনে ধরে।

“লেটস্ গো।”“যাবো না, একদম। আপনি আমার কাছেও আসবেন না।”

ঐশ্বর্য উৎসা কে টান দিয়ে নিজের বুকে নিয়ে এলো।

“বেবস তুমি কাছে আসো না বলেই আমাকে আসতে হয়। একবার কাছে এসে দেখতেই পারো, ট্রাস্ট মি কাঁদিয়ে ছাড়ব।”

উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়। ঐশ্বর্য উৎসা কে টেনে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দক্ষ হাতে ড্রাইভিং করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।” ইয়েস অ্যাম ইন লাভ।”

জিসানের কথায় ভ্রুক্ষেপ নেই কেয়ার, সে চিপস খেয়েই যাচ্ছে। বেচারা জিসান হতাশ হয়,এত সুন্দর এবং আশ্চর্যজনক কথা বললো অথচ এই মেয়ের কোনো ইন্টারেস্ট নেই!

“কী রে আমি তোকে বলছি কিছু!”

কেয়া আনমনে বললো।

“হুঁ বল।”

“আরে কেয়া অ্যাম ইন লাভ!”

“সো হোয়াট? আমি নাচব?লা লা লা।”

জিসান কপাল কুঁচকে নেয়।

“হোয়াটস গোয়িং অন ইয়ার, আমাকে অল দ্যা বেস্ট জানা।”

কেয়া দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।“লিসেন জিসান তুই নিকি কে পছন্দ করেছিস? আর ইউ ক্র্যাজি?নিকি!রিকের সিস্টার।আর ওর মম কে দেখেছিস?সো চিপ।”

“সো হোয়াট? আমি কী ওনাকে বিয়ে করব?আই লাভ নিকি,আর নিকি সত্যি খুব ভালো মেয়ে।”

কেয়া জিসানের ঘাড়ে হাত রেখে বলল।

“ইয়া আই অ্যানডেস্টেন্ট।বাট....

“স্টপ,আই থিংক আমার রিকের সঙ্গে এই টপিকে কথা বলা উচিত।”

“ইয়া ইউ আর রাইট।”

“ওকে লেটস্ গো।”

“নো ইয়ার তুই যা আই হ্যাভ টু গো।”

জিসান গাড়িতে বসতে বসতে শুধোয়।

“কোথায় যাবি?”

“হোমে যাবো।”

“ওকে,টেক কেয়ার।”বার থেকে বের হতেই একটা লোক মেয়েটির পিছু পিছু আসতে লাগলো।

“প্লিজ বেইবি কাম অন।”

ছেলেটি কখন থেকে তার সঙ্গে অস’ভ্যম করেই চলেছে।

যেখানে মেয়েটি বার বার বলছে সে এসবে থাকতে চায় না, সবসময় ভালো লাগে না।

"প্লিজ লিভ।"

ছেলেটি কে এক প্রকার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বেরিয়ে গেলো মেয়েটি।

রাস্তায় যেতে যেতে তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নোনা জল। ভাগ্যের পরিহা'স তাই তো আজ তাকে এরকম একটা জায়গায় নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে।

কিছু দূর যেতেই ছোট্ট একটি বাড়ি দেখা যায়, আশেপাশে আরো দু তিনটে বাড়ি আছে।তবে মেয়েটির বাড়ি খুব ছোট, দরজায় কড়া নাড়তেই একজন বয়স্ক মহিলা এসে দরজা খুলে দেয়।"নিনা কাম।"

নিনা ভেতরে প্রবেশ করে, আশেপাশে উঁকি দিয়ে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দেয়।

"হ্যালো গ্রে মা আর ইউ ওকে?"

বয়স্ক মহিলাটি চমৎকার হাসলেন।

"ইয়েস মাই ডিয়ার অ্যাম অল রাইট।কাম সিট।"

"না গ্রে মা, ফ্রেশ হতে হবে।"

"ওকে মাই ডিয়ার, তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো।"

ভদ্র মহিলাটি গুটি গুটি পায়ে কিচেনের দিকে এগিয়ে গেলেন।নিনাও ওয়াশ রুমে চলে গেল।“বাবা ঐশ্বর্য ভাইয়া আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে না? ভাইয়া কে মিস করছি খুব।”

মেয়ে ছেলের নিজের বড় ভাইয়ের প্রতি এত টান বেশ শান্তি জোগায় শহীদদের মনে।

“কী জানি রে মা, ঐশ্বর্য খুব জে’দী! গিয়েছে যখন আর কবে ফিরবে কেউ জানে না।”

নিকি এসে সোফায় বাবার পাশে বসলো।

“বাবা তুমি জানো উৎসা, কিন্তু ভাইয়ার সাথেই আছে।যাক অ্যাটলিস্ট সেইভ তো আছে!”

শহীদ মিহি হাসলেন।“লাইফ ইজ বিউটিফুল, এ’ন’জয়,লা লা ইয়া ইয়া ইয়া।”

কলেজ থেকে বাড়িতে পা রাখতেই এমনতর গান শুনে নাক মুখ কুঁচকে নেয় উৎসা।

“থামুন তো! যত্তসব ফা’ল’তু গান।”

ঐশ্বর্য গিটার নিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে গুনগুন করছিল। উৎসার কথা শুনে গিটার রেখে কাউচের উপর এসে বসলো।

“এটা সং।”

“হ্যা আমি তো শুনতেই পাচ্ছি,লা লা লা বলছেন তো , এটা কোনো গান?”

“সিরিয়াসলি!”

ঐশ্বর্য কে পাশ কা’টিয়ে যেতে গেলো উৎসা, ঐশ্বর্য দুষ্টুমি করে ল্যাং মা’রে।উৎসা ঐশ্বর্যের কোলে এসে পড়ল উৎসা।

ঐশ্বর্যের হাসি দেখে নাক মুখ কুঁচকে নেয় উৎসা।

ঐশ্বর্য ফিসফিসিয়ে বললো।

“পারফেক্ট।”উৎসার কান গরম হয়ে গেল,কী লাগামহীন কথাবার্তা!

“কী করছেন? ছাড়ুন। অস’ভ্য লোক, আপনি আমাকে ফেললেন কেন?”

ঐশ্বর্য উৎসা কে টেনে তুললো, লম্বা নিঃশ্বাস টেনে নেয়।

“স্যরি সুইটহার্ট,অ্যাম রিয়েলি স্যরি।হা হা।”

“শ’য়তা’ন মানুষ, আমাকে ফেললেন কেন? আবার হাসছেন? আপনাকে তো...

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো,উৎসা নিজের জামা থেকে ধুলা ঝেড়ে নেয় । ঐশ্বর্য টি’পু’নি কেটে বললো।

“আমি যেখানে শান্তি ফিল করব সেখানেই যাবো। আমাকে বাধা দিলো জোর করব,বিকজ রিক চৌধুরী যা চায় তাই নিজের করে নেয়,বাইক হোক অর বাই ক্রুক।”ঐশ্বর্য গুনগুন করতে করতে ভেতরে চলে গেল উৎসা ফুস করে শ্বাস টেনে নেয়, তার কোনো বিশ্বাস নেই ঐশ্বর্যের উপর। তাড়াতাড়ি নিজের বোন কে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাবে সে। দরকার পড়লে আরো এক বছর গ্যাপ দিবে, তবুও এখানে থাকবে না। নতুন করে বাংলাদেশের যে কোনো কলেজে ভর্তি হয়ে যাবে।

“আপনার বাজে কথা ছাড়ুন,আর সোজাসুজি বলুন আমার বোন কোথায়? আপনি কিন্তু বলেছেন বিয়ে করলে আমার বোন কে এনে দিবেন।”

ঐশ্বর্য কিয়ৎক্ষণ ভেবে বললো।

“গিভ টু ডে, তুমি তোমার বোন কে পেয়ে যাবে।”উৎসা আর কিছু বললো আর দু দিন অপেক্ষা করতে হবে নিজের বোনের জন্য।আরো দুদিন এই লোক টাকে স’হ্য করতে হবে, একবার মিহি আপু কে পেয়ে গেলে সে সব কিছু ছেড়ে চলে যাবে।ইভেন এই বাজে লোকটাকে ছেড়েও।

উৎসা রুমের দিকে পা বাড়ায় তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য বলে উঠে।

“সুইটহার্ট এক কাপ কফি প্লিজ! তাড়াতাড়ি হ্যা, প্রচন্ড মাথা ধরেছে।”

উৎসা রি রি করে উঠে।

“আমি কী আপনার বউ নাকি এতত অর্ডার করছেন?”

ঐশ্বর্য চোখ টিপে বলে।“অভিয়্যাসলি ইউ আর মাই ওয়াইফ।”

ঐশ্বর্য উৎসার দিকে ঝুঁ’কতেই উৎসা সরে গেল।

“ডোন্ট টাচ।”

ঐশ্বর্য দুষ্টু করে উৎসার হাত ছুঁয়ে বলে।

“ইয়েস।”

“স্টপ ইট।”

ঐশ্বর্য থামলো না, বরং উল্টো উৎসার হাতে চুলে, গালে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলে।

“আই উইল টাচ।”

উৎসা অতিষ্ঠ হয়ে ছুটে কিচেনে চলে গেলো।

ঐশ্বর্যের বেশ ভালোই লাগে উৎসা কে বিরক্ত করতে।

“সুইটহার্ট সামথিং নিডস্,পি’চ পি’চ।”“আমাদের এত্ত বড় পার্টির আয়োজন করতে হবে তুই কী ভুলে গিয়েছিস রিক?”

বরাবরই ঐশ্বর্য জিসান,কেয়া আর ওদের ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে প্রতি বছর ডিসেম্বরের দিকে একটা বড়সড় পার্টির অ্যারেঞ্জ করে।এবারেও তাই,তবে ঐশ্বর্য সত্যি এবার ভুলে গিয়েছিল।

ঐশ্বর্য কপাল চুলকে বলে।

“স্যরি ইয়ার, আমার সত্যি মনে ছিল না।”

জিসান বিরক্তের রেশ টেনে বলে।

“এখন কী হবে বলতো?এত সব কিছু এত দ্রুত কী করে অ্যারেঞ্জ করব?”“ডোন্ট ওয়ারি আই উইল ম্যানেজ এভরিথিং।”

জিসান আমতা আমতা করে শুধোয়।

“বলছিলাম কী রিক মিস বাংলাদেশী যাবে আমাদের সঙ্গে?”

“অভিয়্যাসলি,এটা আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে?”

জিসান থতমত খেয়ে গেল, এরকম পার্টিতে কী উৎসা কখনও গিয়েছে?

“না মানে ও তো কখনও আমাদের এমন পার্টিতে যায়নি, তাই জিজ্ঞেস করলাম।তুই ওকে বলেছিস?”

“ডোন্ট ওয়ারি, আমি ওকে সময় মতো বলে দেব।”

জিসান খানিকটা আশ্চর্যই হলো। আদেও কি মিস বাংলাদেশী কথা শুনবে?”ছোট ছোট ডিম লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে কটেজ।

কটেজ টি ঐশ্বর্যের বাড়ির পাশেই,এটা মূলত ওদের ফ্রেন্ড সার্কেলের জন্য। এখানে সবাই মিলে পার্টি করে গেট টুগেদার হয়।

ডিম লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে চারিদিকে। ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট টেবিল রাখা,তার পাশেই ফ্লাওয়ার বাস রাখা আছে।

একটা টেবিলে অ্যালবার্ট, হ্যাভেন, হ্যারি, জিসান,কেয়া, ন্যান্সি সবাই বসে আছে।

অনেক গুলো মাস পরে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ডিসেম্বরের এই দিন গুলোতে যে যতই বিজি হোক না কেন,ঠিক সময়ে কটেজে এসে উপস্থিত হতেই হবে।এটা মূলত ওদের ফ্রেন্ডশিপের রু’ল’স।

হ্যারি সফট ড্রিংকস নিলো।

“জিসান,ওয়ার ইজ রিক?”

জিসান আশেপাশে চোখ বুলিয়ে বলে।

“আই ডোন্ট নো।মেবি ইটস্ স্টিল ইনসাইড,ইট উইল কাম।”বড় বাড়ির ভেতরে ঐশ্বর্য কখন থেকে উৎসার পিছু পিছু ঘুরছে। উৎসা যেখানে যাচ্ছে ঐশ্বর্য সেখানেই যাচ্ছে। উৎসা বিরক্ত নিয়ে বললো।

“উফ্ কী সমস্যা আপনার?এত ঘুরঘুর করছেন কেন?”

“সুইটহার্ট তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেও না!উই আর টু লেইট।”

উৎসা বুকে হাত গুজে কপাল কুঁচকে বলে।

“আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেল, আপনাদের পার্টি, আমি গিয়ে কী করব?যান তো!”

“নো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।”

“নো নেভার।”উৎসা নিজের রুমের দিকে পা বাড়ায়, ঐশ্বর্য রাগে হাত টান দিতেই কাউচের উপর পড়ে গেলো উৎসা। ঐশ্বর্য বুকে হাত গুজে দাঁড়ায়,উৎসা হকচকিয়ে গেল।

“এটা কী হচ্ছে?”

" রেড রোজ, তুমি যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে না আসো তাহলে আমিই তোমাকে রেডি করে দেবো।"

উৎসা থতমত খেয়ে গেল, এটা কেমন কথা?

"আপনি কী ম্যাড?মনে তো হচ্ছে তাই-ই । আমি খুব রেগে যাচ্ছি।"

ঐশ্বর্য ফিসফিসিয়ে বললো।

"তুমি যাবে কী না?"উৎসা তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

"চুপ করুন, অস'ভ্যতামো করার একটা লিমিট আছে।কী সমস্যা আপনার? ছেড়ে দিন আমাকে নিজের মতো করে।"

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে বসলো।

"ওকে ফাইন, ছেড়ে দেব।বাট তোমার সিস্টারকে পাবে না।"

উৎসা ঐশ্বর্যের কলার চেপে ধরল।

"আপনি এমন করতে পারেন না।"

ঐশ্বর্য উৎসার হাত চেপে ধরে হিসহিসিয়ে বলল।

"আই ক্যান ডু এভরিথিং।"

উৎসা হাত ছাড়িয়ে নেয়, ঐশ্বর্য ফের ভাবলেশহীন ভাবে বলে।
“গো গো, সুইটহার্ট লেইট হচ্ছে।”উৎসা না পারতে হনহনিয়ে উপরের রুমে চলে গেলো। ঘন্টা খানেক পরেই সবাই কটেজে ফিরে আসে, জমজমাট সন্ধ্যা। হ্যাভেন গিটার নিয়ে বসেছে। ন্যান্সি আর কেয়া গুনগুন করছে। হ্যারি রিক কে দেখে এগিয়ে গেলো।
“ব্রো,,কাম কাম আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ সীন্স ওয়েন।”
“ইয়া লেটস্ গো।”
ঐশ্বর্য ভেতরে প্রবেশ করে,ওর পিছু পিছু উৎসা কে ভেতরে ডেকে নেয়। অ্যালবার্ট এগিয়ে এলো,উৎসা কে ইশারা করে শুধায়।
“হো ইজ সি রিক?”
রিক আড় চোখে তাকায় উৎসার দিকে, মৃদু হাসলো।
“মাই ওয়াইফ!”পিলে চমকে উঠে উৎসার,সবার সামনে বলে দিলো ওয়াইফ? আচ্ছা সে যদি শুধু ফিজিক্যাল রিলেশন করতে চায় তাহলে কেন বলবে সবাই কে এই ফে’ইক বিয়ের কথা? মস্তিষ্ক বেশি চাপ নিতে পারছে না উৎসার। এমনিতেই বিরক্ত লাগছে

তার,খুব পেটে ব্যাথা করছে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও অনেক কষ্ট হচ্ছে।

রাতের প্রখরতা যেমন বাড়ছে ঠিক তেমনি গান বাজনায় জ'মে উঠেছে।এর মাঝে ন্যান্সি, কেয়া আর উৎসার বেশ ভালোই জমে উঠেছে।আড্ডা দিচ্ছে তিনজনে, অ্যালবার্ট গিটার দিলো হ্যারি কে। অতঃপর জিসান,হ্যাভেন ঐশ্বর্য আর অ্যালবার্ট গিয়ে বসলো।

"হেই রিক কী হাল ঠাল?"

অ্যালবার্টের কথায় শব্দ করে হেসে উঠলো জিসান হ্যাভেন আর ঐশ্বর্য।

জিসান বললো।

"ব্রো ওইটা হাল ঠাল না,হাল চাল!"

"স্যরি,মাই মিস্টেক।"

ঐশ্বর্য মৃদু হাসলো।

"নো প্রবলেম।""তা টুই বিয়ে করলি বাট উই ডিড নট সে এনি থিং?"

ঐশ্বর্য হাত বাড়িয়ে ড্রিঙ্ক চাইলো, জিসান সফট ড্রিংকস দিলো। ঐশ্বর্য নিলো না।

"উঁহু এটাতে হবে না।"

জিসান ভ্রু যোগল কুঁচকে নেয়।

“কেনো রে?”

ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকিয়ে হাস্কি টোনে বলল।

“আই ওয়ান্ট অ্যা হার্ড ড্রিংক।”

“এখন? তুই না বললি সব পজেটিভ থাকবে?”

“হুঁ হুঁ।”

ঐশ্বর্য হার্ড ড্রিংক নিলো।

সময়টা তখন আড়াইটার কাছাকাছি,পেট চেপে ধরে বসে আছে আছে উৎসা। সূক্ষ্ম শ্বাস ফেললো সে,কেউ এটা খাচ্ছে তো কেউ ওইটা। ন্যান্সি উৎসা কে গ্রিল চিকেন এনে দিলো।

“উৎসা টেক ইট।”

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।

“নো থ্যাংকস ন্যান্সি আপু।”

কেয়া এগিয়ে এলো।

” উৎসা খেয়ে নাও,কখন এসেছো এখনো কিছু খাওনি?”

উৎসা জোরপূর্বক হাসার চেষ্টা করে বলে।

“না আপু আমার খিদে নেই, আমি একটু আসছি।”উৎসা উঠে বাইরে দিকে গেল, শহরটা সত্যি

খুব সুন্দর। আফসোস শহরের মানুষ গুলো এতটাও সুন্দর মনের না।

আজ সব বন্ধু মিলে ঐশ্বর্যরা কত আনন্দ করছে! একটা সময় ছিল, যেদিন উৎসাও ওর বোনদের সঙ্গে চাঁদ রাতে ছাদে বসে আড্ডা দিতো।

সবাই মিলে কী সুন্দর হাসি মজা করতো! কিন্তু আজ? আজকে কেউ নেই,মিহি আপু ওর কাছে নেই। মা অসুস্থ,আর বাকিরা তো কত দূরে আছে এখন!

উৎসা দীর্ঘ শ্বাস ফেললো। ঐশ্বর্য এগিয়ে এলো উৎসার দিকে।

"কী হয়েছে?"

ঐশ্বর্যের কথায় ভ্রুক্ষেপ নেই উৎসার,সে তো আকাশ দেখতে ব্যস্ত। ঐশ্বর্য অরেঞ্জ জুসের গ্লাস এগিয়ে দিলো উৎসার দিকে।"খাও, ভালো লাগবে।"

উৎসা ভ্রু কুঁচকে নেয়।

"আমি কী আপনাকে বলেছি?"

ঐশ্বর্য মৃদু হাসলো।

"না বলো নি। আমি নিজেই এনেছি।"

উৎসা মুখ বাঁকিয়ে বললো।

"এত কিছু না করলেও চলবে।"

ঐশ্বর্য দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।

“ঠিক আছে। এখন এটা খেয়ে নাও। না হলে কিন্তু আরো খাবার আছে, ওগুলো শেষ করতে হবে।”

উৎসা ভয় পেয়ে গেল, ফটাফট জুস শেষ করে। উৎসার অবস্থা দেখে ঠোঁট টিপে হাসলো ঐশ্বর্য। রাতবিরেতে একা জেগে জানালার পাশে বসে আছে নিনা।

“নিনা ইউ হ্যাভেন্ট স্লেপ্ট ইয়েট?”

“নো গ্রে মা,বাট ইউ ডোন্ট ওয়ারি। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।”

বয়স্ক মহিলাটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে নিনার রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।নিনা জানালার কাছেই বসে রইল, আপনদের জন্য মন খারাপ করছে তার।হয়তো আর কখনও কাউকে দেখতে পাবে না সে।

কথা গুলো ভাবতেই চোখ দুটো ভিজে উঠলো নিনার। কিছু ভুল মানুষ কে তার আপনদের থেকে দূরে নিয়ে যায়, হয়তো তাই হয়েছে নিনার সঙ্গে।নতুন প্রজেক্টের কাজ ঐশ্বর্য রুদ্রের হাতে দিয়েছে। ব্যাপার টা ভাবতেই ভালো লাগছে শহীদের,আর যাই হোক ভাই বোনদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই ওদের।

শহীদ মাঝে মাঝে মন থেকে ভীষণ রকম আফসোস করেন,যদি উনি ওভাবে মনিকা কে ধোঁ'কা না দিতো। তাহলে হয়তো আজ গল্প টা অন্য রকম,হতো।

রুদ্র সকাল সকাল অফিসে বেরিয়ে গিয়েছে।নিকি আর রুদ্র দু'জনে মিলে ঐশ্বর্যের নতুন ব্রাঞ্চের কাজে হাত দিয়েছে। মূলত ঐশ্বর্য চাইলো পাটোয়ারী ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ডিল করতে।এর পরেই আফসানা পাটোয়ারী কে মজা দেখাবে।নিকি মনে মনে ভীষণ খুশি,তার ভাই এখন থেকে অন্তত ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে।এই যোগাযোগের কারণে যদি জিসান আর ভাইয়া আবারও হয়তো বাংলাদেশে আসবে।

নিকির জিসানের প্রতি এক অদ্ভুত অনুভূতি তৈরি হয়েছে, এটার নাম ঠিক কি দেওয়া যায় তা জানা নেই।

তবে এটুকু জানে জিসানের প্রতি ভালো লাগা তৈরি হয়েছে।একটা রাগও আছে,লোক টা দু'দিন ধরে তার সঙ্গে কথা বলে নি।নাসারন্ধ্রে কড়া পারফিউমের ঘ্রাণ যেতেই অধর কোণে হাসি ফুটে উঠল উৎসার। প্রাণ ভরে আবারও নিঃশ্বাস টেনে নেয়, পিটপিট চোখ খুলে

তাকাতেই পিলে চমকে উঠে উৎসার। ঐশ্বর্য দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে অফিস গ্রেট আপে।

"গুড মর্নিং সুইটহার্ট।"

ঐশ্বর্য ঝুঁ'কে উৎসার কপালে চুমু খায়, মৃদু কেঁপে উঠলো উৎসা। ঐশ্বর্য উৎসার পাশে বসলো।

"আমি একটু বাইরে যাচ্ছি ওকে?মিস মুনা ব্রেকফাস্ট রেডি করে ফেলেছেন।উইল ইউ ইট ওকে!"

উৎসা কিছুই বললো না,তবে ঐশ্বর্যের এমন হ্যান্ডসাম লাগছে যা উৎসা কে বেশ আশ্চর্য করছে।তার উপর ঐশ্বর্যের মা'তা'ল করা পারফিউমের ঘ্রাণ।"বা বাই।"

ঐশ্বর্য বের হতেই উৎসা যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচল।

কাবার্ড থেকে ড্রেস নিয়ে ওয়াশ রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসে। ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখলো টেবিলে অলরেডি খাবার সার্ভ করা আছে।

উৎসা কেমন বিরক্ত বোধ করলো,এই কয়েকদিনে ঐশ্বর্য বেশ জোর করেই উৎসা কে নিজের সঙ্গে বসিয়ে খাইয়েছে। এটা যেনো অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে,উৎসা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে করিডোরের দিকে এগিয়ে গেলো। সুইমিং পুলের স্বচ্ছ পানি চোখে ভাসমান তার। সুইমিং পুল পাড় করে ডান দিকের

বেলকনিতে চলে গেল। ফুরফুরে মেজাজে এক কাপ কফি চাইলো মিস মুনার কাছে।তিনি কফি এনে দিয়ে গেলেন,কফি কাপে চুমুকের সাথে সাথে মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল তার।❝আমার একলা আকাশ থমকে গেছে
রাতের স্রোতে ভেসে
শুধু তোমায় ভালবেসে।
আমার দিন গুলো সব রং চিনেছে
তোমার কাছে এসে
শুধু তোমায় ভালবেসে।❞
উৎসা নিজের মত গুনগুন করছে,পিছন থেকে কেউ একজন আলগোছে জড়িয়ে ধরে উৎসা কে। প্রথম দিকে চমকে উঠে উৎসা, আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে ঐশ্বর্য কে দেখে থতমত খেয়ে গেল।
“আপনি?”
ঐশ্বর্য চোখ বুজে উৎসার শরীরের ঘ্রাণ টেনে নিচ্ছে।
উৎসা কিছুই বুঝলো না, কিছুক্ষণ আগেই তো ঐশ্বর্য বললো সে বাইরে যাচ্ছে। তাহলে এখন এখানে কী করছে?“এহহ আপনি আবার অনুমতি ছাড়া ছুঁয়েছেন আমাকে?”

ঐশ্বর্য বাঁ'কা হাসলো,ভারী স্বরে আওড়ালো।

"ফোন ফেলে গেছিলাম। সুইটহার্ট তুমি তো দেখছি ভালোই গান গাইতে পারো!"

উৎসা বেশ ভাব নিয়ে বলল।

"অবশ্যই। অন্তত আপনাদের মতো ইয়া হুঁ লা লা তো আর করি না!"

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।উৎসা কিছুই বললো না, ঐশ্বর্যের হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেলকনিতে চলে গেল। ঐশ্বর্য উৎসার পিছু পিছু গেল,বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। উফ্ কী মনোমুগ্ধকর দৃশ্য!

"ইশ্ একটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হতো। এগুলো ক্যামেরায় বন্দি করে রাখতাম।"

ঐশ্বর্য কিছু একটা ভেবে বেড রুমে গিয়ে নিজের ক্যামেরা নিয়ে এলো।"এই নাও।"

ঐশ্বর্যের হাতে ক্যামেরা দেখে অবাক হয়।

"ক্যামেরা!"

ঐশ্বর্য মৃদু হাসলো।

"হুঁ।"

"কিন্তু আমি কেন আপনার টা নেব শুনি?"

ঐশ্বর্য কিছু বললো না, জোরপূর্বক উৎসার হাতে ক্যামেরা ধরিয়ে দেয়।

"যা ইচ্ছে করো, চললাম অফিসে।"

ঐশ্বর্য বের হতেই উৎসা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। এত দিন ঐশ্বর্য উৎসা কে বিরক্ত করেছে।আজ থেকে উৎসা ঐশ্বর্য কে বিরক্ত করবে। অস'ভ্য লোক একটা।

উৎসার ভীষণ ভাবে জিজ্ঞাস করতে ইচ্ছে করলো।"আমাকে ভালোবাসেন আপনি?"

কিন্তু উৎসা জানে, ঐশ্বর্য বরাবরের মতই বলবে।

"না, আমি কাউকে ভালোবাসি না। ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই।"

দীর্ঘ শ্বাস ফেললো উৎসা।

ঐশ্বর্য হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল, জন্য থমকে গিয়েছে। ঐশ্বর্য নিজেকে দেখে বেশ অবাক হচ্ছে। ইদানিং উৎসার কাছাকাছি আসাতে সে যেনো সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে!কিন্তু সে নিজের ফিলিংস নিয়ে কনফিউজড। আচ্ছা সে কী সত্যি উৎসা কে ভালোবাসে!

ঐশ্বর্য নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না।উৎসা ব্রেক ফাস্ট করতে বসলো, তৎক্ষণাৎ কলিং বেল বেজে

উঠল।মিস মুনা গিয়ে দরজা খুলে দেয়, ঐশ্বর্য ফিরে এলো।আজ সে অন্য মনস্ক হয়ে আছে, একের পর এক জিনিস ফেলে চলে যাচ্ছে।এই যে ওয়ালেট প্রয়োজনীয় ফাইল ফেলে গিয়েছে।

উৎসা সবে চামচ মুখে তুলেছে, ঐশ্বর্য কে দেখে ফের থতমত খেয়ে গেল।

"আপনি!"ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকিয়ে আছে, মূলতঃ দৃষ্টি তার উৎসার ঠোঁটের দিকে।নিচে কাস্টার্ডের কিছু অংশ লেগে আছে। ঐশ্বর্য শুকনো ঢোক গিললো,উৎসা উঠে দাঁড়ালো। ঐশ্বর্য এভাবে তাকিয়ে আছে কেন হঠাৎ?

ঐশ্বর্য পরণের স্যুট খুলে কাউচের উপর ছুড়ে ফেলল। বড় বড় পা ফেলে উৎসার কাছাকাছি এসে কোলে তুলে নেয় তাকে।

উৎসা চমকে উঠে, ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে।

"আরে কী করছেন? নামান নিচে!"

ঐশ্বর্য কোনো কথা বললো না,বেড রুমে নিয়ে গিয়ে ভেতরে থেকে লক করে দিল।

উৎসা কে ডিভানের উপর বসিয়ে দেয়,উৎসার বুক দ্রুত গতিতে উঠানামা করছে।

“দেখুন অস’ভ্য রিক চৌধুরী আমি কিন্তু...

ঐশ্বর্য উৎসা কে থামিয়ে দিলো, আচমকা থুতনিতে কা’ম’ড় দেয়। মৃদু কেঁপে উঠলো উৎসা,ব্যথাও পেয়েছে সে।

ঐশ্বর্য কে ধাক্কা দিতে গিয়েও পারলো না, ঐশ্বর্য তার হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরেছে।“ছাড়ুন আমায়।”

“সুইটহার্ট আমি যেখানে শান্তি পাবো সেখানেই যাবো। আপাতত এই রিক তোমাতে বিভোর,আটকালে ফলাফল খারাপ হবে।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কথায় ভয় পেলো। ঐশ্বর্য নাছোড়বান্দা, আচমকা উৎসার পেটে কা’ম’ড়ে দেয়,উৎসা শিউরে উঠে। ভ’য়ং’কর ঐশ্বর্যের কান্ড তাকে ভয় দেখাতে সক্ষম। ঐশ্বর্য উৎসা কে ডিভানেই শুয়ে ওর উপর সম্পূর্ণ ভর ছেড়ে দিলো।

“আমি কিন্তু পারমিশন দেয়নি।”

ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে হাসলো,তার পারমিশন লাগে? ষ্টুপিড রেড রোজ।

“আই ডোন্ট কেয়ার।”

উৎসা ফট করে শুধোয়।

“ভালোবাসেন আমায়?”

ঐশ্বর্য চমকালো,সরে গেল। উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়। ভালোবাসার কথা বললেই ঐশ্বর্য হাঁসফাঁস করে। ঐশ্বর্য দরজা খুলে বেরিয়ে গেল,উৎসা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বেঁচে গেছে!অফিসে নিজের কেবিনে বসে স্মো'ক করছে ঐশ্বর্য। বারংবার মস্তিষ্ক একটা কথাই মনে করাচ্ছে, ভালোবাসা!

ঐশ্বর্য অবশ্যই উৎসার প্রতি অ্যাডিকশন তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা নয়? কাউকেই ভালোবাসেন না ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী।

নিজেকে কে সামলাতে পারছে না ঐশ্বর্য।আর না পারছে কাজে মন দিতে,সব কিছু বিরক্তের কারণ হচ্ছে তার।

"আরে বা কিসের এত চিন্তা রিক চৌধুরী এত গুলো মিটিং ক্যান্সেল করে দিয়েছে?"

কেবিনে প্রবেশ করতেই দেখলো ঐশ্বর্য টেবিলের উপর রাখা পানির গ্লাস তুলে ঢকঢক করে খেয়ে নেয়।যেদিন ঐশ্বর্য বেশি চিন্তায় থাকে সেদিনেই কাজ কর্ম সব লাটে উঠে যায়।

জিসান কে দেখে মৃদু হাসলো ঐশ্বর্য।"আহ্ জিসান, কাম কাম।"

জিসান ভেতরে গিয়ে বসলো।

" ব্রো কী হয়েছে?এত এত কিসের টেনশন?"

ঐশ্বর্য আনমনে বললো।

"রেড রোজ কে নিয়ে চিন্তায় আছি।"

জিসান ফিক করে হেসে উঠলো।

"ওয়াও,দ্যা গ্রেট ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী প্রেমে পড়েছে।"

ঐশ্বর্য বিরক্ত নিয়ে বলে।

"শাট আপ জিসান।এই বিষয়েই টেনশনে আছি।"

"ওকে ফাইন,বল তো কী হয়েছে?"ঐশ্বর্য বসা থেকে উঠে কাঁচের তৈরি দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। স্পষ্ট বাইরে টা দেখা যাচ্ছে,তার উপর সাত তলা বিল্ডিং।নিচে মেইন রোড, কত গাড়ি চলাচল করছে! ঐশ্বর্য সেদিকে দৃষ্টি ফেলে বললো।

"রেড রোজের কাছাকাছি থাকলে প্রশান্তি পাই জানিস!ওর কথা বলা, রাগারাগী,সব কিছুতে শান্তি লাগে। কিন্তু এখন আমি কেন এমন করছি তা সত্যি জানি না।"

জিসান তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

“সিরিয়াসলি ব্রো?রিক তুই ভালোবাসিস মিস বাংলাদেশী। বাট তুই নিজের ফিলিংস নিয়ে কনফিউজড ইয়ার। কেনো বুঝতে চাইছিস না?”
ঐশ্বর্য গর্জে ওঠে।“শাট আপ, আমি কাউকে ভালোবাসি না। কখনও বাসতে পারি না।”
ঐশ্বর্য কে রেগে যেতে জিসান বললো।
“কাম ডাউন রিক,হোয়াটস গোয়িং অন?তুই কেনো এমন করছিস? প্রবলেম কী ভালোবাসলে?”
“নো নো নো। কেনো ভালোবাসবো?তুই দেখিস নি আমার মাম্মার অবস্থা!মাম্মা ভালোবেসে ঠকেছে, আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু আমি চাই না রেড রোজ আমার থেকে দূরে থাকুক।”
ঐশ্বর্য দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো। জিসান হতাশ হলো,কী করে ঐশ্বর্য কে বুঝাবে সে ভালোবেসে ফেলেছে?ঐশ্বর্য কমন রুমে গিয়ে ডিভানের উপর শুয়ে পড়লো। লাইফে কী চেয়েছিল আর কী হলো? উৎসা কে ছাড়তে পারবে না। কেনো জানি ঐশ্বর্যের ভীষণ ভাবে কষ্ট হয় উৎসার থেকে দূরে থাকতে,উৎসা যখনই বলে চলে যাবে।তখন

যেনো প্রচন্ড রাগ হয় ঐশ্বর্যের।সে নিজের রাগ সামলাতে পারে না।

এত কিছু ভেবে বিরক্ত হচ্ছে ঐশ্বর্য, তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল উৎসা তো বাড়িতে একা!চোখ গেল ঘড়ির দিকে সাড়ে পাঁচ টা বেজে গিয়েছে। ঐশ্বর্য আই প্যাড নিয়ে বাড়ির সিসি টিভি ফুটেজ দেখতে লাগলো।

না উৎসা আশেপাশে কোথাও নেই, ঐশ্বর্য ড্রয়িং রুমে লাগানো ক্যামেরা অন করতেই লক্ষ্য করলো উৎসা কে। মূহুর্তে রেগে গেল সে, মস্তিষ্ক তীব্র ভাবে জ্ব'লে উঠেছে।উৎসা আর একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেটি উৎসার অনেক খানি কাছাকাছি আছে। এতটাই কাছাকাছি মনেই হচ্ছে ওরা স্পর্শ করছে একে অপরকে

ঐশ্বর্য ছুঁ'ড়ে আই প্যাড ফ্লোরে ফেলে দিলো, টেবিলের উপর থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে হনহনিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।দু তিন দিন ধরে কলেজে যেতে পায়নি উৎসা,সেই জন্য সিরাত অনেক গুলো নোট ম্যাকি কে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।রুমে প্রবেশ করতেই উৎসা মৃদু হাসলো,ম্যাকি নোট গুলা বুঝিয়ে দিচ্ছে উৎসা কে,কলম হাতে বসে ছিল উৎসা। আচমকাই

কলম নাড়াতে গিয়ে চোখে লেগে গিয়েছে তার।ম্যাকি ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠে।

“উঠসা আর ইউ ওকে?”

“ইয়া অ্যাম ফাইন।”ম্যাকি উৎসার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো,চোখে ফু দিয়ে দিচ্ছে।উৎসা চোখ খুলতেই পারছে না, চোখের কার্নিশ লাল হয়ে উঠেছে তার।

ওদিকে ঐশ্বর্য স্পিডে ড্রাইভ করে আসছে বাড়ির উদ্দেশ্যে।

“উৎসাহ,,,,আই উইল কি’ল ইউ ড্যা’মেড।”পুরুষালী শক্ত হাতে থা’প্প’ড় খেয়ে থরথর করে কাঁপছে উৎসা। খৈ হা’রিয়ে নিচে পড়তে যাওয়ার পূর্বে ঐশ্বর্য বলিষ্ঠ হাতে টেনে ধরলো তাকে।তবে অবশ্যই তার চেপে ধরার কারণে ব্য’থায় কঁ’কি’য়ে উঠলো উৎসা।

“হাউ ডেয়ার ইউ?এত সাহস হলো কী করে অন্য একটি ছেলের ক্লো’জ হওয়ার? আমি তোকে জানে মে’রে ফেলব উৎসা।”

উৎসা স’হ্য করতে না পেরে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো।“লাগছে আমার।”

“লাগার জন্যেই ধরেছি। ওই ছেলের সঙ্গে কী করছিলে?অ্যান্সার মি রোজ।”

উৎসা ফুঁপিয়ে বললো।

“কিছু করিনি, আমার ফ্রেন্ড হয়।”

ঐশ্বর্য থমকে গেল,রাগ হচ্ছে। অন্য কেউ কেনো ছুঁবে?কই ঐশ্বর্য তো এখনো ছুঁয়ে দেখেনি? ঐশ্বর্য পাগলের মতো উৎসার শরীর চেক করতে লাগলো।

“কোথায় টাচ করেছে হুঁ?দেখাও আমায়!”

ঐশ্বর্য উৎসার হাত পা টেনে দেখতে লাগলো।উৎসা চিৎকার করে উঠল।

“স্টপ ইট,কী করছেন এসব? ছাড়ুন আমার হাত।”

ঐশ্বর্য উৎসার গাল চেপে ধরে।“চুপ। উৎসা তুমি আমার, আমার সঙ্গেই থাকবে। অন্য কারো সঙ্গে না।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কলার চেপে ধরে।

“তো কী হয়েছে? আপনি তো আমাকে ভালোবাসেন না! তাহলে অন্য কেউ থাকলে এত কিসের প্রবলেম?”

“আই কান্ট টেক দিস ড্যাম।”

উৎসা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে,হাস্কি টোনে বলল।

“আমাকে ভালোবাসেন আপনি।”

ঐশ্বর্য কাউচে সজোরে লা’থি মে’রে বলে।

“নো নো আই ডোন্ট লাভ ইউ।”

“ইয়েস।”ঐশ্বর্য উৎসার হাত টেনে কাছাকাছি নিয়ে এলো।চুল গুলোতে হাত ছুঁইয়ে শব্দ করে চুমু খায় কপালে।

“কেন বুঝছেন না? আপনি......

কথাটা শেষ হওয়ার পূর্বেই ঐশ্বর্য ফের উৎসার অধরে আলতো ভাবে চুমু দেয়।

“আপনি আমাকে ভালোবাসেন।”

উৎসা মৃদু স্বরে আ’র্ত’না’দ করে উঠলো

ঐশ্বর্য উৎসার কপালে কপাল ঠেকিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল।

“ভালোবাসি না, সত্যি বলছি। একটুও ভালোবাসি না। আই ডোন্ট লাভ ইউ।”

উৎসা ফোঁস করে শ্বাস টেনে ঐশ্বর্যের শার্ট খা’ম’চে ধরে।

” উঁহু ইউ লাভ মি।”ঐশ্বর্য শেষ বারের মতো উৎসার অধরে অধর ছুঁয়ে দেয় ধরে। ঐশ্বর্য দু হাতে আলতো জড়িয়ে ধরে উৎসা কে । উৎসা ঐশ্বর্যের অস্থিরতা অনুভব করতে পারছে। ঐশ্বর্য কাঁপছে, হয়ত ভীষণ ভাবে ভয় পেয়েছে।

দীর্ঘ দশ মিনিট পর ঐশ্বর্য উৎসা কে ছেড়ে দেয়, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস টেনে ফিসফিসিয়ে বললো।

“আই ডোন্ট লাভ ইউ রেড রোজ।আই,,আই ডোন্ট....

ঐশ্বর্য বড্ড ক্লান্ত,আর একটা শব্দও বলতে পারছে না। আচমকা কাউচের উপর শুয়ে পড়ল,উৎসার হাত টেনে নিজের বুকের কাছে এনে ফেললো। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরলো তাকে,উৎসা নিশ্চুপ।

মিনিটের মধ্যে ঐশ্বর্য গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়,উৎসা এই সুযোগে নিজের পাসপোর্ট এবং বাকি সব জিনিস নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।চোখ দুটো টলটল করছে,একটা মানুষ এত নির্দ’য় হতে পারে তা জানা ছিল না উৎসার। উৎসা থাকবে না এই লোকটার সঙ্গে,সে চলে যাবে বাংলাদেশ।একটা বড়সড় ক্যাফেতে বসে আছে নিনা,ওর সঙ্গে আছে আরেকটি যুবক।নিনা হয়তো কাঁদছে, কিন্তু যুবকটি অগোচরে হাসলো।

এই যুবকটি সেই যে নিনা কে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে।

“বেইবি কাঁদছো কেন?”

সিয়ামের মুখে বেইবি শুনে প্রচন্ড রাগ হয় নিনার। এখানে আসার পর এই লোকটি নিনা কে কিনে নিয়েছে। এরপর থেকেই কল গার্ল হিসেবে তাকে ইউজ করছে।

“শাট আপ সিয়াম, আমি আর এসব করব না।”

নিনা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো, দ্রুত গতিতে বাইরে বের হতে লাগে। সিয়াম ওর পিছু পিছু এলো।

“তুই করবি না মানে? একশো বার করতে হবে।চল আমার সঙ্গে।”সিয়াম নিনা কে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, গাড়িতে উঠতেই নিনা সজোরে লা’থি মা’রলো সিয়ামের পায়ে। সিয়াম পড়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো, আশেপাশে কিছু খুঁজতে লাগে নিনা কে আ’ঘা’ত করতে।

বড় সড় একটা স্টিক পড়ে থাকতে দেখে,সেটা তুলে এগিয়ে আসতে লাগল সিয়াম।নিনা ভয় পেয়ে পিছোতে গিয়ে গাড়ির সঙ্গে চেপে গেলো। এদিকে সিয়াম দ্রুত এগিয়ে এসে আ’ঘা’ত করতেই যাবে, তৎক্ষণাৎ তার হাতে কেউ সজোরে ভারী কিছু দিয়ে আ’ঘা’ত করে। সিয়াম উল্টো পড়ে গেল,নিনা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ টি দেখে চমকে উঠে।উৎসা

দাঁড়িয়ে আছে, নিজের চোখের সামনে নিজের বোন কে দেখে কথা বলতেই ভুলে গিয়েছে সে।

“আ,,,আপু।মমিহি আপু।”

নিনা খানিকটা দূরে সরে গেল, শুকনো ঢুক গিললো সে।এই মূহুর্তে জার্মানিতে,নিনা পালাতে চাইলো। প্রাণপণে দৌড় লাগায়।

“মিহি আপু দাঁড়াও,আপু দাঁড়াও বলছি।স্টপ।”

উৎসা নিনার পিছু পিছু দৌড় দেয়।

আধঘন্টা আগেই নিনা কে ক্যাফেতে দেখে রিতিমত তম্বা খেয়ে গেলো উৎসা। সে তো বেরিয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল এখান থেকে ডিরেক্ট এয়ার পোর্ট চলে যাবে। যতক্ষণ লাগুক ফ্লাইটের,সে আর থাকবে না এই দেশে।

কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে উৎসার চোখ পড়লো পাশেই একটা ক্যাফেতে।সেদিকের লাস্ট টেবিলে মেয়েটি কে দেখে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে তার। মিহি,তার বড় বোন।

কিন্তু যখন দেখলো একটা ছেলে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ উৎসা ওদের পিছু পিছু গেলো।

“মিহি আপু।”উৎসা দৌড়ে গিয়ে নিনার হাত চেপে ধরলো।

“কোথায় যাচ্ছো তুমি?আপু আমি উৎসা, তোমার বোন।”

নিনা ঘাবড়ে গেল, তৎক্ষণাৎ উৎসার থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে বললো।

“কে মিহি? অ্যাম নট মিহি।অ্যাম নিনা।”

উৎসা নিনার বাহু চেপে ধরে।

“প্লিজ প্লিজ আপু কেনো মিথ্যে বলছো? তুমি আমার বোন মিহি।”

নিনা নিজেকে আড়াল করতে চাইলো, এত বছরে সে এখানে নিনা নামেই আছে।মিহি থাকা কালীন একটা ভদ্র ভালো মেয়ে ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর সবাই মিলে অভ'দ্র নোং'রা ট্যা'গ লাগিয়ে দিয়েছে।“না আমি নিনা।”

উৎসা গ'র্জে উঠে।

“না, তুমি মিহি, আমার মিহি আপু।”

উৎসা আচমকা নিনা কে জড়িয়ে ধরে।কিয়ৎক্ষণের জন্য থমকে গেল নিনা,তার ছোট্ট বোন কত বড় হয়ে গেছে!

“ছাড় আমায়, আমি তোর বোন না উৎসা।”

উৎসা শব্দ করে হাসলো।

“তুমি আমার বোন। আমি ভুল করব না কখনও, তুমি আমার মিহি আপু।”

বয়স্ক মহিলাটির বাড়িতে নিয়ে এলো নিনা উৎসা কে। মহিলাটি উৎসা কে দেখে সৌজন্য মূলক হাসলো। নিনা পরিচয় করিয়ে দিলো।“উৎসা উনি হলেন গ্রে মা, উনার কাছেই এত দিন ধরে আছি আমি।”

উৎসা মহিলা কে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। নিনা বললো।

“তুই এখানে কেন এসেছিস?”

উৎসা মৃদু হাসলো।

“তোমাকে খুঁজতে এসেছি, তোমার জন্য আমি এই দেশে কলেজে চান্স পেয়েছি।এত দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। আপু চলো আমরা বাংলাদেশে ফিরে যাবো।”

নিনা দু কদম পিছিয়ে গেলো।

“না না আমি যেতে পারব না। আমি আর ফিরতে পারব না।”

উৎসা সূক্ষ্ম শ্বাস ফেললো।“কেনো ফিরতে পারবে না? তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই।”

নিনা অস্থির হয়ে উঠে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

“না না আমি আর ফিরতে পারব না। আমাকে কেউ মেনে নেবে না।”

উৎসা নিনার মুখশ্রী হাতের আঁজলায় তুলে নেয়।

“কেনো নেবে না?আপু তোমার সাথে হয়েছে টা কী? বলো আমাকে।”

নিনা হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো।

মিহি যখন বাংলাদেশ থেকে নিজের বয়ফ্রেন্ড এর হাত ধরে পালিয়েছিল। তখন কী আর জানতো তার সঙ্গে কী হতে চলেছে? জার্মানি আসার পর হ্যাভেন মিহি কে একটা লোকের কাছে বি'ক্রি করে দেয়। সেই লোকটি তাকে দিয়ে কত খারাপ কাজ করিয়েছে সে-ই জানে।মাসখানেক পর মিহি আর স'হ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেল।তখন বয়স্ক মহিলাটি মিহি কে বাঁচায়, ওকে আশ্রয় দেয়। এরপর মিহি নিজের নাম পরিবর্তন করে ফেলে, সারা দিন বাড়িতে থাকলেও রাতে সে একটা বারে কাজ করে। কিছু তো করতে হবে তাকে, এরপর থেকেই চলেছে এসব। কিন্তু মাঝখান থেকে সিয়াম এসে তাকে আবার বাজে কাজ

করতে বলছিল। কিন্তু মিহি রাজী হয়নি,আর ওদিকে হ্যাভেন বিয়ে করেছে।হাহ্।

মিহির বলা কথা গুলো শুনে উৎসার অ'ন্তরা'ত্মা কেঁপে উঠলো।

“এত কিছু হয়েছে তোমার সঙ্গে?আপু।”উৎসা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মিহি কে,আর না।সে তার বোন কে নিয়ে চলে যাবে।

“রেডি হয়ে যাও আমরা ফিরে যাব।”

মিহি কপাল চুলকে বলে।

“একদম না। আমাকে কেউ মানবে না। কেউ আবার জন্য অপেক্ষা করছে না।”

উৎসা মিহির গাল ছুঁয়ে বলে।

“কে বলেছে অপেক্ষা করছে না?মা অপেক্ষা করছে, তুমি গেলে মা সুস্থ হয়ে যাবে।”

মিহি চমকে উঠে।

“কী হয়েছে মায়ের?”

উৎসা শুকনো ঢোক গিললো,এখান বলা যাবে না মিহি চলে যেতেই মা অসুস্থ হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। তাহলে মিহি নিজেকে দো'ষী করবে।“বলব সব, কিন্তু তার আগে আমাদের যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করো।”

মিহি কে এক প্রকার জোর করেই উৎসা নিজের সঙ্গে নিয়ে গেল। আপাতত তাকেও এখান থেকে যেতে হবে, ঐশ্বর্য রিক চৌধুরীর সামনে আর কখনও আসবে না।

যে মানুষটি তাকে ভালোবাসে না তার কাছে থাকবে না উৎসা। ঐশ্বর্য কখনও পাবে না উৎসা কে,উৎসা লোক টাকে কখনও মুখ দেখাবে না।

উৎসা আর মিহি বয়স্ক মহিলাটি থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওদিকে ঐশ্বর্য গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে,সে তো জানেই না তার প্রাণ পাখি চলে যাচ্ছে।হিমশীতল আবহাওয়া, বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। ফায়ারফক্সে আ'গু'ন জ্ব'লছে, কাউচের উপর শুয়ে আছে ঐশ্বর্য।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল মিস মুনা, তিনি মৃদু স্বরে বলল।

“স্যার?বড় স্যার?”

মেয়েলি কন্ঠস্বর শুনে কিছুটা নড়েচড়ে উঠলো ঐশ্বর্য। চোখের সামনে মিস মুনা কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হন।

মিস মুনা স্বভাব সুলভ হাসলো।

“গুড মর্নিং স্যার।”

ঐশ্বর্য ঘুম জড়ানো কন্ঠে বলে।

“গুড মর্নিং।”মিস মুনা ভেতরের রুমে গেলেন পরিষ্কার করতে। ঐশ্বর্য ভালো করে বসলো, আশেপাশে চোখ বুলিয়ে উৎসা কে খুঁজতে লাগল। যতটুকু মনে আছে কাল উৎসা ঐশ্বর্যের সঙ্গে ছিল, তাহলে এখন কোথায়?

ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ রাতের কথা মনে পড়লো, কী একটা ভেবে উৎসার রুমে গেল। উৎসা নেই রুমে, ঐশ্বর্য পুরো বাড়ি খুঁজলো। শেষমেশ উৎসা কে না পেয়ে মিস মুনার কাছে গেল।

“মিস মুনা আপনি কি উৎসা কে দেখেছেন?”

মিস মুনা খানিকটা ভেবে বললো।

“নো স্যার আজকে আমি দেখিনি ম্যাম কে।”ঐশ্বর্য চিন্তা পড়ে গেলো,কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ। উৎসা পুরো বাড়িতে কোথাও নেই!

ঐশ্বর্য হঠাৎ কিছু একটা ভেবে দৌড়ে উৎসার রুমে গেল। কাবার্ড খুলে দেখলো কোনো জামা কাপড় নেই। ঐশ্বর্য তম্বা খেয়ে গেলো, বিড়বিড় করে আওড়াল।

“শিট শিট,উৎসা চলে গিয়েছে?হোয়াট দ্যা হেল?”
ঐশ্বর্য পাগলের মতো করতে লাগলো,উৎসা কোথায় গিয়েছে? ঐশ্বর্য চিৎকার করে উঠল।
“উৎসা ড্যাম কোথায় তুমি?”
ঐশ্বর্য দ্রুত ফোন জিসান কে কল করলো।
“জিসান তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়,কুইক।”
জিসান কিছু বলার সুযোগই পেলো না, তার আগেই ঐশ্বর্য ফোন কা’ট করে দেয়।সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা আর মিহি। উৎসা খুব খুশি,তার মা কত দিন পর বোন কে দেখবে। এদিকে মিহির গলা শুকিয়ে আসছে, না জানি কী অপেক্ষা করছে তার জন্য।
উৎসা আর মিহি রাতের ফ্লাইটে বাংলাদেশ ব্ল্যাক করেছে। ডিরেক্ট বাড়িতে এসেছে ওরা, কলিং বেল বাজানো মাত্র দুতলা থেকে নেমে এলো নিকি। কাজের বুয়া কে ডেকে বললো।
“মিনতি দিদি দরজা টা খুলে দাও।”
মিনতির কোনো পা’ত্তা নেই, আবারও কলিং বেল বেজে উঠল।নিকি বিরক্ত হয়ে নিজেই গেল দরজা খুলতে।

দরজা খোলা মাত্রই চক্ষু দয় আ'টকে গেল নিকির। উৎসা আর মিহি দাঁড়িয়ে আছে,মিহি কে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলছে নিকি।

মিহি কে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো উৎসা,নিকি পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নেয় মিহির।

মিহি মিনমিনে গলায় বলল।"ননিকি!"

নিকি হাফ ছেড়ে বাঁচল যেনো, তাহলে এটা তার ভ্র'ম না।নিকি আচমকা ঝাপটে জড়িয়ে ধরে মিহি কে।

"মিহি,তুই ফিরেছিস!ও মাই গড সত্যি তুই চলে এসেছিস?"

মিহি যেনো স্বস্তি পেলো,যাক অন্তত তার বোন তাকে ভুল বুঝেনি।

"হ্যা আমি সত্যি এসেছি।"

নিকি দৌড়ে ভেতরে গিয়ে রুদ্র কে ডাকতে লাগল।

"ভাইয়া, ভাইয়া তুমি কোথায়?দেখো কে এসেছে?"

রুদ্র ল্যাপটপে কাজ করছিল,নিকির কণ্ঠস্বর শুনে ড্রয়িং রুমে আসলো। শেষ সিঁড়ির কাছাকাছি এসে পা দুটো যেনো থমকে গেল তার।

অস্ফুট স্বরে বলল।

“মিহি!”রুদ্র দেখে চোখ দুটো ভরে উঠলো মিহির, রুদ্র নিচে আসতেই মিহি গিয়ে বুকে হা’ম’লে পড়ে।

“ভাইয়া,,,অ্যাম স্যরি।ভভাইয়া আমাকে মাফ করে দাও।”

এত দিন পর নিজের আদরের বোন তাকে ধরেছে, রুদ্রের বুকটা কেঁপে উঠলো। অজান্তেই মিহির চুলে হাত রাখলো, অস্ফুট স্বরে আওড়ালো।

“বোন কেমন আছিস তুই?”

মিহি হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো,তার ভাই।“ভাইয়া আমি ভালো নেই। তোমাদের ছেড়ে ভালো ছিলাম না একটুও।”

রুদ্রের চোখে আজ পানি জমেছে, অগোচরে মুছে নিল সে।

“হেই মিহি তুই কাঁদছিস? পাগলী!”

মিহি সত্যি পাগল,তা না হলে এত সুন্দর ফ্যামিলি ছেড়ে ওই খারাপ মানুষটার সঙ্গে চলে যেতো? কখনও না।

“মিহি তুই!”

আফসানা পাটোয়ারীর কণ্ঠস্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে সবাই তাকালো,রেগে ফুঁ'সে উঠেছে উনি।বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলো মিহির দিকে।হাত টেনে ধরে মিহির।
“অস'ভ্য মেয়ে তুই ফিরে এলি কেন?বের হো এখুনি বের হো।”
আফসানা পাটোয়ারী মিহি কে ধাক্কা দেয়,উৎসা ধরে ফেলল। চেঁচিয়ে উঠলো সে।
“মামী! তোমার সাহস হলো কী করে আমার বোন কে বের করে দেওয়ার?”
আফসানা দাঁতে দাঁত চেপে বললো।“চুপ, বেশী কথা বললে দু'জন কে বের করে দেবো।”
আজ যেনো উৎসা র'ণ চ'ন্ডী রূপ নিয়েছে।
“তুমি মুখ সামলে কথা বলো,এই বাড়ি আমাদের।এটা আমাদের বাড়ি, আমার বাবার তৈরি করা বাড়ি।”
আফসানা পাটোয়ারী রি রি করছেন, উৎসার কথা ওনার কানে ঝং'কার তুলছে।
“উৎসা! আমি কিন্তু...
“কী করবে তুমি? তুমি আমাদের ঘাড়ের উপর বসে খাচ্ছো।জানো আমরা তোমাকে কেন কিছু বলি না? কারণ তুমি অসময়ে আমাদের ব্যবসা শক্ত করে

ধরেছো। সামলেছো, কিন্তু এখন দেখছি তুমি এসব করে যেনো সব কিছুর মা’লিক মনে করো নিজেকে।”আফসানা পাটোয়ারী কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু পারছে না। রুদ্র বলে উঠে।

“মা প্লিজ দয়া করে চুপ থাকো। তোমার এই রোজকার নাটক ভালো লাগে না।উৎসা তুই মিহি কে নিয়ে উপরে যা।”

আফসানা চিৎকার করে উঠল।

“একদম না,এই ন’ষ্ট মেয়ে কে আমি কিছুতেই এই বাড়িতে থাকতে দেব না। নির্ল’জ্জ মেয়ে কিছু দিন আগে কত কান্ড করে গিয়েছে। এখন আবার এসেছে।”

উৎসা আঙুল তুলে শা’সানোর সহিতে বলে।“ব্যস মামী, আজকের পর আমার বোন কে নিয়ে একটা বাজে কথা বললে আমি ছেড়ে কথা বলব না। তুমি যদি আমাকে দুটো কথা বা দুটো থা’প্পরই মেরে দিতে তাহলেও কিছু বলতাম না। কিন্তু আমার মা বা আমার বোন কে নিয়ে কিছু বললে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।”

আফসানা পাটোয়ারী চমকালেন,এই কোন উৎসা?

উৎসা মিহি কে নিয়ে দুতলায় যেতে লাগে। এদিকে নিকি আর রুদ্র আফসানা পাটোয়ারী কে তাচ্ছিল্য করে বেরিয়ে গেল।

আফসানা পাটোয়ারী এক মুহূর্তের জন্য ভয় পেলেন,এমন মনে হচ্ছে সব কিছু যেন তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।“সিরিয়াসলি! আচ্ছা মিস বাংলাদেশী এখন কোথায় আছে সেটা তো বল?”

কিছুক্ষণ আগেই জিসান ঐশ্বর্যের বাড়িতে এসেছে,সে একাই এসেছে,কেয়া হোমে গ্রে মা সঙ্গে কিছু জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিল।তাই আসতে পারেনি।

এখানে আসার পর ঐশ্বর্য কাল উৎসার সঙ্গে ঠিক কী কী করেছে তা শুনে হতভম্ব হয়ে গেছে জিসান।যখন জিজ্ঞেস করে উৎসা কোথায়? ঐশ্বর্য জবাব দিতে পারলো না,দিবেই বা কী? সে তো নিজেও জানে না উৎসা কোথায়?

ঐশ্বর্য বিরক্তের রেশ টেনে বললো।

“সিরিয়াসলি ভাই, সত্যি আমি জানি না,আই রিয়েলি ডোন্ট নো।”

“মানে টা কি? বুঝতে পারছি না মিস বাংলাদেশী গেল কোথায়?”

ঐশ্বর্য আচমকা বাঁ'কা হাসলো।

"যেখানেই যাক,খুব বড় ভুল করে ফেলেছে। একবার হাতে পাই ট্রাস্ট মি জান খেয়ে ফেলব।"জিসান দীর্ঘ শ্বাস ফেললো। ঐশ্বর্য বেশ বিরক্ত,সে বলেছে দু'টো মিটিং আছে। জিসান বেরিয়ে গেল, ঐশ্বর্য ঠায় কিছুক্ষণ বসে রইল।

সময়টা তখন ২.৩০ এর কাছাকাছি , ঐশ্বর্য এখনও জেগে আছে। বারংবার মস্তিষ্ক হানা দিচ্ছে,উৎসা ঠিক আছে তো!।ডান হাতের শার্টের হাতা ফোল্ড করে নেয়। আপাতত তার ঘুম প্রয়োজন। ঐশ্বর্য ডক্টরের দেওয়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেয়,যার দরুন কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল সে।বক্ষ স্থলে তীব্র য'ন্ত্র'না হচ্ছে, স'হ্য করার মতো নয়।

পুরোটা দিন ঘুমিয়ে পাড় করলো ঐশ্বর্য, পরের দিন সকালে ডক্টর নিয়ে আসে জিসান আর কেয়া। ঐশ্বর্যের অবস্থা সত্যি খুব খারাপ, ডক্টর মেডিসিন দিয়ে গেলো।

কেয়া ঝাঁ'ঝালো স্বরে বলল।"রিক হোয়াট হ্যাপেন্ড? এমন কেন করছিস তুই?"

ঐশ্বর্য হাত উঠিয়ে চুল গুলো ব্রাশ করার মতো পিছন দিকে ঠেলে দিলো।

জিসান প্রচন্ড রেগে গেলো ঐশ্বর্যের ভাবলেশহীন আচরণে।

“তুই কী শুনছিস?”

ঐশ্বর্য হামি তুলে বলে।

“আমাদের টিকিট রেডি কর, বাংলাদেশ যাবো।”

বাংলাদেশ যাবে? কথাটা বেশ অবাক করলো জিসান কেয়া দু’জন কে।

“হোয়াট?রিক আর ইউ ক্র্যাজি?”কেয়ার কথায় মৃদু হাসলো ঐশ্বর্য।

“তাড়াতাড়ি কর,লেইট হচ্ছে।”

জিসান তর্জনী আঙ্গুল তুলে বললো।

“এক মিনিট বাংলাদেশ যাবি,তার মানে মিস বাংলাদেশী ওখানে আছে অ্যাম আই রাইট?”

ঐশ্বর্য ফের হাসলো।

“অফকোর্স।”

জিসান স’ন্দেহ নিয়ে শুধোয়।

“তুই কি করে জানলি?”ঐশ্বর্য জুতো পড়তে পড়তে বলে।

“নিকি কে কল করলেই তুই কনফার্ম।”

জিসান তব্দা খেয়ে গেলো, এখন নিকি কে কল করা মানে বাঙালি গা’লি খাওয়া।

“কিন্তু ব্রো এখন কী ভাবে যাবো? আমি তো আমার প্যাকিং পর্যন্ত করিনি!”

কেয়ার কথায় ঐশ্বর্য অকপটে বলে।

“ওখানে গেলে তোকে নতুন ড্রেস দেব, এবার চল।”

কেয়া ভীষণ হ্যাপি হয়ে উঠে।সময়টা তখন রাত ২.৪৫ ছুঁই ছুঁই, পাটোয়ারী বাড়ির সকলেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে।

বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠা মাত্র তীক্ষ্ণ ভাবে তা কর্ণ স্পর্শ করলো উৎসার। বিছানায় উঠে বসলো সে,মাথা ব্যথা করছে তার।এর মধ্যে আবার কলিং বেল বাজলো,উৎসা চমকে উঠে।দেয়ালে টা’ঙ্গা’নো ঘড়িটা দেখলো।এত রাতে কে এসেছে? উৎসা বেশ আগ্রহ নিয়ে বাইরে বের হয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বার কয়েক বেল বাজলো। উৎসা বিরক্ত নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো,চক্ষু চ’ড়কগাছ বলতে গেলে। সামনে দাঁড়ানো মানুষটি কে দেখে ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল তার।

“ঐশ্বর্য ভাইয়া....উৎসা আর কিছু বলবে তার পূর্বেই শক্ত হাতের থা’বায় ছিটকে দূরে পড়ে গেল উৎসা। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই তার আর, মাথায় ঝিম ধরে গেছে। সব কিছু ঝাপসা দেখছে সে,এমন মনে হচ্ছে কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছে না। দূর্বল শরীর টা টেনে উঠাতে পারলো না আর,তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে নিচে পড়ে রইল। মূহুর্তে বাড়ি জুড়ে নিরবতা ছেয়ে গেল,উৎসা জানেও না সামনে কী হতে চলেছে?দীর্ঘ একটি ঘন্টা পর হু’শে ফিরলো উৎসা, তবুও ঠিক করে তাকাতে পারছে না।একটু নড়েচড়ে,গালে হাত রাখতেই মৃদু ব্যথা অনুভব করলো সে।

উৎসা কে দেখে যে কেউ মনে করবে সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে মেয়েটা। পিটপিট চোখ করে তাকালো আশেপাশে, নিজের সামনে চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে বেশ রাজকীয় ভ’ঙ্গিতে বসে আছে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী। ঐশ্বর্য কে দেখে ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল উৎসার,হাত পা অটোমেটিক কাঁপছে।

ঐশ্বর্যের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বাকিরা,নিকি, রুদ্র,কেয়া, জিসান, মিহি আর সবার পিছনে আফসানা পাটোয়ারী।

সবাই অসহায় চোখে তাকায় উৎসার দিকে, এদিকে উৎসার চোখ দুটো সামনে বসা সুদর্শন পুরুষের দিকে আছে। ঐশ্বর্য অগ্নি চক্ষুদয় জ্ব'ল'জ্ব'ল করছে, এমনতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

উৎসা শুকনো ঢুক গিললো, ঐশ্বর্য হিসহিসিয়ে বলল।“তোরা সবাই বাইরে যা, আমার ওর সঙ্গে কথা আছে।”

একা কথা বলবে,এটা যেনো উৎসার কানে রিতিমত ঝং'কার তুললো।সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শরীর দূর্বল হওয়ার কারণে খানিকটা ঝাঁ'কুনি অনুভব করলো। ব্যা'লেন্স বজায় রাখতে, খাটের পায়ায় হাত রেখে শক্ত করে দাঁড়ালো উৎসা। অস্থির কন্ঠে বলে।

“না না আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।”

ঐশ্বর্য চট করে উঠে দাড়ালো,উৎসার সামনাসামনি এসে পকেটে হাত গুজে টান টান হয়ে দাঁড়ালো।

“তোরা সবাই যা,আই সেইড গেট আউট।”

ঐশ্বর্য শান্ত ভাবে কথাটা বললেও,কথার মধ্যে উ'ত্তাপ কাজ করছে। সবাই মূহুর্তে জায়গা খালি করলো,একে

একে সবাই বেরিয়ে গেলো।ঐশ্বর্য ফট করে গিয়ে দরজা লক করে দেয়।

উৎসা দু কদম পিছিয়ে গেল, ঐশ্বর্য সোজা হয়ে দাঁড়ালো, অধর বাঁ'কিয়ে বললো।

"এই মুহূর্তে তোর সঙ্গে আমার ঠিক কী করা উচিত বল তো রোজ?"

উৎসা ফুপাচ্ছে,ভয় লাগছে ঐশ্বর্য কে। ঐশ্বর্য এগিয়ে আসতে লাগলো, তৎক্ষণাৎ উৎসা পিছিয়ে যায়। ঐশ্বর্য আচমকা এসে উৎসা কে গালে আরেকটা থা'প্প'ড় বসালো। টেবিলের কোণে গিয়ে আ'ঘা'ত লাগলো তার,মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অস্ফুট স্বরে "আহ্" শব্দটি।ঐশ্বর্য এখানেই থামলো না,উৎসা কে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল।

"হাউ ডেয়ার ইউ!তুই আমাকে না বলে ডিরেক্ট বাংলাদেশ চলে এলি? এত্ত সাহস কোথা থেকে আসে?"

ঐশ্বর্য খুব শক্ত করে চেপে ধরে আছে উৎসা কে, গলা ফে'টে কান্না পাচ্ছে।

"ব,,ব্যথা পাচ্ছি আমি।"

ঐশ্বর্য শুনলো তবে উৎসা কে ছাড়লো না। আরো খানিকটা চেপে ধরে।

“তুই জানিস আমার কী অবস্থা হয়েছিল? আজকে শুধু তোর জন্য ম্যাড হয়ে ছুটে এসেছি বাংলাদেশে।”

উৎসা ঠোঁট টিপে কান্না আ’টকানোর চেষ্টা করে।

“ককেন এসেছেন?আ,, আমাকে তো ভালোবাসেন না, তাহলে কেন আসবেন?”

ঐশ্বর্য উৎসার কথায় আরো রেগে গেলো,উৎসা কে নিজের দিকে ফিরিয়ে গাল চেপে ধরে।

“ভালো বাসি বা না বাসি, তোকে বলতে হবে?তুই ব্যস আমার সাথে থাকবি।”

উৎসা ঐশ্বর্যের হাত চেপে ধরে।

“থাকব না, ছাড়ুন আমায়!”

ঐশ্বর্য আচমকা উৎসা কে তুলে ধা’ক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দেয়। উৎসা এবার শব্দ করে কেঁদে উঠলো,ব্যথা পাচ্ছে সে।“আমার কষ্ট হচ্ছে, আপনি কষ্ট দিচ্ছেন চৌধুরী সাহেব।”

ঐশ্বর্য ভীষণ ক্লান্ত, সে নিজেও এসে উৎসার মুখোমুখি বসলো।

দরজায় কান পেতে সব কিছু শুনলো সবাই। আফসানা পাটোয়ারী তে'তে উঠল।

“এসব কি হচ্ছে এই বাড়িতে?আগে তো এই মিহি বাইরে এসব করতো, এখন তো দেখছি উৎসা বাড়ির ভেতরে এসব শুরু করেছে!”

নিকি বিরক্ত নিয়ে বললো।

“মা তুমি থামো প্লিজ!”

আফসানা পাটোয়ারী থামলেন না।

“মোটেও না, আমি থাকতে এসব খারাপ কাজ করতে দেবো না। এখুনি ওদের বের করব।”

রুদ্র গ'র্জে ওঠে।

“মা তুমি যাও এখান থেকে,জাস্ট লিভ।”

আফসানা পাটোয়ারী কে এক প্রকার জোর করে সবাই বের করে দিলো।

আচমকা নিকি রুদ্র হেসে উঠলো।নিকি পি'ঞ্জ করে বললো।“ভাই কিছু বুঝতে পারলে?”

রুদ্র ঠোঁট গোল করে বলে।

“হুঁ থুরা থুরা।”

কেয়া ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

“থুরা থুরা মানে কি?”

রুদ্র ছোট্ট করে দেখায়।

“মানে অল্প অল্প।”

জিসান মুচকি হাসলো, কেয়া অধর প্রসারিত করে হাসলো।

“তাহলে আমিও।”

নিকি শুধোয়।

“তুমিও কী?”

কেয়া রুদ্রর মতো ছোট্ট করে দেখায়।

“বুঝতে পেরেছি থুরা থুরা।”

কেয়ার কথায় সবাই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।রুম জুড়ে পিনপতন নীরবতা।

ঐশ্বর্য উৎসা দুজনেই বিছানায় শুয়ে আছে, ঐশ্বর্য আড় চোখে তাকায় উৎসার দিকে। মেয়েটা ব্যথা পেয়েছে, কপালে কে'টে গিয়েছে। থা'প্প'ড় খেয়ে ঠোঁটের কোণে কিছুটা লেগেছে,চোখ বুজে নিরবে জল ফেলছে।

ঐশ্বর্য উঠে বসলো, আশেপাশে চোখ বুলিয়ে শুধোয়।

“ফাস্ট এইড বক্স কোথায়?”

উৎসা রাগে দুঃখে কিছু বললো না,চুপ করে রইলো।

ঐশ্বর্য দীর্ঘ শ্বাস ফেললো,নিজেই উঠে গিয়ে ড্রয়ার

খুঁজতে লাগলো। অতঃপর ওয়াড্রফ এর উপর দেখতে পায়।

উৎসার কাছাকাছি এসে বসতেই উৎসা বেঁ'কে গেল। ঐশ্বর্য টেনে নিজের কাছাকাছি আনলো ওকে, জোরপূর্বক ব্যান্ডেজ করে দেয়। ব্যান্ডেজ করতে করতে বলে।

"লাস্ট টাইম ওয়া'র্নিং দিচ্ছি, এরপর যদি কখনও আমাকে ছেড়ে আসার কথা ভাবা হয় তাহলে জান খেয়ে ফেলব, মাইন্ড ইট।"উৎসা মৃদু কেঁপে উঠলো, ঐশ্বর্য ফাস্ট এইড বক্স রেখে এলো। প্রচন্ড টায়ার্ড,স্যুট খুলে সোফার উপর রাখলো।শরীরে ঘামের বি'শ্রী গন্ধ করছে, ঐশ্বর্য শার্ট খুলতে শুরু করে।

উৎসা নি'র্লজ্জের মতো তাকিয়ে আছে ঐশ্বর্যের দিকে। শার্ট খুলতেই বলিষ্ঠ দেহ দেখতে পায়, অদ্ভুত সুন্দর পুরুষ ঐশ্বর্য।উৎসার ভেতর টা মূহুর্তে শুকিয়ে গেল।

"ওভাবে তাকাচ্ছো কেন? বেহা'য়া মেয়ে মানুষ।"

উৎসা থতমত খেয়ে গেল, ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকালো। উৎসা আবারও তাকায়, চোখাচোখি হয় দু'জনের। ঐশ্বর্য ধীর গতিতে এগিয়ে এসে রুমের লাইট অফ করে দেয়। আঁ'ত'কে উঠে উৎসা, ঐশ্বর্য

এসে বিছানায় বসে,একদম উৎসার সামনাসামনি। তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে উৎসার গাল স্পর্শ করে ঐশ্বর্য। “স্যরিউৎসা কাঁপছে, ঐশ্বর্য এমনিতেই তাকে মেরেছে, এখন দেখা যাবে আবারও গাল চেপে ধরবে।

“আপনি ভালোবাসেন না, তাহলে কেন থাকবো বলুন তো!”

ঐশ্বর্য বিরক্ত নিয়ে বলে।

“জাস্ট শাট ইওর মাউথ।”

ঐশ্বর্য উঠে গিয়ে জানালা খুলে দেয়। চাঁদের বাইরের ছোট ছোট লাইটের কৃত্রিম আলো এসে রুম কে আলোকিত করে তুলছে।

“এএ কী করছেন? আপনি যান আমার ঘর থেকে।”

“উঁহু।”

ঐশ্বর্যের ঘো’র লাগা কন্ঠস্বর.উৎসা বেশ বিরক্ত হয়, একে তো গালে, কপালে ব্যথা করছে তার উপর এসব আজেবাজে কথা।“সুইটহার্ট তোমাকে মিস করছি।”

উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। যত্তসব ঢং।

“আচ্ছা একা একা চলে এলে, কিছু হলে কী হতো?”

উৎসা ভাবলেশহীন ভাবে।

“হলে হতো অন্তত আপনার থেকে তো মু’ক্তি পেতাম!”

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো,উৎসা কে আকাশ দেখিয়ে বললো।

“ওই যে দেখো আকাশ,ওর বুকে কিন্তু একটাই চাঁদ। আচ্ছা চাঁদ কে তো সবাই ধরতে চায়। কখনও কী পেরেছে ধরতে?আর আকাশ কি কখনও চাঁদ কে ছেড়েছে? না তো।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কথা কিছুই বুঝলো না।

ঐশ্বর্য ফের বললো।

“ঠিক তেমনি, তোমাকে আমি ছাড়ছি না সুইটহার্ট।”

উৎসা ফুঁসে উঠে। অস’ভ্য লোক একটা।উৎসা দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল।

“আপনি বের হন আমার রুম থেকে আমি ঘুমাবো।”

ঐশ্বর্য শুনলো না।“কোনো ঘুম নেই,আজ আমরা রাত জাগবো।”

উৎসা চমকে উঠে।

“কীঈ?রাত জাগবো মানে?”

ঐশ্বর্য উৎসার কাছাকাছি গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে জানালার পাশে নিয়ে এলো।

“আজ এখানেই থাকব, কোনো ঘুম টুম নেই।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কোনো কারণই বুঝতে পারলো না।

আকাশে বড় একটা চাঁদ উঠেছে, রূপালী থালার মত চাঁদ।

“বিউটিফুল।”

ঐশ্বর্যের প্রশংসা শুনে নিষ্পলক তাকালো উৎসা।

” আপনি চাঁদের সৌন্দর্য দেখেন!”

ঐশ্বর্য মৃদু হাসলো।“হুঁ,আগে দেখতাম।মাম্মা থাকা কালীন চাঁদ রাত জেগে পার করতাম।মাম্মা সারা রাত জানালা খুলে বসে থাকত।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কথা গুলো মন দিয়ে শুনলো। লোকটা যেমন দেখায়,আসলে তেমন না।

“শুনো!”

ঐশ্বর্য ফিসফিসিয়ে বললো,উৎসা ভ্রু কুঁচকে নেয়।

“কী?”

ঐশ্বর্য উৎসার হাত টেনে কাছাকাছি নিয়ে এলো। কপালে গাঢ় একটা চুমু খায়।

“রেড রোজ যাওয়ার কথাটা আর কখনও ভাববে না। এটা আমার নিষেধ।”

উৎসা পিলে চমকে উঠে, ঐশ্বর্য তো তাকে ভালোবাসে। কিন্তু কেউ স্বীকার করে না?

“ভালোবাসেন?”

ঐশ্বর্য নাহুচ করলো।

“উঁহু।”

উৎসার বিগড়ে গেলো।

“ফা’জি’ল লোক একটা।সরুন।”উৎসা চলে যেতেই ঐশ্বর্য হাত টেনে ধরে,বুক বরাবর টেনে এলো।

“ইয়াক আপনার শরীর থেকে বি’শ্রী গন্ধ আসছে।”

ঐশ্বর্য ভ্রুকুটি করে নেয়। ঐশ্বর্য উৎসা কে জাপটে জড়িয়ে ধরে।

“ঘামের গন্ধ গায়ে মেখে নাও।”

উৎসা রাগে ঐশ্বর্য কে ধাক্কা দিল।

“সরুন। ঘুমাবো আমি।”

ঐশ্বর্য উৎসা কে তুলে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুয়ে দিল।“কী করতে চাইছেন?”

“উম্মাহ্উম্মাহ্।”

ঐশ্বর্য ঠাস ঠাস করে দু তিনটে চুমু খায়।উৎসা তব্দা খেয়ে গেল, ঐশ্বর্য উৎসার চিবুকে হাত ছুঁয়ে বলে।

“রাত জাগতে হবে।”

উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। ঐশ্বর্য বক্ষ স্থলে মধ্যে খানে উষ্ণ ছোঁয়া দিতেই কেঁপে উঠলো উৎসা।

“আপনি পাগল।”

“অফকোর্স,এখনো ডাউট আছে?”

ঐশ্বর্যের বাঁকা হাসি রাগের কারণ হচ্ছে উৎসার। ঐশ্বর্য উৎসার বুকে মাথা রেখে নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় শুয়ে রইলো।“তুমি কিছু বলবে? না কী আমি কিছু করব?”

আফসানা পাটোয়ারী রুমে এসে শহীদের উপর রাগ দেখাতে লাগলো। মেজা’জ বিগ’ড়ে গেলো শহীদের।

“নির্লজ্জ মহিলা, এবার তো কিছুটা লজ্জা করো।ছিহ্ আর কত? এবার সবাই কে রে’হাই দেও।”

আফসানা রিতিমত তম্বা খেয়ে গেলো।কেউ তো তাকে গুরুত্বই দিচ্ছে না!সূর্যের তপ্ত রশ্মি মুখে পড়তেই নাক মুখ কুঁচকে নেয় ঐশ্বর্য।মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো “ছ” শব্দটি,পাশের বালিশ টেনে মুখে উপর চেপে ধরে ফের ঘুমানোর ট্রাই করলো ঐশ্বর্য। তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ক হা’না দেয় উৎসার কথা, বিছানায় হাতরে উৎসা কে খোঁজার ট্রাই করলো।কিন্তু উৎসা বিছানায় নেই, ঐশ্বর্য

উঠে বসলো। অ্যালার্ম ঘড়িতে দেখলো সবে দশটা বাজে। ঐশ্বর্য ঘুম জড়ানো কণ্ঠে আওড়ালো।

“উফ্ রেড রোজ আরেকটু ঘুমাতে পারতো। কী দরকার ছিলো এত সকালে উঠার?”

ঐশ্বর্য বেশ বিরক্ত নিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

রান্না ঘরে সবার জন্য চা কফি তৈরি করতে ব্যস্ত উৎসা। কিন্তু মন তার অন্য কোথাও!এই তো ভোরের দিকে রুম থেকে বের হতেই আফসানা পাটোয়ারী আচমকা এসে উৎসা কে টেনে নিয়ে গেল।

তার উপর ছুড়ে দিলো বি'শ্রী সব প্রশ্ন।“কী রে এটা কী তুই বস্তি পেয়েছিস,যে যা ইচ্ছে করবি?”

উৎসা আফসানা পাটোয়ারীর কথায় তব্দা খেয়ে গেলো।

“কী বলছো এসব মামী?”

আফসানা পাটোয়ারী শা'সানোর সহিতে বলে।

“একদম ন্যা'কা'মি করবি না। ঐশ্বর্যের সঙ্গে রাত কাটিয়ে খুব ভালো লেগেছে বুঝি? এখন ওকে প'টানোর ধা'ন্দা করেছিস !”

উৎসার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, আফসানা কথায় ভেতর টা কেঁপে উঠছে তার।

“মামী আমি তোমাকে শেষ বারের মতো বলছি।আর কখনও আমাকে এসব বাজে কথা বলবে না।”

আফসানা পাটোয়ারী উৎসার দিকে তে'ড়ে আসে।সেই মূহূর্তে নিকি চলে এলো।“মা স্টপ ইট,কী করছো তুমি?”

নিকি কে দেখে থেমে গেল আফসানা পাটোয়ারী।

“উৎসা তুই এদিকে আয়।”

নিকি উৎসা কে নিয়ে যেতে লাগল, আফসানা চেঁচিয়ে উঠলো।

“আর কত দিন বাঁচাবি তুই আর তোর ভাই ওকে?”

নিকি ফোঁস করে শ্বাস টেনে বলে।

“যত দিন তুমি এমন করবে, ঠিক ততদিন আমরা ওকে বাঁচাবো।”

আফসানা পাটোয়ারী দাঁতে দাঁত চেপে স'হ্য করছে।

উৎসার ভাবনার মাঝে নিকি হাঁক ছেড়ে বলে।

“উৎসা বনু সবাই কে চা গুলো দিয়ে দে।”

উৎসা ব্যস্ত হাতে চায়ের কাপ গুলো নিয়ে রান্না ঘর থেকে বের হয়।এদিকে ঐশ্বর্য ঘুম থেকে উঠে ডিরেক্ট

ড্রয়িং সোফায় এসে বসলো। ইতিমধ্যে বাকিরা উপস্থিত ছিলো ওখানে, শুধু আফসানা পাটোয়ারী আর শহীদ বাদে।

“রিক ব্রো ঘুম কেমন হলো?”

জিসান আর কেয়া শব্দ করে হেসে উঠলো, ঐশ্বর্য বেশ ভালোই বুঝতে পারছে জিসান তাকে ঠিক কী বোঝাতে চাইছে?তবে ঐশ্বর্য কিছুই বললো না, হাত দিয়ে চুল গুলো ব্রাশ করতে লাগলো।চোখ ভর্তি এখনও ঘুম,তবে তার এখন ঘুমালে চলবে না।

ড্রয়িং রুমে এলো উৎসা,হাতে তার চায়ের ট্রে।চোখ গেলো সোফার দিকে, ঐশ্বর্য কে দেখে পিলে চমকে উঠে তার।

চোখাচোখি হয় দু’জনের,উৎসা তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।রাতের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল তার।ভাবতেই অবাক লাগছে,এই লোকটা সারা রাত বকবক করেছে। একটুও থামেনি! আশ্চর্য একটা মানুষ, এখন দিব্যি আয়েশ করে ঘুম থেকে উঠেছে। উৎসা এগিয়ে গিয়ে সবার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিলো।নিকি বলে।

“কী রে ভাইয়ের কফি আনিস নি?”

উৎসা এক পলক ঐশ্বর্য কে দেখে বললো।

“আমি ভেবেছিলাম হয়তো ঘুম থেকে উঠেনি। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।”

উৎসা দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে গেল, এইদিকে ঐশ্বর্য উঠে আবারও দুতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

কিচেন ঘরে গেল নিকি, রুদ্র,কেয়া , জিসান।

উৎসা সবাই কে এক সঙ্গে দেখা ভ্রু কুঁচকে নেয়।

“কী হয়েছে? সবাই এক সঙ্গে কিচেনে কী করছো?

নিকি গলা খাঁ’কা’রি দেয়।“উঁহু উহু, শুনলাম কেউ না কি কারো জন্য একে বারে জার্মানি থেকে ছুটে এসেছে! আচ্ছা ব্যাপার টা কি?”

উৎসা অস্বস্তিতে পড়ে গেল,কী বলবে বুঝতে! আমতা আমতা করে বলল।

“ককই?কী সব বলছো আপু?”

নিকি বুকে হাত গুজে দাঁড়ালো, রুদ্র ভ্রুকুটি করে বলে।

“আচ্ছা তাহলে তুই এভাবে বলবি না তাই তো!”

উৎসা পিটপিট করে তাকালো, রুদ্র কেয়ার দিকে তাকালো। কেয়া বড়সড় টা’স্কি খেলো, এখন কী তাকে চেপে ধরবে নাকি?

“হোয়াট হ্যাপেনিং গাইজ? তোমরা আমাকে ওভাবে কেন দেখছো?”

রুদ্র সুঁ’চালো দৃষ্টিতে ফেলে বলে।

“এই যে ফ্লা’র্টিং বা’জ তাড়াতাড়ি বলো তো ব্যাপারটা কী?”

রুদ্রর কথায় থতমত খেয়ে গেল কেয়া।

“আমি সত্যি জানি না।”নিকি তুড়ি মে’রে জিসান কে কাঠ কাঠ কণ্ঠে বলে।

“এই যে ইংরেজ সাহেব বলেন তো কাহিনী টা কী?”

জিসান কিছুই বললো না,সে যেনো পণ করেছে একটা কথাও বলবে না। রুদ্র কেয়ার দিকে দু কদম এগিয়ে যেতেই কেয়া পিছিয়ে গেল। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে, রুদ্র মনে হচ্ছে এক্ষুনি তাকে মে’রে দেবে।

“ওদের বিয়ে হয়ে গেছে,গড প্রমিজ এর বেশি আমি কিছু জানি না।”

রুদ্র থমকে গেল, এদিকে কিচেনে মিহি প্রবেশ করছিল। কিন্তু বিয়ের কথা শুনে চক্ষু চ’ড়কগাছ।

“কার বিয়ে হয়েছে?”

সবাই দরজার দিকে তাকালো,উৎসা শুকনো ঢুক গিললো।মিহি ভেতরে প্রবেশ করে, কেয়ার মুখের দিকে তাকায়।

“কী হচ্ছে এখানে?আর কেয়া কার বিয়ে হয়েছে?”

কেয়া কাচুমাচু করে বললো।“এক্সুয়েলি....

“আমি বলছি।”

উৎসা মাঝখান থেকে বলে উঠে। সবাই উৎসার মুখ থেকে শোনার জন্য তাকিয়ে আছে।

উৎসা একে একে সব কিছু খুলে বললো সবাই কে। ঐশ্বর্য আর উৎসার বিয়ের কথা শুনে, সবাই রিতিমত নির্বাক।

কারো মুখেই কোনো কথা নেই, আচমকা নিকি চেঁচিয়ে উঠলো।

“ও মাই গড সত্যি ভাইয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে? ইয়ে অ্যাম সো হ্যাপি।”

মিহি কিছুটা ভাবনায় পড়ে গেল। ঐশ্বর্যের সম্পর্কে উৎসা যতটুকু বলেছে তাতে একটু ভয়ে আছে মিহি। কোথাও ঐশ্বর্য উৎসা কে ছেড়ে দেবে না তো!“আপু প্লিজ তোমরা কেউ এখন বিয়ে নিয়ে আলোচনা করো না।”

রুদ্র আশ্চর্য হয়ে বললো।

“কেনো বোন তুই আর ভাই বিয়ে করেছিস এটা তো ভালো কথা।এটা লুকানোর কী আছে?”

উৎসা মলিন মুখে আওড়ালো।

“ওইটা ঐশ্বর্য ভাইয়ের সমস্যা।কে জানে কী করছে? অদ্ভুত!”

জিসান কেয়া খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো, জিসান বললো।

“তোমরা চলো আমি সবাই কে বলছি কেন লুকাচ্ছে মিস বাংলাদেশী?”

সবাই জিসানের সঙ্গে বাইরে গেলো।প্রায় দুপুর দেড়টার কাছাকাছি, বেলকনিতে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে ঐশ্বর্য। মিস্টার রাজেশ চৌধুরী কল করেছে তাকে।

“হোয়াট আর ইউ ডোয়িং ঐশ্বর্য? তুমি বাংলাদেশ গেছো? তাও দুবার!আনটিল ইউ টেল মি!”

“উফ্ কাম ডাউন আঙ্কেল ,হোয়াই আর ইউ প্যানিকিং সো মাচ?”

মিস্টার রাজেশ চৌধুরী হতাশ হলেন।

“ঐশ্বর্য তুমি জানো তো ওই মহিলা ওখানেই আছে! সো হাউ ক্যান ইউ গো?”

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।

“প্রবলেম নেই আঙ্কেল।ওই মহিলা কে এবার আমি ঠিক করেই যাবো।”

রাজেশ চৌধুরী ঐশ্বর্য কে নিয়ে টেনশনে পড়ে গেলেন। ছেলেটা তার বোনের এক মাত্র ছেলে, সেই তো দায়িত্ব পালন করছে।যদি ঐশ্বর্যের কিছু হয় তাহলে সে সত্যি কষ্ট পাবে।

ঐশ্বর্য আরো কিছুক্ষণ মিস্টার রাজেশের সঙ্গে কথা বললো। অন্তত বুঝতে চাইলো সে সেইফ আছে।

“আপনাকে খেতে ডাকছে।”রুমে প্রবেশ করে ঐশ্বর্য কে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, মিনমিনে গলায় বলল উৎসা।

ঐশ্বর্য ঘাড় বাঁ'কিয়ে তাকালো,উৎসা কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে। আচমকা ঠোঁট কা'ম'ড়ে হাসলো। হাসির কারণ বোধগম্য হলো না উৎসার।

“আপনি হাসছেন কেন?”

ঐশ্বর্য বুকে হাত গুজে বলে।

“তোমাকে দেখে।”

উৎসা থতমত খেয়ে গেল। আমাকে দেখে!

উৎসা নিজের ঘাড় গাল, হাত এসব দেখতে লাগল। কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?

উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়।"কী আ'বোলতাবোল বকছেন? মাথা কী পুরোই খারাপ হয়ে গেছে?"

ঐশ্বর্য সেকেন্ডের মতো ফোঁস করে শ্বাস টেনে নেয়। উৎসার কাছাকাছি গিয়ে মুখে লেগে থাকা ময়দা মুছে দেয়।উৎসা ঐশ্বর্যের কান্ড কারখানা কিছুই বুঝতে পারছে না।

"ডান।"

উৎসা নিজের গালে হাত বুলানো, কিছুক্ষণ আগেই রুটি বেলে শেষ করেছে।তাই হয়তো কিছুটা ময়দা লেগে গিয়েছে।

উৎসা ধরা গলায় বলল।

"থ্যাংকস।"

ঐশ্বর্য ঠোঁট টিপে হাসলো।

"রেড রোজ কে কিন্তু হলুদ রঙে একদম মানায় না। লালেই বেশ লাগে।"

উৎসা মৃদু কেঁপে উঠলো।কপাল কুঁচকে নেয়।

“সরুন তো!ভালোবাসতে তো পারেন না সবসময় আজেবাজে কথা বলতেই পারে।”

উৎসা রাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। ঐশ্বর্য অস্থির হয়ে উঠে।

“লাভ,আদেও কি কিছু আছে?কই ভালোবাসা যদি থাকতো তাহলে মিস্টার শহীদ তার মা কে হার্ট করতে পারতো না।”

দীর্ঘ শ্বাস ফেললো ঐশ্বর্য।যে সত্যি কনফিউজড,রেড রোজ কে কী সে লাভ করে?দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষে কেয়া সবাই কে নিয়ে উৎসাদের বাগানে গেলো। অনেক রকম গাছ আছে, বিশেষ করে ফুল গাছ। উৎসা আর সাবিনা পাটোয়ারী মিলে বেশিরভাগ ফুল গাছ লাগিয়েছেন। এখন সাবিনা পাটোয়ারী অসুস্থ হওয়ার পর থেকে উৎসা গাছ গুলোর যত্ন নেয়।

ঐশ্বর্য কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনছে।কেয়া বাগানবিলাস গাছের দিকে গেলো।

“ওয়াও,সো বিউটিফুল।”

কেয়া ফোন বের করে কয়েকটা ছবি তুলে নেয়। তৎক্ষণাৎ রুদ্র ওর কাছে চলে এলো।

“হেই ফ্লার্টিং বা’জ।”

কেয়া পুরুষালী কন্ঠস্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। রুদ্র তাকে কী সুন্দর অ'পমান করে দিলো।

"দেখুন মিস্টার হ্যান্ডসাম ভালো হয়ে যান। আমাকে এভাবে ইন্সাল্ট করতে পারেন না।"

রুদ্র ঠোঁট টিপে হাসলো।"ফ্লার্টিং বা'জ কে ফ্লার্টিং বা'জ বললেও দোষ?"

কেয়া এক প্রকার তে'তে উঠল।

"এই যে শুনুন আমি আপনার সিনিয়র। সম্মান দিয়ে কথা বলুন।"

রুদ্র আগের ন্যায় হাসে।

"ও হ্যাঁ, আমি শুনলাম তুমি আমার এক বছরের সিনিয়র। ইশ্ সো স্যাড।"

কেয়া মুখ বাঁ'কালো। রুদ্র কেয়া কে বিরক্ত করে বেশ মজা পায়।

"লিসেন নিকি, প্লিজ রাগ করো না।"

জিসান অনেক সময় ধরে চেষ্টা করছে নিকির সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু নিকি পাত্তাই দিচ্ছে না।সে মূলতঃ রেগে আছে ওর উপর, অবশ্য রাগ করাটা জায়েজ আছে।পর পর দু দিন নিকির ফোন আর না ম্যা'সেজ কোনোটার রি'প্লাই করেনি জিসান।

“যান তো,একদম ডিস্টার্ব করবেন না।”

নিকি নাক মুখ কুঁচকে কথাটা বললো। বেচারা জিসান অসহায় ফেইস করে তাকালো। নিকি পাত্তা না দিয়ে হনহনিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে গেলো।বেচারা জিসান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ফুল গাছ গুলোতে পানি দিয়ে দেয় উৎসা। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করে ঐশ্বর্য ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। উৎসা ধপসা করে গাছের পিছনে লুকিয়ে গেল।যত যাই হোক এই লোকটার সামনে একদম যাবে না সে।

“হ্যালো বেইবি।”

পিছন থেকে আচমকা ঐশ্বর্যের কন্ঠস্বর শুনে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে কাঁদায় মাখো মাখো হয়ে গেল।

“ইয়াক ইয়াক।”

ঐশ্বর্য উৎসার এমনতর অবস্থা দেখে, শব্দ করে হেসে উঠলো।

“রেড রোজ ইউ আর লুকিং সো ফানি।”

উৎসা ফুঁসে উঠলো।কাঁদায় মাখো মাখো হয়ে পড়ে আছে উৎসা। ঐশ্বর্যের হাসি যেনো থামছেই না,বেশ বিরক্ত হয় উৎসা। রাগে দুঃখে এক মুঠো কাদা তুলে ঐশ্বর্যের উপর ছুড়ে দেয়।

“ইয়াক,হোয়াট ডিড্ ইউ ডু?”

উৎসা মুখ বাঁকিয়ে বললো।

“আমাকে বিরক্ত করার সময় মনে ছিলো না! এখন দেখুন আর কী করি?”

উৎসা কথাটা বলতে বলতে ঐশ্বর্যের হাত ধরে টেনে কাঁদায় ফেলে দেয়। ঐশ্বর্য চমকে উঠে, এমনিতেই তার এলার্জি আছে।তার উপর এখন এভাবে কাঁদায় মাখো মাখো হয়ে গেল।

“স্টপ রেড রোজ।”

ঐশ্বর্য উঠে গেল,উৎসা কে টেনে তুললো। ঐশ্বর্য দ্রুত বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে।তার ইমিডিয়েটলি শাওয়ার নেওয়া প্রয়োজন।“তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে রিক।”

আফসানা পাটোয়ারী ঐশ্বর্যের রুমে এলো, ঐশ্বর্য আই প্যাড দেখছিল। আফসানা পাটোয়ারী কে দেখে ভ্রুক্ষেপ করলো না। কিন্তু আচমকা আফসানা পাটোয়ারী বলে তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়। ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে বলে।

“ফাইভ মিনিট.. যা বলার বলুন।”

আফসানা বিরক্তের রেশ টেনে বললো।

“তোমার প্রবলেম কী? কেনো এসেছো এখানে?বার বার কেন আমাদের বাড়িতে আসছো তুমি?”
ঐশ্বর্য এতক্ষণ যাবত আই প্যাডের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। কিন্তু এখন আই প্যাড ডিভানের উপর রেখে পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আফসানা পাটোয়ারীর দিকে।
“প্রথমত এটা আপনার বাড়ি নয় মিসেস মহিলা!আর সম্পর্কের টান যদি ধরি, তাহলে হয়তো এই বাড়িটা আমার ফুপা আর ফুপির তাই না!”আফসানা দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল।
“দেখো তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো! আর কোন অধিকারে থাকবে হ্যা? সবসময় সব কিছু ছি’নিয়ে নেওয়া যায় না।”
ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো।
“সিরিয়াসলি মিসেস মহিলা? আপনি বলছেন ছিনিয়ে নেওয়া যায় না! আচ্ছা অনেক গুলো বছর আগে যখন একজনের স্বামী কে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তখন মনে ছিল না?”
“ঐশ্বর্য!”

“আস্তে কথা বলুন। আমি যা বলছি একদম সত্য,সেই মহিলার কী অবস্থা করেছিলেন মনে পড়েছে?তার সবচেয়ে বড় সম্পদ নিয়ে নিয়েছেন। এখন আবার আরেকজনের বাড়িতে তারই পদবী নিয়ে ঘুরঘুর করছেন।শেইম অন ইউ মিসেস মহিলা।”আফসানা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো ঐশ্বর্যের দিকে তার মন চাচ্ছে এই ছেলে কে মে’রে ফেলতে। এত বড় সাহস তাকে অপমান করা!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব ঐশ্বর্যের আর আফসারর কথোপকথন শুনলো উৎসা।

মনের মধ্যে প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে,সে যতটুকু শুনেছে। ঐশ্বর্যের মায়ের সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পরেই আফসানার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে শহীদের। তাহলে এখন ওরা আবার এসব কী বলছে?সন্ধ্যার আকাশ, সূর্য মামা ডুবে যাচ্ছে। চারিদিক লালচে আভায় আর’ক্তি’ম হয়ে উঠেছে,পাখিরা ফিরছে নীড়ে।

এই সময়টায় ঐশ্বর্য ঘুমাচ্ছে,কী অদ্ভুত তাই না! মাগরিবের আজান কর্ণ স্পর্শ করতেই ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসলো ঐশ্বর্য।

সে বিরক্ত,খুব বিরক্ত।একই তো এখানে কমফোর্টেবল ফিল করছে না।তার উপর ইদানিং তার ঘুমও কম হচ্ছে। এলোমেলো চুল গুলো ঠিক করতে করতে বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো ঐশ্বর্য। মাথাটা ধরেছে,এই মুহূর্তে কড়া করে এক কাপ কফির প্রয়োজন তার। ঐশ্বর্য রুম থেকে বের হয় ড্রয়িং রুমের উদ্দেশ্যে। ড্রয়িং রুমে এসে থমকে গেল ঐশ্বর্য, সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি কে দেখে হৃদয় স্পন্দন দ্রুত গতিতে বেড়ে গিয়েছে।

এলোমেলো চুল গুলো কপালে ছড়িয়ে আছে,মুখে ক্লান্তির ছাপ।পরণের হালকা বাদামি রঙের ওড়না খানি দু'পাশে ঝুলছে। খুব সাধারণ সে, বাদামী রঙের সালোয়ার কামিজে অপূর্ব লাগছে। ঐশ্বর্য মৃদু হাসলো। উৎসা পাটোয়ারী,এক অদ্ভুত মেয়ে।এই মেয়ে কে দেখে বারংবার নিজেকে সংযত করতে অক্ষম ঐশ্বর্য। একেক সময় একেক রূপে নিজেকে প্রদর্শন করে এই মেয়েটি। এই তো জার্মানিতে জ্যাকেট জিন্স টপস্ পড়েছে।তাতেও বারবি ডল এর মতো লাগছিল।আর সেদিন রাতের লাল শাড়িতে নতুন ভাবে দেখিয়েছে। আর আজকে! একদম বাঙালি মেয়েদের মতো

সালোয়ার কামিজ।উৎসা এদিক থেকে ওদিক বারংবার যাচ্ছে আসছে,যার দরুন পায়ের নূপুরের ছন ছন শব্দ কানে তীব্র ভাবে লাগছে ঐশ্বর্যের।

আচমকা নিজের হাতে কারো স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে উৎসা। ঐশ্বর্য!হাত ধরেছে তার। উৎসা খানিকটা বিব্রত বোধ করছে।

“কী হয়েছে?”

ঐশ্বর্য অধর বাঁকিয়ে বললো।

“কিছু মিছু।”

উৎসা থতমত খেয়ে গেল,চোখ পা’কিয়ে বলল।

“অস’ভ্য।”

ঐশ্বর্য আশেপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ আছে কিনা? তবে কেউ থাকলেও পাত্তা দেয় না ঐশ্বর্য। আচমকা অদ্ভুত কান্ড ঘ’টিয়ে বসলো।টুপ করে উৎসার গালে চুমু খায়,চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল উৎসার।মনে হচ্ছে এখুনি মনি কোঠা থেকে বেরিয়ে আসবে।উৎসা মুখ খুলে কিছু বলতে,তবে তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য আবারও চুমু খেল। উৎসা যেনো মূর্তি হয়ে গেছে, এদিকে ঐশ্বর্য সিস বাজাতে বাজাতে কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল।

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবটা দেখে কেয়া ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। দৌড়ে বাইরে গেল সে, জিসান কে ঐশ্বর্যের কা'ন্ড বলতে।বের হতে গিয়ে ঘটলো আরও একটি বিপ'ত্তি। রুদ্রর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হাতে খানিকটা ব্যথা অনুভব করলো কেয়া।"উফ্ কী করছো মিস সিনিয়র!দেখতে পাও না নাকি?"

কেয়া ফুঁসে উঠে,একে তো ধাক্কা দিয়েছে,ব্যথাও সেই পেলো! এখন আবার বলছে চোখে দেখিনা?

"এই যে মিস্টার হ্যান্ডসাম একদম বাজে কথা বলবেন না।"

রুদ্র ঠোঁট টিপে হাসলো।কেয়া বিরক্ত হয়ে বলল।

"আমি তো জিসানের কাছে যাচ্ছিলাম, আপনি তো সামনে চলে এলেন।ডিসকাস্টিং।"

রুদ্র বেশ ভাব নিয়ে বললো।

"সিনিয়র আপনারে হে'ব্বি লাগতেছে।"

কেয়া ভ্রু কুঁচকে নেয়।

"হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হে'ব্বি?

"মানে বিউটিফুল,একটু বেশি সুন্দর।"

কেয়া চোখ গুলো ছোট ছোট করে নেয়।

"উঁহু, আমি আপনার সিনিয়র।"

রুদ্র হামি তুলে বললে।“ব্যাপার না, তবুও আপনাকে বাচ্চাদের মতো দেখতে।আর আমাকে আপনার সিনিয়র মনে হয়,তবে একটা কথা বলি। আপনার আমার জুটি কিন্তু সেই লাগবে।কি বলেন মিস সিনিয়র?”

কেয়া মুখ বাঁকিয়ে নেয়।

“হুউ ডার্টি ম্যান।”

“হেই।”

কেয়া যেতে যায়, রুদ্র ওর হাত ধরে। কেয়া নিষ্পলক তাকালো, রুদ্র ঠোঁট গোল করে চুমু ছু’ড়ে দেয়। কেয়ার ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল, শুকনো ঢুক গিললো সে।এই প্রথম ভেতরে ভেতরে কিছু ফিল হচ্ছে তার। এর আগেও অনেকবার সঙ্গে ডেটে গিয়েছে, আরো কত কী?সব কিছুই মজার ছ’লে করেছে। কিন্তু আজ প্রথম ভেতর থেকে কিছু অনুভব করছে সে।

“ছাড়ুন,ধুরা ধুরা পাগল মানুষ।”

রুদ্র কেয়ার কথায় শব্দ করে হেসে উঠলো। কেয়া দৌড়ে জিসানের কাছে যেতে লাগল। রুদ্র বুঝলো, মেয়েটা অবুঝ।যতই শরীরে বড় হোক! মনের দিক

থেকে এখনো বাচ্চা।“তুই কি সত্যি ঐশ্বর্যের সঙ্গে থাকতে চাস উৎসা?”

উৎসা নিজের রুমে কাপড় গুছিয়ে আলমারি থেকে রাখছিল।সেই সময় মিহি ওর রুমে এসেছে। হঠাৎ এমন প্রশ্ন শুনে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে উৎসা।

মিনমিনে গলায় বলল।

“হঠাৎ এই প্রশ্ন আপু?”

মিহি বিছানার কাছে বসলো।

“দেখ বোন আমি জীবনে যে ভুলটা করেছি,তা তোর জীবনে রিপিট হোক তা আমি চাই না।”

উৎসা বুঝলো,তার বোন এখনও নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া বি’শ্রী ঘটনা ভুলতে পারেনি।

“প্লিজ আপু তুমি এসব বলো না।ভুলে যাও সব কিছু।”

মিহি মলিন হাসলো,চাইলেই কি সব ভোলা সম্ভব?

“দেখ আমি সব আস্তে আস্তে ভুলার চেষ্টা করছি। এখন তুই বল,কী ব্যাপার ঐশ্বর্যের?”

উৎসা দীর্ঘ শ্বাস ফেললো,কি বলবে? ঐশ্বর্য তো তাকে ভালোই বাসে না।“কী রে চুপ কেন?বল?”

“জানি না আপু,তবে.......

“রেড রোজ কাম ফার্স্ট।”

ঐশ্বর্য উৎসার কথার মাঝখানে এসে উৎসা কে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।মিহি কিছুই বুঝলো না।

ঐশ্বর্য উৎসা কে রুমে এনে ডোর লক করে দেয়

“আরে কী করছেন?ছাড়ুন, সবসময় এত টানাটানি করেন কেন?”

ঐশ্বর্য উৎসার হাতের উল্টো পিঠ চুমু খায়।

“তুমি কাছে আসো না বলেই এত টানাটানি করতে হয় বেইবি।”

উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়।“সবসময় বাজে কথা বলেন।”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো। উৎসা নাক মুখ কুঁচকে বলে।

“আচ্ছা আমাকে কেন ডেকেছেন?”

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে বলে।

“এমনি, ভালো লাগছিল না,তাই ভাবলাম তুমি কিছুক্ষণ কাছে থাকো। তুমি কাছে থাকলে ভালো লাগে।”

“আচ্ছা তাই নাকি? আপনি আর আপনার বন্ধু গন, সবাই আস্ত পাগল।আর এই সব পাগল আমাদের বাড়িতে এসে হাজির।”ঐশ্বর্য বিছানায় গিয়ে বসলো। উৎসা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঐশ্বর্য বললো।

“সত্যি তুমি ভালো লাগছে না ইদানিং।”

উৎসা চুপসে গেল, তবুও কী এই লোকটা বলবে ভালোবাসে না?

“লাভ মি?”

ঐশ্বর্য চোখ বুজে জড়ানো কন্ঠে বলে।

“নো।”

“উঁহু,ইউ লাভ মি।”

“আই ডোন্ট লাভ ইউ!”

“সত্যি?”

“ইয়া।”উৎসা নিশ্চুপ, ঐশ্বর্য আর কিছু বললো না। কিয়ৎক্ষণ চললো নিরবতা। অতঃপর? অতঃপর ঐশ্বর্য টুকরো টুকরো চুমু খায় উৎসার ঘাড়ে । মৃদু কেঁপে উঠলো উৎসা, ঐশ্বর্য কে কিছুটা ধাক্কা দিলো। ঐশ্বর্য উৎসার পেট চেপে ধরে আরো জড়িয়ে নেয় নিজের বুকের সঙ্গে। ঐশ্বর্যের বেসামাল স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে

কেঁপে উঠছে উৎসা। ঐশ্বর্য ঠোঁট কা'ম'ড়ে হাসলো,উৎসা আবেশে চোখ বুজে নিঃশ্বাস টেনে নেয়।"ছাড়ুন, আমাকে ছুঁবেন না।"

"বাট হোয়াই? তুমি তো আমার ওয়াইফ।"

উৎসা ঐশ্বর্যের হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেল।

"ওয়াইফ ওই পেপারে, ইসলামী শরিয়তে কবুল বলিনি।যান সরেন।"

"হেই সুইটহার্ট.....

উৎসা দাঁড়ালো না, দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ঐশ্বর্য ভ্রু কুঁচকে নেয়। ইসলামী শরিয়তে কবুল! প্রয়োজন হলে বলিয়ে নেবে।"অ্যাম রিয়েলি স্যরি।নিকি প্লিজ আমার উপর অ্যাংরি হয়ে থেকো না!"

নিকি মুখ ঘুরিয়ে নিলো, জিসান আসার পর থেকেই তার সঙ্গে কথা বলার জন্য বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিকি তেমন একটা পাত্তা দেয়নি। ইভেন জিসানের সামনে পর্যন্ত খুব একটা যায়নি।

এই তো কিছুক্ষণ আগেই রুম থেকে বের হতেই জিসান কে দেখতে পেলো সে।নিকি বরাবরের মতো নিজের পথ বদলে বাইরের দিকে চলে গেলো। জিসান ওর পিছু পিছু যায়,নিকি হাঁটতে হাঁটতে

বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে। জিসান গুটি গুটি পায়ে এসে নিকির পিছনে দাঁড়ালো।“মাই অ্যাংরি বার্ড অ্যাম স্যরি।”

অ্যাংরি বার্ড শুনে ভ্রু কুঁচকে নেয় নিকি।

“আপনার সঙ্গে কথা বলব না আপনি। ইংরেজি সাহেব বলে নিজেকে সেলিব্রিটি ভাবা বন্ধ করুন।”

নিকির কথা শুনে ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেল জিসানের।সে সেলিব্রিটি ভাব নিয়ে ঘুরে?ও মাই গড!

“নো নো অ্যাংরি বার্ড তুমি ভুল বোঝচ্ছো।”

নিকি দুহাত বুকে গুজে বললো।

“ওহ্ তাই নাকি।তা কারো ম্যা’সেজের রি’প্লা’ই না দেওয়া,কল রিসিভ না করাকে কী বলে হ্যা? অবশ্যই সেলিব্রিটি,তাই তো এত ভাব নিচ্ছিলেন।”

জিসান অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো নিকির দিকে।মলিন মুখে বলে।“অ্যাম স্যরি।”

নিকি গললো না, জিসান বুঝতে পারছে না এই অ্যাংরি বার্ডের রাগ কি করে ভা’ঙাবে?

জিসান ফট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল,কান ধরে বাচ্চাদের মতো করে বলে।

“অ্যাম স্যরি অ্যাংরি বার্ড।”

নিকি চমকালো, ভীষণ হাসি পাচ্ছে তার।এই ছেলেটা বোকা। ইশ্ কী সব করে?

“আরে কী করছেন? উঠুন।”

নিকি জিসান কে টেনে তুললো। জিসান সূক্ষ্ম শ্বাস ফেললো।

“অ্যাংরি বার্ড তোমাকে মিস করেছি।”

নিকির মুখশ্রী জুড়ে লজ্জারা বিড় জ’মা’লো।

“পাগল।”

“ইয়া অফকোর্স। তোমার জন্য অ্যাংরি বার্ড।”

নিকি ফিক করে হেসে উঠলো।ল্যাপটপ নিয়ে বিছানায় বসে আছে ঐশ্বর্য। অনেক দিন ধরে অফিসের কাজ করেনি, আজকে কিছু কাজ এগিয়ে রাখবে বলে ভেবেছে। ঐশ্বর্যের পাশেই ফাইল নিয়ে বসে আছে জিসান।

“এই দেখ এই ফাইল গুলোতে কিছু ডিল এর ক’পি আছে।”

জিসান ঐশ্বর্যের দিকে ফাইল গুলো এগিয়ে দিলো, ঐশ্বর্য চোখ বুলিয়ে নেয় ফাইল গুলোতে।

“আচ্ছা তুই বরং যারা যারা আছে এই ফাইলে, ওদের একটা লিস্ট কর।আর ওইটা হ্যারেন কে পাঠিয়ে দে।”জিসান দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললো।

“হ্যারেন তো ছুটিতে আছে।”

ঐশ্বর্য বেশ বিরক্ত হয়।

“আচ্ছা তুই আগে লিস্ট কর, এরপর বাকিটা দেখছি।”

“ওকে।”

“আসবো?”

মিহি কফি হাতে দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। ঐশ্বর্য শান্ত ভাবে বললো।

“হ্যা এসো।”

মিহি ধীর গতিতে রুমে প্রবেশ করেছে।

“স্যরি তোমাদের ডিস্টার্ব করছি।এই যে তোমাদের কফি।”

মিহি ঐশ্বর্য আর জিসান দুজনের হাতেই কফি দিলো। জিসান সৌজন্য মূলক হাসলো।

“ঐশ্বর্য তোমাকে কিছু বলতে চাইছি!”ঐশ্বর্য কফি কাপে চুমুক দিয়ে বললো।

“হ্যা বলো।”

মিহি সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলে বললো।

" দেখো ঐশ্বর্য আমার বোন উৎসা কিন্তু খুবই সহজ সরল।ও ততটা প্যাঁ'চ বুঝে না। আমি যতটুকু শুনলাম তোমরা বিয়ে করেছো।"

ঐশ্বর্য সুঁচালো চোখ করে তাকালো।

মিহি ফের বলতে শুরু করলো।

"তুমি যদি সত্যি আমার বোন কে ভালোবাসো তাহলে আমার কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু যদি শুধু..... আমি কিন্তু চাই না আমার বোনের জীবন আমার মতো হোক।তাই আশা করি অন্তত একটু তুমি বুঝবে।"ঐশ্বর্য মাথা দুলালো।মিহি বের হয়ে গেল, জিসানও নিজের কাজে বের হলো।

ঐশ্বর্য বেশ বিরক্ত, সত্যি কী সে উৎসার সঙ্গে অন্যায় করছে?উৎসা একদম সাধারণ, নিজেকে অন্যদের মতো করতে চায় না।এই ব্যাপারটা বেশ টানে ঐশ্বর্য কে,সে চায় উৎসা সবসময়ের জন্য তার সঙ্গে থাকুক। কথা গুলো ভাবতেই ভেতরে থেকে দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এলো। ঐশ্বর্য বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো, চোখ গুলো গেল বাগানের দিকে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সামনের মেয়েটির দিকে।উৎসা ফুল গাছ গুলোতে পানি

দিচ্ছে,আশপাশটা পরিষ্কার করছে নিজে। ঐশ্বর্য এখানে আসার পরেই অনেক বার দেখেছে,মালি থাকতেও উৎসা নিজে গাছ গুলোর যত্ন নেয়।উৎসা জবা ফুলের কাছে গেল, আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ আছে কী না? যখন দেখলো কেউ নেই তৎক্ষণাৎ টুক করে ফুলে একটা চুমু খেল সে। ঠোঁট টিপে হেসে উঠলো, ঐশ্বর্য উপরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখলো।সেও মৃদু হাসলো।

ঐশ্বর্য একটু হতাশ, সত্যি ভুল করেছে।উৎসার প্রতি ফিলিংস টা বোঝাতে পারবে না কাউকে।তবে এটার নাম কি ভালোবাসা দেওয়া যায়?বাড়িতে নতুন অতিথি আসবে। আফসানা পাটোয়ারী বড় ভাইয়ের ছেলে মাহমুদ।সেই উপলক্ষে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে আফসানা পাটোয়ারী।

ঐশ্বর্য ওনার এইসবে সবসময় বিরক্ত বোধ করেন। অন্যের জীবন শেষ করে দিয়ে নির্ল’জ্জের মতো এখনও বেঁচে আছে।

রুমে প্রবেশ করতেই কপাল কুঁচকে নেয় ঐশ্বর্য। শহীদ আগে থেকেই ওর ঘরে বসে আছে।

“এ কি? আপনি এখানে কেন?”

শহীদ মিহি হাসলেন।

“তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।”

ঐশ্বর্য ডিভানের উপর গিয়ে বসলো।“যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। এমনিতেই আপনার কোনো কথা শুনার ইচ্ছে বা আগ্রহ নেই।”

শহীদ দীর্ঘ শ্বাস ফেললো,তবে সত্যি তার কথা বলাটা জরুরি।

“আচ্ছা ঐশ্বর্য সত্যি করে বলবে মনিকা কোথায়?”

ঐশ্বর্য খানিকটা অবাক হয়, কিছুটা বিব্রত বোধ করে। কিন্তু তা প্রকাশ করেনি, বরংচ মুখে গাম্ভীর্য টেনে বলে।

“মাম্মা কে আপনার এত কিসের দরকার? না মানে বুঝতে পারছি না! হঠাৎ আমার মাম্মার খবর নিচ্ছেন!”শহীদ কিছুটা বিব্রত বোধ করেন।

“দেখো ঐশ্বর্য,উনি তোমার মা হওয়ার আগে কিন্তু আমার ওয়াইফ।”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো,যা তাচ্ছিল্য বলে মনে হচ্ছে শহীদের কাছে।

“ওয়াইফ! সিরিয়াসলি! আমি সত্যি আজ অবাক হচ্ছি। আচ্ছা ওয়াইফ এটা আপনার আগে মনে ছিলো

না? আমাকে একটা কথা বলুন যখন আমার মাম্মা কে ছেড়ে চলে এসেছিলেন, তখন ওয়াইফ হয় উনি। এটা কি মনে ছিলো না!”

“দেখো ঐশ্বর্য.......

“চুপ করুন। আপনার সঙ্গে অহেতুক কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।চলে যান এখান থেকে।”

“কিন্তু ঐশ্বর্য মনিকা সত্যি মা’রা গেছে?”

ঐশ্বর্য রাগে ফুসে উঠে।

“সেগুলো আপনাকে বলতে বিন্দু মাত্র ইন্টারেস্ট নেই আমার।”

শহীদ আর কিছুই বলতে পারলো না। রুম থেকে বের হতেই ঐশ্বর্য ডিভানে সজোরে ঘু’ষি মা’রলো।এই লোকটা কে আর মিসেস মহিলা কে একদম স’হ্য করতে পারে না সে।কেউই বা স’হ্য করবে?ওরা দু’জন মিলে ওর মাম্মার জীবন শেষ করে দিয়েছে। ঐশ্বর্য চাইলেও ওদের কখনও ক্ষমা করতে পারবে না।ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য।

“উঁহু..

মেয়েলি কন্ঠস্বর শুনে মৃদু হাসলো ঐশ্বর্য।উৎসা এসেছে,তা বেশ বুঝতে পারছে ঐশ্বর্য।

“কী ব্যাপার জিসানের মিস বাংলাদেশী! হঠাৎ এত রাতে?”
রাত সাড়ে বারোটার কাছাকাছি।উৎসা কিছু জানতে চায় ঐশ্বর্যের কাছে থেকে তাই তো আসা।হাতে আছে দু কাপ কফি।উৎসা এগিয়ে গিয়ে ছাদে রাখা দোলনায় বসে পড়লো।
“এমনি ঘুম আসছিল না। তাই ভাবলাম ছাদে যাই! কিন্তু এখানে এসে তো দেখলাম আপনাকে,এই জন্য কফি নিয়ে এসেছি।”
ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো।
“তাই!”
উৎসা উপর নিচ মাথা দুলায়।কফি কাপ এগিয়ে দেয় ঐশ্বর্য কে।
“সুগার ফ্রি।”ঐশ্বর্য কফি কাপে চুমুক দেয়,উৎসা হাঁসফাঁস করছে।তার মনে হাজারো প্রশ্ন,সে গুলোর উত্তর চাই।
“বলছিলাম কী চলুন একটা গেইম খেলি!”
ঐশ্বর্য কপাল কুঁচকে নেয়।এই রাতবিরেতে গেইম?
“গেইম!”
উৎসা কফি কাপে চুমুক দিয়ে বলে।

“হুঁ হুঁ।দারুন একটা গেইম।খেলবেন আপনি?”

ঐশ্বর্য হা করে শ্বাস টেনে নেয়।

“ওকে।লেটস্ স্টার্ট।”

উৎসা খেলা বুঝিয়ে দেয়।

“ধরুন আমি আপনাকে প্রশ্ন করব! সেটার সত্যি সত্যি উত্তর দিতে হবে কিন্তু?আর আপনিও আমাকে প্রশ্ন করবেন,আমিও সত্যি সত্যি উত্তর দেব।”

ঐশ্বর্য বাঁ'কা হাসলো।“ওকে।”

উৎসা কিছুটা স্বস্তি পেলো।যাক লোকটা অন্তত ঘাড় ত্যা'রামো করেনি।

“তো আপনি আগে প্রশ্ন করুন?”

ঐশ্বর্যের মাথা দুষ্টু বুদ্ধি এলো।

“লাইফে কখনো কাউকে ফ্রেঞ্চ কিস করেছো?”

উৎসা বেজায় ক্ষে'পে গেল।কী শ'য়তা'ন লোক রে ভাবা!কী সব জিজ্ঞাস করে?

“কী হলো বলো?”

উৎসা ফুস করে উঠে।

“কখনও না। আমি কী কোনো ছেলেদের সঙ্গে মিশি নাকি? আশ্চর্য!”

ঐশ্বর্য উৎসা কে বিরক্ত করে বেশ মজা নিলো।

উৎসা বললো।

“এবার আমার টার্ন। আচ্ছা আপনার মা কোথায়?”ঐশ্বর্য মিহি হাসলো।সে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে উৎসা তার সম্পর্ক জানতে চায়।তাই তো এই রাতবিরেতে খেলার কথা বলেছে।অথচ অন্য সময় হলে ঐশ্বর্যের কাছাকাছি আসলেই ভয়ে সিঁ'টিয়ে যেতো উৎসা।

ঐশ্বর্য কফি কাপ রেখে উৎসার দোলনায় এসে বসলো।

“আমাকে জানার এত ইন্টারেস্ট?”

উৎসা চুপসে গেল, মিনমিনে গলায় বলল।

“আমি তো কনফিউশন দূর করতে চাচ্ছিলাম।”

ঐশ্বর্য উৎসার চুপসে যাওয়া মুখ দেখে টিপুনি কে'টে বলে।

“আহারে বেচারি!”উৎসা মুখ বাঁকিয়ে নেয়। ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।উৎসা অন্য দিক তাকিয়ে বলে।

“বলবেন কি না বলুন? না হলে আমি আমার বিউটিফুল ঘুম টা নষ্ট করে এখানে আসতাম না।”

ঐশ্বর্য উৎসার বাচ্চামো গুলো দেখলো। আচমকা পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে উৎসা কে।উৎসা

চমকালো,ভ'ড়কালোও বটে।"রেড রোজ তুমি অন্তত থেকে যাও! সবাই চলে গিয়েছে,অ্যাট লিস্ট তুমি থাকো।"

ঐশ্বর্যের কথা সব মাথার উপর দিয়ে গেল উৎসার। সবাই চলে গেছে মানে? আচ্ছা ঐশ্বর্যের কী হয়েছে? সে কী সত্যি খারাপ?নাকি তার আশেপাশের মানুষ গুলো তাকে খারাপ বানিয়েছে?সকাল সকাল পুরো বাড়িতে উৎসা কে নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। উৎসা কে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,এই কথাটি ঐশ্বর্যের কানে আসতেই রাগে গজগজ করতে করতে আফসানা পাটোয়ারীর রুমে গেল ঐশ্বর্য।

কাল বিকেলের কথা, উৎসা কিচেনে ছিল। আফসানা পাটোয়ারী ভেতরে গেলেন, এদিকে ঐশ্বর্য কফির জন্য কিচেনে যাচ্ছিল। কিচেনের দরজার কাছে যেতেই আফসানা পাটোয়ারীর কাঠ কাঠ কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো।

"তুই আর তোর এই প্রেমিকের অস'ভ্যতামো কিন্তু এই বাড়িতে চলবে না উৎসা!"

উৎসা আফসানার কথা শুনে রেগে গেল।“ভদ্র ভাবে কথা বলো মামী। তুমি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে বলতে পারো না।”

“একশো বার পারি,যদি বেশি তিড়িং বিড়িং করিস তাহলে জানে মে’রে ফেলব।কেউ কখনও খুঁজেই পাবে না।”

কথা গুলো মস্তিষ্কে হা’না দেয় ঐশ্বর্যের। আফসানা পাটোয়ারী রুমেই বসে ছিলেন, আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো ঐশ্বর্য।

“মিসেস মহিলা সত্যি করে বলুন উৎসা কোথায়?”

আফসানা পাটোয়ারী কিছুটা চমকে উঠেন।

“উৎসা কোথায় আমি কী করে বলব?”

ঐশ্বর্য দাঁতে দাঁত চেপে বললো।“দেখুন আপনার ফা’কিং ড্রামা বন্ধ করুন, বলুন উৎসা কোথায়?”

ঐশ্বর্যের চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেলেন আফসানা পাটোয়ারী।

“ঐশ্বর্য আমি সত্যি বলছি,উৎসা কোথায় আমি জানি না।”

ঐশ্বর্য বেজায় রেগে গিয়ে পাশের ফ্লাওয়ার বাস তুলে ছুড়ে ফেলে দিলো।

“আই সোয়ের উৎসার কিছু হলে আপনাকে জীবিত কবর দেব।”

আফসানা পাটোয়ারী শুকনো ঢুল গিললো, সত্যি তিনি জানেন না উৎসা কোথায়? হয়তো বলেছিল সে, কিন্তু তা শুধু উৎসা কে ভয় দেখাতে।ঐশ্বর্য পুরো বাড়ি থেকে শুরু করে আশেপাশে অনেক মানুষ কে উৎসার ছবি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু কেউই বলতে পারছে না উৎসা কোথায়? ঐশ্বর্য ভয়ে সিঁ’টিয়ে গেল। জিসান ঐশ্বর্যের এমনতর অবস্থা দেখে বলে।

“রিক কাম ডাউন।মিস বাংলাদেশী চলে আসবে।”

ঐশ্বর্য জিসানের কলার চেপে ধরে।

“আর ইউ ম্যাড? উৎসা কে কেউ দেখেনি জিসান! রেড রোজ কোথায় আছে আমি সত্যি জানি না। আচ্ছা ওর কিছু হয়নি?”

জিসান আশ্চর্য হয়ে গেল ঐশ্বর্যের আচরণে।“ব্রো আমাকে সত্যি করে বল তো ইউ লাভ মিস বাংলাদেশী অ্যাম আই রাইট?”

ঐশ্বর্যের মাথা কাজ করছে না,সে উ’ন্মা’দ হয়ে উঠেছে।

“উৎসা চাই আমার, কোথায় সে?”

রাস্তার মাঝখানে এমন চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের মানুষ আড় চোখে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। জিসান চিৎকার করে উঠল।

“আমার দিকে তাকা,লুট অ্যাট মি। তুই উৎসা কে ভালোবাসিস!”

ঐশ্বর্য প্রায় পাগল পাগল?কী বলবে না বলবে বুঝতে পারছে না!

“টেল মি রিক?তুই মিস বাংলাদেশী কে ভালোবাসিস?”

ঐশ্বর্য চিৎকার করে বলে।“ইয়েস,আই লাভ হার। ভালোবাসি ওকে,উৎসা কে ভালোবাসি আমি। অনেক ভালোবাসি,উৎসা কে এনে দে তুই। জিসান আই নিড...

“আমি জানি উৎসা কোথায় আছে!”

ঐশ্বর্য উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে।

“ককোথায় আমার রেড রোজ?টেল মি জিসান?”

“চল আমার সঙ্গে।”

ঐশ্বর্য দ্রুত গাড়িতে বসে গেল। জিসান বাড়ির দিকে যেতে বলে, ঐশ্বর্য বুঝতে পারছে না জিসান আবার কেন বাড়িতে যেতে বলছে?বাড়িতে পৌঁছানোর পর

পরই স্টোর রুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো ওরা।

নাসারন্ধ্রে কড়া পারফিউমের ঘ্রাণ আসতেই নড়েচড়ে উঠে উৎসা।সে বুঝতে পারে ঐশ্বর্য স্টোর রুমের দিকেই আসছে। কিন্তু ভেতরে আসার পর ঠিক কী হবে তার সঙ্গে?তা মোটেও আন্দাজ করতে পারছে না সে।

"তুই স্টোর রুমে নিয়ে এলি কেন?"

জিসান সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলে বলে।

"ভেতরে গেলেই দেখতে পাবি।"জিসান নিকির থেকে চাবি এনে দরজা খুলে দেয়, ঐশ্বর্য উঁকি দিতেই হালকা মেরুর রঙের সালোয়ার কামিজ পরিহিত মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐশ্বর্য উৎসা কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঐশ্বর্য পাগলের মতো গিয়ে জাপটে জড়িয়ে ধরে।

"জান জান কোথায় ছিলে?ম্যাড হয়ে যাচ্ছিলাম।"

ঐশ্বর্য আচমকা উৎসার মুখশ্রী হাতের আঁজলায় তুলে এলোপাথাড়ি চুমু খেতে লাগল। উৎসা ঐশ্বর্যের পাগলামি দেখে তব্দা খেয়ে গেল।"আই লাভ ইউ

সুইটহার্ট ,আই লাভ ইউ।আই লাভ ইউ,আই লাভ ইউ।”

উৎসার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী তাকে ভালোবাসে!

“আমাকে ভালোবাসেন?”

ঐশ্বর্য উৎসার কপালে গাঢ় চুমু এঁকে দেয়।

“অনেক ভালোবাসি। অনেক অনেক অনেক,আই লাভ ইউ।”

ভালোবাসা কথা গুলো শুনে হৃদয় স্পন্দন বেড়ে গিয়েছে উৎসার। লজ্জায় মিহিয়ে যাচ্ছে সে, সত্যি ঐশ্বর্য তাকে ভালোবাসে! ইশ্ কী লজ্জা?

“ইয়ে ইয়ে ফাইনালি।”

হৈ হৈ করতে করতে ভেতরে ঢুকে এলো কেয়া,নিকি, রুদ্র।মিহি বাইরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখছে।

ঐশ্বর্য ফাইনালি ভালোবাসার কথা বলেছে,এটা শুনে সবাই অন্তত খুশি।

নিকি ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্যে বললো।“ভাইয়া সত্যি তুমি আজ অবশেষে বললে।”

ঐশ্বর্য কপাল কুঁচকে নেয়। এতক্ষণ আবেগের ব’শে বললেও এখন হুঁ’শে ফিরেছে।

“ও এখানে কী করেছে? আমি তো বাড়ির প্রত্যেকটি রুম চেক করেছি। তাহলে ও এখানে কী করছে?”

ঐশ্বর্যের প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ করে গেল। সবাই মিলে প্ল্যান করেছিল উৎসা কে লুকিয়ে রাখবে,যাতে ঐশ্বর্য স্বীকার করে সে উৎসা কে ভালোবাসে। জিসান প্ল্যান করে ঐশ্বর্য বাড়ি থেকে বের হতেই উৎসা কে স্টোর রুমে থাকতে বলে।

“কী হলো বলো? উৎসা তুমি বলো এখানে কী করে এলে?আর আমি যখন পাগলের মতো খুঁজছিলাম তখন কী কেউ একবারের জন্যও বলেনি তোমাকে?”উৎসা অসহায় চোখে তাকায় জিসানের দিকে। জিসান ঐশ্বর্য কে বললো।

“ব্রো চিল,তুই আম খা আঁটি নিয়ে কেন টানাটানি করছিস? হোয়াই?”

ঐশ্বর্য তী’ক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

“কেয়া আমি তোর থেকে জানতে চাই,তুই অ্যাটলিস্ট সবটা বল।”

কেয়া ঐশ্বর্যের রাগ দেখে গড়গড় করে সব বলে দিলো। ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকাতেই,উৎসা চুপসে গেল।

“দদেখুন আমি তো শুধু....

“চুপ,যা কথা হবে রুমে।”

ঐশ্বর্য আচমকা উৎসার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে রুমের দিকে এগুতে লাগলো।“ভাইয়া কী করছো?”

নিকি রুদ্র কে বললো আটকাতে। রুদ্র চেষ্টা করে, কিন্তু ঐশ্বর্য থামলো না।

“কেউ আমাদের রুমে আসবে না।”

উৎসা ভয়ে কেঁদে উঠলো, সেদিন রাতে ঐশ্বর্যের থাপ্পড় খেয়ে ঘন্টার মতো বে'হুঁ'শ হয়ে ছিলো

“আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনার সঙ্গে যাবো না। জিসান ভাইয়া আমাকে বাঁচাও। প্লিজ প্লিজ।”

ঐশ্বর্য অগ্নি চক্ষুদয় জ্ব'ল'জ্ব'ল করছে,উৎসা আরো জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো।কেউ আসার পূর্বেই ঐশ্বর্য ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দেয়।রুম জুড়ে পিনপতন নীরবতা।

বিছানার এক পাশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা। হাত পা থরথর করে কাঁপছে তার।

“দেখুন আমি কিন্তু কিছুই......

“হুস কোনো কথা না।”

উৎসা শুকনো ঢোক গিললো, ঐশ্বর্যের কথা গুলো ভয়ংকর শুনাচ্ছে উৎসার কাছে। ঐশ্বর্য এক পা এগুতেই উৎসা আ'তং'কিত স্বরে বলল।

"অ্যাম স্যরি।"

ঐশ্বর্য উৎসার খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো।সফটলি উৎসার গালে হাত রাখলো,উৎসা ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য উৎসার গাল চেপে ধরে, ব্যথায় কঁ'কি'য়ে উঠলো উৎসা।"আহ্..

"এত টা ষ্টুপিড তুই? ভালোবাসার কথা শুনতে এভাবে গেইম খেললি আমার সঙ্গে?"

উৎসা ঐশ্বর্যের হাত সরানোর চেষ্টা করছে, ঐশ্বর্যের শক্ত হাত নড়াতে পারছে না।

"ব্যথা...

"হোক ব্যথা,যখন আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম তখন?হাউ ডেয়ার ইউ?এসব করার সাহস হলো কী করে তোর?"

উৎসা ফুঁপিয়ে কেঁদে দেয়। ঐশ্বর্য ছেড়ে দেয় উৎসা কে। উৎসা ফ্লোরে বসে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

“যা করেছি বেশ করেছি। একশো বার বেশ করেছি।”

উৎসার বেশ করেছি কথা টা আ’গু’নে ঘি ঢেলে দেওয়ার কাজটা করলো। ঐশ্বর্য এসে উৎসার কাঁধে সজোরে কা’ম’ড় বসিয়ে দেয়।“আহ্.. রাক্ষুসে মানুষ ছাড়ুন.. ব্যথা পাচ্ছি আমি!”

ঐশ্বর্য ছাড়লো না, দাঁত বসিয়ে দেয় নিজে। চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে হিসহিসিয়ে বলল।

“যা করেছি বেশ করেছি। এরপর আমার সঙ্গে ষ্টুপিড কাজকর্ম করতে আসলে ফলাফল খুব খারাপ হবে।”

“আপনার মত ক্যারেক্টারলেস মানুষ এসব ছাড়া আর কী পারে?”

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো,উৎসার সামনাসামনি ফ্লোরে বসে।

“আমি না হয় ক্যারেক্টারলেস। আমি মানি এটাই।বাট ইউ.... ক্যারেক্টারলেসের কাছ থেকে আই লাভ ইউ শুনতে ম’রিয়া হয়ে উঠেছে সুইটহার্ট!”

উৎসা ফুঁসে ওঠে।“কখনও না। ওইটা তো জিসান ভাইয়া বলেছিল বলে। আমি এখুনি গিয়ে সবাই কে বলছি আপনি আমাকে মে’রেছেন!”

উৎসা ত্বরিতে উঠে দাঁড়ালো, ঐশ্বর্য উৎসার ওড়নার শেষ অংশটুকু টান দিয়ে নিজের উপর এনে ফেলল তাকে।

“পা ভে’ঙ্গে দেব। ট্রাস্ট মি সুইটহার্ট যা বললাম এখন তাই করব।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কোলে বসে আছে,রাগে দুঃখে ঠাস করে বলে উঠে।

“ছাড়ুন আমায়, অস’ভ্য রিক চৌধুরী। আমি আপনার সঙ্গে থাকব না।”

ঐশ্বর্য উৎসার ফুলে যাওয়া নাকের ডগায় আলতো করে নিজের নাক ঘষে বলে।

“উই আর ম্যারেড সুইটহার্ট, এখন চাইলেও আমার সঙ্গে থাকতে হবে। না চাইলেও থাকতে হবে।আর হ্যাঁ যখন ভালোবাসি কথাটা বলিয়েই নিয়েছো, তাহলে ইটস্ মাই টার্ন।”

উৎসা লাফ দিয়ে কোল থেকে উঠে বসলো।“মানি না আপনার জার্মানির বিয়ে। আমি কখনও আপনার মত ক্যারেক্টারলেস কে বিয়েই করিনি।”

উৎসা সাফ সাফ বিয়েটা অস্বীকার করছে। ঐশ্বর্য উঠে উৎসার হাত দুটো পিছন থেকে চেপে ধরলো।

“দরকার হলে আবার বিয়ে করব। তোমার দেশী স্টাইলে, ওকে সুইটহার্ট! কিন্তু কিন্তু কিন্তু।এই বিয়ে শেষে কিন্তু এক মিনিটের জন্যেও ছাড় নেই তোমার রেড রোজ।”

উৎসা চমকে উঠে, অন্তর আ’ত্মা শুকিয়ে আসছে।

“করব না বিয়ে, সত্যি সত্যি বিয়ে করব না।”

ঐশ্বর্য উৎসার চুল থেকে স্মেল টেনে নেয়, অদ্ভুত সুবাস।নে’শা ধরে যাওয়ার মতো।সন্ধ্যার দিকে ড্রয়িং রুমে বড়সড় সমাবেশ বসেছে। বিশেষ করে শহীদ বেশ আগ্রহ নিয়ে বসে আছে, ঐশ্বর্য নিজ থেকে তাকে বলেছে থাকার কথা।সবার সামনে কিছু জরুরী কথা বলবে।

উৎসা কিছুই বুঝলো না,কই ঐশ্বর্য কে দুপুরে দেখে তো বোঝাই গেল না তার কোনো জরুরি কথা আছে কী না?

অদ্ভুত মানুষ, মূহুর্তে মূহুর্তে রূপ বদলায়।

সবাই বেশ আগ্রহ নিয়েই অপেক্ষা করছে ঐশ্বর্যের। মিনিট দশেক পরেই সদর দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে ঐশ্বর্য।ঐশ্বর্য কে দেখে চোখ আটকে গেল উৎসার,লোকটা সুদর্শন মানতেই হবে। দশ

পুরুষের মধ্যে একজন,উৎসার ভাবতেই লজ্জা লাগে এই লোকটা তাকে বিয়ে করেছে!“ঐশ্বর্য তুমি কী বলবে বলছিলে?”

সবাই অপেক্ষা করছিল ঐশ্বর্যের, অবশেষে সে এলো। ঐশ্বর্য আড় চোখে তাকায় উৎসার দিকে,উৎসা মুখ বাঁকিয়ে নেয়।

শহীদ ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্যে বলে।

“ঐশ্বর্য তুমি কি কিছু বলবে?”

ঐশ্বর্য সোফায় গিয়ে বসলো। দৃষ্টি তার সেন্টার টেবিলের উপর।

“দেখুন মিস্টার শহীদ, আপনার সঙ্গে কথা বলার কোনো ইন্টারেস্ট আমার নেই। তবুও মাম্মা তো আবার আপনাকে সম্মান করতো, সেই হিসেবে শুধু একটা কথাই আপনাকে জানিয়ে রাখি।”

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কী কথা বলবে তা শোনার জন্য।

ঐশ্বর্য গুরুগম্ভীর স্বরে বলল।“আমি উৎসা পাটোয়ারী কে মিসেস উৎসা ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী বানাতে চাই। আই মিন টু সে উৎসা কে বিয়ে করব।”

বিয়ে? রিতিমত তম্বা খেয়ে গেল উৎসা, আফসানা পাটোয়ারীর দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো। তিনি অ'গ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"তুমি সত্যি বিয়ে করতে চাও?"

শহীদের প্রশ্নে বিরক্ত হয় ঐশ্বর্য।

"তো আপনার কী মনে হচ্ছে? আমি কি আপনার সঙ্গে মজা করছি?"

শহীদ কিছুটা বিব্রত হলো। রুদ্র,নিকি, জিসান,কেয়া হৈ হৈ করে উঠলো।কেয়া আবেগের বশে রুদ্র কে হাগ করে ফেলে।"অ্যাম সো হ্যাপি।"

রুদ্র কিয়ৎক্ষণের জন্য থমকে গেল।কেয়া বুঝতে পেরে সরে গেল।

"স্যরি।"

রুদ্র মৃদু হাসলো।কেয়া ফের বললো।

"খবরটা দারুন ছিল।"

রুদ্র টিপুনি কে'টে বলে।

"স্পর্শটাও দারুণ ছিল।"

কেয়া কিছুটা লজ্জা পায়।

উৎসা সবার মাঝখানে বলে উঠে।

"করব না বিয়ে, আপনি অস'ভ্য রিক চৌধুরী।"

ঐশ্বর্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো।তাতে উৎসা পিছিয়ে গেল, দৌড়াতে লাগলো সিঁড়ির দিকে।

“রেড রোজ স্টপ।”

উৎসা থামলো না,ছুট লাগালো, ঐশ্বর্য ফের বললো।

“আই সে স্টপ।রেড রোজ লিসেন।”শহীদ মনে মনে খুশিই হলো,যাক অবশেষে বড় ছেলে তার বোনের মেয়েকেই বিয়ে করছে।এর মানে ঐশ্বর্য ওদের কাছাকাছি থাকবে।

আফসানা পাটোয়ারী মোটেও এই বিয়েতে সম্মতি দিচ্ছেন না। কিন্তু যেখানে সবাই রাজী সেখানে তিনি কিছু বললে সবাই তাকে চেপে ধরবে।

সফেদ পর্দা ভেদ করে সূর্যের আলো মুখে এসে পড়ছে উৎসার।চোখ মুখ খিঁচিয়ে বন্ধ করে নিয়েছে সে,উঠতে গিয়েও উঠতে পারলো না সে।এমন মনে হচ্ছে কোনো ভারী জিনিস তার উপর আছে। অন্ধকার রুমে অল্প বিস্তর আলোয় উৎসা ঐশ্বর্যের স্নিগ্ধ মুখশ্রী দেখতে পেলো।কী নিষ্পাপ! হয়তো মানুষ ঠিকই বলে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রতিটি মানুষকেই নিষ্পাপ মনে হয়। একদম বাচ্চাদের মতো,এই যে এখন উৎসার কাছে ঐশ্বর্য কে নিতান্তই বাচ্চা মনে হচ্ছে।

ঐশ্বর্য উৎসা কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে। উৎসা মৃদু কেঁপে উঠলো।“এই যে অস’ভ্য রিক চৌধুরী সরুন। আমার উপর থেকে সরুন।”

ঐশ্বর্য ঘুম জড়ানো কন্ঠে বলে।

“বেইবি সামথিং নিডস্।”

উৎসা অবাক চোখে তাকায় ঐশ্বর্যের দিকে। কত নির্লজ্জ এই লোক।

এই তো কাল রাতেই নিজের রুমে গিয়েছিল উৎসা ঘুমানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐশ্বর্য উৎসা কে গিয়ে নিয়ে আসতে লাগল,উৎসা আসতে না চাইলে এক প্রকার কোলে তুলে নিয়ে এসেছে। এরপর নিজের রুমে এনে সেই বুকে যে শুয়েছে,আর নামার নাম নেই।

“ছিহ্ ছিহ্ কী বলছেন এসব?এই উঠুন আমার উপর থেকে।”

ঐশ্বর্য উৎসার ঘাড়ে নাক ঘসতে লাগলো।

“উফ্ সুইটহার্ট তোমার বডি স্মেল টানে।”

উৎসা থতমত খেয়ে গেল।

“নির্লজ্জ।”ঐশ্বর্য উৎসার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে, এদিকে উৎসা বেচারি এভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত।

“ছাড়ুন ছাড়ুন। সকাল হয়ে গেছে।”

ঐশ্বর্য ছাড়লো না,উৎসা কে টেনে নিজের পেটের উপর তুলে নেয়।

“বেইবি সামথিং সামথিং।”

উৎসা ঐশ্বর্যের বুকে কি’ল বসিয়ে দেয়।

“এত কিসের সামথিং সামথিং আপনার? ক্যারেক্টারলেস মানুষ, করব না আমি বিয়ে।”

ঐশ্বর্য উৎসার হাতের আঙ্গুলে কা’ম’ড়ে দেয়, মৃদু কঁকিয়ে উঠলো উৎসা।

“উফ্ ব্যথা পাই আমি।”

ঐশ্বর্য সিল্কি চুল গুলো পিছনে ঠেলে দেয়। উৎসার কোমর জড়িয়ে ধরে।

“আমার ফার্স্ট নাইট এখনো হয়নি।আই কান্ট কন্ট্রোল।”

উৎসা ঐশ্বর্যের মুখ চেপে ধরে।

“আরে বেশরম কী বলেন এসব?”উৎসা ঐশ্বর্যের পেট থেকে নেমে বিছানায় বসলো, নিজের ওড়না টেনে গায়ে জড়ায়। ঐশ্বর্য উঠে উৎসার ওড়না টেনে সরিয়ে দেয়। গলায় মুখ গুজে দিতেই উৎসা ঐশ্বর্যের ভারে কিছুটা কাত হয়ে গেল।

“সকাল হয়ে গেছে রিক চৌধুরী, এবার সরুন।”

ঐশ্বর্য অ্যালার্ম দেখলো,সবে সাড়ে পাঁচ টা বাজে।এটা কী সকাল নাকি ভোর?

“বেইবি এখনও সকাল হয়নি।আরেকটু ঘুমাই?”

উৎসা ঐশ্বর্যের হাত সরিয়ে ফলে।

“তো ঘুমান কে মানা করেছে? আমি যাই।”

ঐশ্বর্য উৎসা কে টেনে আবার বিছানায় শুয়ে ওর উপর নিজের শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দেয়।

“আমার সাথে তুমিও ঘুমাবে সুইটহার্ট।যদি একটুও ডিস্টার্ব করলো তাহলে খেয়ে নেব তোমাকে।”

উৎসা হাঁসফাঁস করছে। লোকটা দারুণ নির্ল’জ্জ, ঐশ্বর্য উৎসার ললাটে চুমু খায়। মৃদু কেঁপে উঠলো উৎসা।ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে পুরো বাড়ি,আজ আফসানা পাটোয়ারীর ভাইয়ের বড় ছেলে মাহমুদ আসবে।

সেই হিসেবে আয়োজন করেছেন উনি, এদিকে ঐশ্বর্য সোফায় বসে বসে মিসেস মহিলার কাজ কর্ম দেখছেন। কিন্তু তা বুঝতে দিচ্ছে না আফসানা কে,আই প্যাড হাতে নিয়ে ভিডিও গেইম খেলতে ব্যস ঐশ্বর্য।

উৎসা সবে দুতলা থেকে নেমে এলো,এর মধ্যে আফসানা পাটোয়ারী হু’কু’ম করলো।
“এই শুন তাড়াতাড়ি রান্না চাপা,আজ গেস্ট আসছে। আর গেস্ট রুম পরিষ্কার করে রাখবি।”
উৎসা সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলো, ঐশ্বর্য চোয়াল শক্ত করে নেয়।আই প্যাড সোফার উপর রেখে উৎসার ওড়নার অংশ টেনে ধরে।“কী হচ্ছে এসব? এটা ড্রয়িং রুম, তোমার বেড রুম নয় ঐশ্বর্য!”
ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।
“মিসেস মহিলা বেড রুম হোক বা ড্রয়িং রুম বউটা তো আমারই!বাই দ্যা ওয়ে আমার বউ কে হু’কু’ম করার আপনি কে?হো আর ইউ?”
উৎসা ফিসফিসিয়ে বললো।
“প্লিজ ঝামেলা করবেন না।”
ঐশ্বর্য চোখ রাঙিয়ে তাকালো,উৎসা মূহুর্তে চুপসে গেল।
“ঐশ্বর্য তুমি ভুলে যাচ্ছো উৎসা আমাদের উপর নির্ভর, আমাদের টাকায় খায় আমাদের......
“নো নো ভুল বললেন আপনি।”

আফসানা পাটোয়ারী কে থামিয়ে বললো ঐশ্বর্য। আফসানা বুঝলো না ঐশ্বর্যের কথা।
“মানে?”
ঐশ্বর্য তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।“আপনি ঠিকই বলেছেন, নির্ভর, খাওয়া সবই ঠিক।তবে এখানে উৎসা নয়, আপনি আছেন। আপনি উৎসার উপর নির্ভরশীল, ওদের বাড়ি, ব্যবসা থেকে শুরু করে সব কিছু ভো’গ করছেন।”
আফসানা দাঁত কটমট করলেন। ঐশ্বর্য তাকে অপমান করছে তা স্পষ্ট।
“আমি আপনাকে লাস্ট ওয়া’র্নিং দিচ্ছি। আজকের পর যদি আমার ওয়াইফ কে কোনো রকম অর্ডার করেন। তাহলে সত্যি খুব খারাপ হয়ে যাবে!”
আফসানা বলে উঠে।“তাহলে ও কী বসে বসে খাবে? এটাই চাও তুমি?”
ঐশ্বর্য আরাম করে সোফায় বসলো,তবে এখনও উৎসার ওড়না ছাড়লো না।
“আমার ওয়াইফ বসে বসে খাবে না কী কাজ করে খাবে সেটা আপনার দেখার বিষয় না।আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমিই উৎসার বদলে আপনাকে

বাড়ি থেকে বের করে দেব।আর হ্যাঁ ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করবেন না,এইটাও আমি সামলে নিতে পারব।”আফসানা পাটোয়ারী চুপসে গেলেন,এই ঐশ্বর্যের উপর ভরসা নেই তার। দেখা গেল সত্যি সত্যি ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।আর এই বাড়ি থেকে বের করে দিলে কী হবে আমার?

আফসানা নানা চিন্তা ভাবনা করে দ্রুত পায়ে দুতলায় চলে গেল।

“আপনি কেন ঝামেলা করছেন?”

ঐশ্বর্য উৎসার ওড়না ছেড়ে দিল।“নেক্সট টাইম অন্যদের কাজ করতে দেখলে ট্রি’গার পয়েন্টে রেখে শুট করে দেব।”

উৎসা শুকনো ঢোক গিললো। অদ্ভুত মানুষ,পদে পদে রূপ বদলায়।

বিকেলের দিকে বাড়ি সাজানো হয়েছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থাও সব হয়ে গেছে।কিয়ৎক্ষণ পর মাহমুদ এলো,উৎসা মাহমুদের থেকে সবসময় কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখে। অবশ্যই তার কারণ আছে, মাহমুদের আচরণ অদ্ভুত রকমের। বরাবরই উৎসা কে বাজে ভাবে ছুঁতে চায় মাহমুদ, কিন্তু উৎসা সরে

এসেছে।উৎসা এ কথা গুলো আফসানা পাটোয়ারী কে বলেছিল। কিন্তু আফসানা উল্টো উৎসা কে দোষ দিয়েছে।

ড্রয়িং রুমের এক কোণে সোফায় বসে জিসান আর ঐশ্বর্য ভার্সেসে গেইম খেলছিল।নিকি আর কেয়া গল্প করছে,উৎসা দুতলায় আছে।

মাহমুদ আসতেই আফসানা পাটোয়ারী এগিয়ে গেল।"মাহমুদ আয় বাবা আয়।"

ঐশ্বর্য আড় চোখে একবার দেখলো মাহমুদ কে। কেমন জানি একটা,মুখে দাড়ি ভর্তি।আর আশ্চর্যের বিষয় হলো ওর হাসি, কথায় কথায় ভ্যাবলার মত হাসছে।

"কেমন আছো ফুপি?"

"এই তো ভালো,তুই কেমন আছিস বাবা?"

"আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।ফুপা কোথায়?দেখছি না যে!"

"উনি উপরের রুমেই আছে।তুই আয় ভেতরে।"মাহমুদ ভেতরে গেল,তবে ঐশ্বর্য, কেয়া, জিসান কে চিনতে পারলো না। মাহমুদ কী সোফায় বসলো,নিকি কে উদ্দেশ্য করে শুধায়।

“কী রে নিকি ওরা কী তোর ফ্রেন্ড?”নিকি জোরপূর্বক হাসার চেষ্টা করে বলে।

“না মা তোমাকে বলেনি?উনি হলেন ঐশ্বর্য ভাইয়া।”

ঐশ্বর্য নাম শুনেই মাহমুদ বুঝতে পারে শহীদের আগের পক্ষের ছেলে।

“ওহ্।”

“আর ওরা হলো ভাইয়ের ফ্রেন্ড।”

মাহমুদ কে সবাই অদ্ভুত চোখে দেখে। ছেলেটাকে দেখেই কেমন অদ্ভুত লাগছে।

তৎক্ষণাৎ উৎসা ড্রয়িং রুমে নেমে এলো। মাহমুদ ওকে দেখে বিশ্রী হাসলো,উৎসা শুকনো ঢোক গিলে।

মাহমুদ উঠে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল,উৎসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে।“উৎসা কেমন আছো তুমি?”

ঐশ্বর্য এসে মাহমুদের হাত ধরে।

“হাই, আমাদের সঙ্গে পরিচিত হও।”

উৎসা আড় চোখে তাকায় ঐশ্বর্যের দিকে, ঐশ্বর্য ইশারা করে যাওয়ার জন্য।উৎসা গুটি গুটি পায়ে সোফার দিকে এগিয়ে গেল। মাহমুদ দেখলো,সে তো উৎসার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু মাঝখানে এই ছেলে কেন এলো?

ঐশ্বর্যের থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয় মাহমুদ। ঐশ্বর্য গিয়ে নিজ স্থানে বসে পড়লো,একদম উৎসার সামনাসামনি।

দৃষ্টি তার উৎসার দিকে, এদিকে উৎসা ঠিক মতো তাকাতে পারছে না। এলোমেলো দৃষ্টি ফেলছে আশেপাশে।

উফ্ এইই লোক টা অদ্ভুত তো! তাকিয়ে আছে তো আছেই,চোখ সরাচ্ছে না পর্যন্ত।

এবার উৎসার বেশ অস্বস্তি লাগছে,সে উঠে আবার দুতলার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। ঐশ্বর্য আই প্যাড রেখে উৎসার পিছু পিছু যেতে লাগে। কেয়া ঠোঁট টিপে হাসলো।“আজব তো এখন কী চোখ দিয়ে গিলে খাবে? আহ্...

ভাবনার মাঝখানে কেউ একজন হেঁচকা টানে নিজের কাছাকাছি নিয়ে নেয় উৎসা কে।

“অস'ভ্য রিক চৌধুরী সবসময় এত টানাটানি করেন কেন?”

ঐশ্বর্য আচমকা উৎসার ওষ্ঠাদয় আঁ'ক'ড়ে ধরে। উৎসা কিছু বোঝার আগেই ঐশ্বর্য অধর চুম্বনে ব্যস্ত হয়ে উঠে। উৎসা ঐশ্বর্যের বাহুতে ধাক্কা দেয়, কিন্তু ঐশ্বর্য

নড়লো না। ঐশ্বর্যের হাত বিচরণ করছে উৎসার কোমড়ের ভাঁজে ভাঁজে। উৎসা কেঁপে কেঁপে উঠছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে এই বুঝি।

ঐশ্বর্য কে আবারও ধাক্কা দেয় উৎসা। ঐশ্বর্য মিনিট দশেক পর উৎসার ঠোঁট ছেড়ে দেয়, কপালে কপাল ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস টেনে নেয়।ঐশ্বর্য আবারো উৎসার দিকে তাকালো। উৎসা কাঁপছে, এলোমেলো দৃষ্টি ফেলছে ঐশ্বর্যের দিকে। ঐশ্বর্য আবারো অধর চুম্বন করতে চায়, কিন্তু উৎসা ঐশ্বর্যের ঠোঁট চেপে ধরে।

“সুইটহার্ট আরেকবার প্লিজ।”

“ছাড়ুন আমায়।”

“প্লিজ প্লিজ লাস্ট বার প্লিজ প্লিজ।”“বিয়ে করবি না মানে?আই উইল কি’ল ইউ, শেষ করে দেব।”

ঐশ্বর্যের দাবাং হাতের থা’প্প’ড় খেয়ে ফ্লোরে লু’টিয়ে পড়ে আছে। ঠোঁট কে’টে র’ক্ত বের হচ্ছে।

ঐশ্বর্য ক্লান্ত স্বরে বলল।

“সুইটহার্ট তুই আমাকে রাগাস কেন?”

উৎসা চোখ বুজে লম্বা নিঃশ্বাস টেনে নেয়। ঐশ্বর্য ভীষণ ভ’য়ংকর,এই তো কিছুক্ষণ আগেই মাহমুদ ডিরেক্ট উৎসার রুমে চলে এলো তার সঙ্গে কথা

বলতে। উৎসা মাহমুদ কে দেখে প্রচন্ড রাগ হয়।“একী মাহমুদ ভাইয়া আপনি আমার রুমে কেন?”

মাহমুদ বি’শ্রী হাসলো।

“উৎসা আমি তো তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।”

উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়।

“দেখুন ভাইয়া আপনি প্লিজ রুম থেকে বের হন।”

মাহমুদ চট করে উৎসার হাত ধরে ফেলল।

“উৎসা বিশ্বাস করো তোমাকে দেখলে হুঁ’শ থাকে না।”

“অস’ভ্য ছাড়ুন আমার হাত?”

“না জানু তোমাকে এত্ত সহজে কী করে ছাড়ি?”উৎসা নিজের হাত টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো,যেই মাহমুদের গালে চ’ড় দিতে যায় তৎক্ষণাৎ মাহমুদ ওর হাত ধরে ফেলে। অদ্ভুত ভাবে স্পর্শ করে, মোলায়েম ভাবে ছুঁতে লাগলো।

“নির্ল’জ্জ ছাড় আমার হাত।”

উৎসা মাহমুদ কে সজোরে লাথি দিয়ে দরজার উপর ফেললো।

“আর যদি কখনও আপনাকে আমার রুমে দেখি তাহলে......

আর কিছু বলার আগেই ঐশ্বর্য কে দেখতে পেলো উৎসা, তৎক্ষণাৎ মাহমুদ বেরিয়ে গেল।

মাহমুদ বের হতেই দরজা লক করে দেয় ঐশ্বর্য। আচমকা উৎসা কে সজোরে থা'প্প'ড় বসালো।

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।“আপনার সঙ্গে থাকব না আমি, আমি আপনাকে বিয়ে করব না।”

বিয়ে করবে না! কথাটা ঝং'কার তুললো ঐশ্বর্যের কানে,আবারো গালে পড়লো ঠাস করে। এবারে টাল সামলাতে না পেরে ফ্লোরে পড়ে গেল উৎসা।

“সুইটহার্ট ভালো যখন বাসতে বাধ্য করেছো তাহলে তো এখন বিয়ে করতেই হবে! অন্য মেয়ে হলে জাস্ট একটা রাত ইউজ করে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু ইউ! তুমি ভালোবাসতে ফোর্স করেছো, এবার থাকতে তো হবেই।”উৎসা শব্দ করে কেঁদে উঠলো,ব্যথা পেয়েছে সে।গাল দুটো লাল হয়ে আছে।

“খারাপ মানুষ কোথাকার! আমার গাল ফা'টিয়ে দিল।”

ঐশ্বর্য উৎসার সামনে ফ্লোরে বসে পড়লো। উৎসা কে টেনে বসালো।

“বেইবি সামথিং নিডস্।”

উৎসার প্রচুর রাগ হলো ঐশ্বর্যের উপর,লোকটা এই মাত্র এত গুলো বকা দিয়েছে,মে’রেছে। এখন আবার বলছে সামথিং?

“আমি বাইরে যাবো,সরুন।”

ঐশ্বর্য ছাড়লো না,উঠে দাঁড়ালো।উৎসাকেও টেনে তুলে।উৎসা সরে যেতে নিলে ঐশ্বর্য ডান হাতে উৎসার কোমড় টেনে ধরে।

“আই লাভ ইউ।”উৎসার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, শ্বাস আটকে আসছে। ঐশ্বর্য উৎসার লম্বা চুল গুলো ঘাড়ের সাইড থেকে সরিয়ে সেখানে নিজের ঠোঁট ছুঁয়ে দেয়।

“কাম অন রেড রোজ আই কান্ট কন্ট্রোল মাইসেল্ফ।”

উৎসা ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠলো।

“আ,, আমি যাই।স,, সবাই খারাপ ভাববে!”

ঐশ্বর্য তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে উৎসার পেটে স্লাইড করলো।

“ডু সামথিং সুইটহার্ট। আমি সামলাতে পারছি না নিজেকে।”

উৎসা দু পা উঁচু করে ঐশ্বর্যের কপালে চুমু খায়।“ওকে?”

“উঁহু।”

উৎসা আবারো ঐশ্বর্যের দু গালে চুমু খায়।

“এখন?”

“উঁহু।”

ঐশ্বর্যের আবার নাহুচে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেল উৎসা। কিছু একটা ভেবে উৎসা ঐশ্বর্যের বুকের কাছের ট্রি শার্ট অল্প একটু উপরে তুলে কালো তিলটাতে চুমু খায়।

ঐশ্বর্যের বুকের মাঝখানে তিল আছে,সেটা গত কাল রাতে দেখেছে উৎসা।

“এবার?”

“হুঁ, উম্মাহ্।”মনিকা চৌধুরী বাংলাদেশের মেয়ে হলেও বড় হওয়া তার জার্মানিতে। পড়াশোনা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই প্রথম ছিলেন, কিন্তু কে জানতো জীবন যু’দ্ধে পিছনে যাবেন?

সাল ১৯৯১ প্রথম বার জার্মান পা রেখেছিল শহীদ নামে এক বাংলাদেশী।মনিকাদের কোম্পানিতে চাকরি করে, মনিকা মাঝে মাঝে অফিসে যেতো। ভাই রাজেশ চৌধুরী এবং মনিকা চৌধুরী দু'জনে মিলে এত বড় বিজনেস দাঁড় করায়।

বছরের মধ্যে মনিকা আর শহীদের মধ্যে সম্পর্কের শুরু হয়।যেহেতু মনিকা বাংলাদেশী মানুষ পছন্দ করতো সেই জন্য শহীদ আরো বেশী মন কা'ড়ে মনিকার। কিন্তু কে জানতো শহীদ তার থেকে অনেক কিছু চেপে যাবে?বছর ঘুরতে লাগলো, এদিকে মনিকা আর শহীদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো।

মনিকা যখন প্রেগন্যান্ট সেদিন খুশির অন্ত নেই মনিকার।

সে চেয়েছিল শহীদ কে সারপ্রাইজ দিতে, এদিকে শহীদ ভীষণ ভাবে মানসিক চাপে ছিলো।তার এক্স গার্লফ্রেন্ড আফসানা,যার সঙ্গে কিছু দিন আগেই ব্রেক আপ হয়েছে। কিন্তু এখন শহীদের জীবনে আবার ফিরতে চাইছে আফসানা।

শনিবার দুপুরে মনিকা শহীদ কে নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে পৌঁছায়।“মনিকা আমরা এখানে কেন?”

মনিকা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো।

“ডিয়ার আমি চাই আমাদের বিয়ে হোক।”

শহীদ অস্বস্তিতে পড়ে গেল।

“কিন্তু এভাবে কাউকে না জানিয়ে!”

“ওহ্ কাম অন শহীদ আমরা পড়ে আবার বড় করে সেলিব্রিট করে ফাংশন অ্যারেঞ্জ করে সবাইকে জানাবো।”শহীদ মিহি হাসলো, সত্যি তো মনিকা কে সে কত ভালোবাসে! আর মনিকাও কতটা ভালোবাসে!এভাবে একটা মেয়ে কে ঠকানো উচিত হবে না।

শহীদ সেইদিন মনিকা কে বিয়ে করে। মনিকা খুব বড় একটা ফাংশন অ্যারেঞ্জ করেছে পরের দিন,যাতে জানাতে পারে সে প্রেগনান্ট। কিন্তু ঘন কালো মেঘ ছেয়ে যায়, শহীদ পরের দিনই বাংলাদেশ ব্যাক করে। অথচ মনিকা কে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

মাস কয়েক দিনের মধ্যে ফিরবে বলে শহীদ ফিরলো না, মনিকা আস্তে আস্তে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো,সে জেদ করলো বাংলাদেশ যাবে। কিন্তু মিস্টার রাজেশ চৌধুরী বোনের এমন অবস্থা দেখে

আর চুপ থাকতে পারলো না। অবশেষে মনিকা কে সব সত্যি কথা বলে দেয়। শহীদ বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করেছে, সংসার করছে। এটা শোনার পর দীর্ঘ তিন দিন হসপিটালে ভর্তি ছিলো মনিকা।সে অনেক বার শহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছে, কিন্তু শহীদ কোনো যোগাযোগ রাখেনি। অবশেষে দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল, মনিকার ফুটফুটে একটা ছেলে হয়। মনিকা খুব শখ করে তার নাম রাখে ঐশ্বর্য রিক, রাজেশ চৌধুরী ঐশ্বর্য রিকের সঙ্গে পদবী চৌধুরী লাগিয়ে দেয়।গুনে গুনে ঠিক দু'টো বছর পর শহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মনিকা। শহীদ যখন নিজের বড় ছেলের ছবি দেখেছে সেদিন হাপিত্যেশ করেছে। ছেলেটাকে একটি বার ছোঁয়ার জন্য, কিন্তু পারেনি। আফসানার জন্য, শহীদ চেয়েছিল ফিরে আসতে, কিন্তু মনিকা চায়নি একটা মানুষের সংসার ভেঙ্গে যাক। এদিকে সে তো আর কটা দিন! মরণ ব্যাধি ক্যা'ন্সারে আ'ক্রা'ন্ত হলো,এর থেকে ভালো ওরা সুখে সংসার করুক।শহীদ ছেলে কে ছুঁতে না পেরে সেদিন কেঁদেছিলো। ঐশ্বর্য বড় হতে লাগলো, নিজের মা বাবার সম্পর্কে রাজেশ তাকে সব কিছুই বলে।

বাবার প্রতি তীব্র ঘৃ’ণা সৃষ্টি হয় ঐশ্বর্যের মনে। সাথে আফসানার প্রতিও, বাবার কাছে আসতে চায়নি ঐশ্বর্য। কিন্তু মনিকা চেয়েছে শহীদ ঐশ্বর্য কে একটু স্পর্শ করুক, মাথায় হাত বুলিয়ে দিক।

মায়ের ইচ্ছাতেই প্রথম বার বাংলাদেশ শেখ এসেছিল ঐশ্বর্য। শহীদের সঙ্গে দেখাও করেছে,তবে বাবা বলে একবারের জন্যও ডাকেনি।মাত্র দুটি দিন থেকেছে ঐশ্বর্য,ভাই রুদ্র আর ছোট বোন নিকি ঐশ্বর্য ভাইয়া বলতে পাগল ছিল।হবেই বা না কেন? শহীদ বড় ভাই নিয়ে তাদের মনে আকাশ সম ভালোবাসার জন্ম দিয়েছে।

সেই ঠিক পাঁচ বছর আগে একবার বাংলাদেশ এসেছিল ঐশ্বর্য। এরপর তার মা.....

কথা গুলো বলে থামলো ঐশ্বর্য, না না তাকে থামতে হয়েছে।কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে,সেই কান্নায় আর কিছু বলতে পারলো না ঐশ্বর্য।পাশেই বসে আছে উৎসা, ঐশ্বর্যের কাছে জানতে চেয়েছে মনিকার সম্পর্কে।তার মনে হাজারো প্রশ্ন, কোথায় তিনি? কেনো শহীদের সঙ্গে ওনার ডিভোর্স হয়েছে?

ঐশ্বর্যের মুখে সব শুনে ভেতরটা খাঁ খাঁ করছে উৎসার

আফসানা পাটোয়ারী তো মনিকার স্বামীই নিয়ে নিলো। কিন্তু তবুও কিছু বললো না, এত ভালো মানুষটার শেষে কী না এত ভ'য়'ঙ্কর পরিণতি?"ইডিয়েট।"

ঐশ্বর্যের মুখে ইডিয়েট শুনে চুপ করে গেল উৎসা।

"কাঁদার কী হয়েছে?"

উৎসা ঝাপটে ধরে ঐশ্বর্য কে।

"আপনি এত কষ্ট একা স'হ্য করেছিলেন?"

ঐশ্বর্য উৎসার কাঁধে কা'ম'ড় বসিয়ে দিল।

"একা কোথায় ছিলাম?এত এত গার্লস ছিল!"গার্লফ্রেন্ড ছিল।"

উৎসা ঐশ্বর্যের বাহুতে কি'ল বসিয়ে দেয়।

"অস'ভ্য রিক চৌধুরী,যান।"উৎসা দোলনা থেকে কবর উঠে গেল, ঐশ্বর্য ওকে আবার টেনে কোলে বসায়।

"লিসেন রেড রোজ অ্যাম নট গুড পার্সন, ট্রাস্ট মি। আর না কখনও ভালো হতে চাই। তুমি থেকো দ্যাটস্ এনাফ ফর মি।"

উৎসা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে।“চেনা হয়ে গেছে আপনাকে।হায় আল্লাহ আপনাকে কত মেয়ে.....
উৎসা নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে, ঐশ্বর্য ঠোঁট আঁকড়ে ধরেছে উৎসার। সম্পূর্ণ কথাটা করতে পারলো না উৎসা,তার পূর্বেই এমনতর কান্ড করলো ঐশ্বর্য। মিনিটের ব্যবধানে ছেড়েও দিল।
“সত্যি বললেই গায়ে লাগে তাই না! আমিও এবার থেকে ছেলেদের... আহ্!”
ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটে কা'ম'ড় বসিয়ে দেয়। উৎসার নরম গান চেপে ধরে হিসহিসিয়ে বলল।
“ডোন্ট ইউ ডেয়ার আমার সামনে আর কখনও অন্য ছেলের কথা বললে! আদ্যারওয়াইজ আই উইল কি'ল ইউ।”
উৎসা ত মে'রে গেল,কী সাং'ঘাতিক লোক রে বাবা! বিয়ের জন্য রিতিমত পাগল হয়ে উঠেছে ঐশ্বর্য,এই তো জিসান কে দিয়ে জোর করে ডেকোরেশন করিয়েছে। কালকে রাতেই ওদের আংটি বদল অনুষ্ঠান করবে, অবশ্য ঐশ্বর্য শুধু একবারই শহীদ কে সবটা বলেছে। কাল আংটি বদল দু দিন পর মেয়েলি যা রিচুয়েল আছে এরপর রাতেই ঐশ্বর্য বিয়ে করবে।

জিসান,কেয়া নতুন ঐশ্বর্য কে দেখে রিতিমত নির্বাক হয়ে গেছে।

“ব্রো ব্যাপার কী মিস বাংলাদেশী পাগল করছে না কি?”

ঐশ্বর্য চোখ রাঙিয়ে তাকালো, কেয়া আর নিকি কিটকিটিয়ে হেসে উঠলো।

নিকি বললো।“এই শুনো কেউ আমার ভাইয়ের সঙ্গে লাগবে না, আমার ভাইটা বিয়ে করবে এটাতো আনন্দের বিষয়। এখন কথা হচ্ছে উৎসা কী এমন করলো?”

ঐশ্বর্য নিকির মাথায় টোকা দিয়ে বলল।

“ভালো হয়ে যা না হলে জিসানের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।”

নিকি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল, জিসান শব্দ করে হেসে উঠলো।আড় চোখে তাকায় নিকি, জিসান চোখ টিপে। নিকি তব্দা খেয়ে গেল।পুরো বাড়ি সুন্দর করে ডেকোরেশন করা হয়েছে।

আর সন্ধ্যার ঐশ্বর্য এবং উৎসার এংগেইজম্যান্ট পার্টি। সকাল প্রায় ১১ টা ছুঁই ছুঁই শপিং করতে বেরিয়েছে উৎসা, ঐশ্বর্য এক প্রকার জোর করেই নিয়ে গেছে।

ছোট্ট করে হিজাব বেঁধে নেয় উৎসা।মার্সিডিজ কারে বসে আছে ঐশ্বর্য, অপেক্ষা করছে উৎসা আর কেয়ার।নিকি সেই কখন চলে,পিছনের সিটে নিকি, রুদ্র, জিসান, বসেছে। সামনের সিটটা ওরা ইচ্ছে করেই উৎসার জন্য খালি রেখেছে। কেয়া আর উৎসা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলো, দুজনেই একই রকম লং জামা পড়েছে ড। ওড়না এক পাশে দিয়ে বড় করে হিজাব বেঁধেছে।কেয়া ভীষণ খুশি বাঙালি স্টাইলে হিজাব বেঁধে, রুদ্র ঠোঁট টিপে হাসলো। মেয়েটা কে দারুণ মানিয়েছে।

ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকিয়ে আছে,গুলুমুলু মুখটা ইশ্ কী কিউট লাগছে! হিজাবে দ্বিগুণ সুন্দর দেখাচ্ছে,কেয়া গিয়ে পিছনের সিটে বসলো। উৎসা ঐশ্বর্যের পাশেই বসলো, ঐশ্বর্য দক্ষ হাতে ড্রাইভ করছে।

গাছ পালা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের গাড়ি, কিন্তু জিন্দাবাজার যেতেই জ্যামে আটকে গেল। বরাবরই জিন্দাবাজারের এই দিকে অনেক জ্যাম থাকে, ঐশ্বর্যের প্রচন্ড রকম বিরক্ত লাগছে।

কখন জ্যাম ছাড়বে আর কখন ওরা মার্কেটে যাবে?

জার্মানি হলে এতক্ষণে গিয়ে সব শেষ করে ফিরে আসতো।গাড়িতে বসে আছে সবাই, অপেক্ষা করছে জ্যাম, ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণ খেয়াল না করলেও আচমকা চোখ পড়লো উৎসার। ঐশ্বর্য অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে,তার পেট গুড়গুড় করছে। মন চাচ্ছে এই রেড রোজের গালে ঠাস করে দুটো চুমু খেতে। উফ্ স্মুথ স্কিন।

“এভাবে কী দেখছেন?”

ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে হাসলো।

“এই মূহুর্তে কী ইচ্ছে করছে জানো?”

উৎসা কিছুটা কেঁপে মিনমিনে গলায় বলল।

“কী?”

ঐশ্বর্য অধর বাঁকিয়ে বললো।

“চুমু, কিস কিস।”উৎসা চোখ বড় বড় করে তাকালো,পিছনে তাকিয়ে দেখে যে যার মতো বসে আছে। উৎসা ঐশ্বর্যের মতো ফিসফিসিয়ে বললো।

“অস’ভ্য রিক চৌধুরী।”

ঐশ্বর্য পরিবর্তন হয়ে গেল, সেকেন্ডের মধ্যে উৎসার গালে ভ’য়ংকর চুমু খেলো।পর মূহুর্তে জেন্টালম্যান

হয়ে গেল, শুধু থমকে গেল উৎসা। নিঃশ্বাস গলায় আটকে আছে,কী বলবে বুঝতে পারছে না।

ঐশ্বর্য ফিসফিসিয়ে বললো।

“কেউ দেখেনি।”

তৎক্ষণাৎ পিছন থেকে রুদ্র বলে উঠে।

“উপ্স স্যরি দেখে ফেলছি।”উৎসা পিছনে তাকিয়ে দেখে রুদ্র ফোনের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো, রুদ্র পরেই জিসান বলে উঠে।

“আমি কিন্তু সত্যি কিছু দেখিনি।”

উৎসা এবার জিসানের দিকে তাকালো, জিসান কপালে হাত রেখে সিটের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে। এদিকে কেয়া আর নিকি হাসতে হাসতে শেষ।

উৎসার নাকের পাটা ফুলে ওঠে,ঠাস করে ঐশ্বর্যের বাহুতে কিল বসিয়ে দিল।

“অস’ভ্য অস’ভ্য রিক চৌধুরী।”

ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো, ইশ্ বেইবি তার সামথিং ফিল দিচ্ছে।প্রায় আধ ঘন্টা পর আলহামরা মার্কেট পৌঁছে গেল,এখানে কিছু পছন্দ হলো না কারোই। ঐশ্বর্য

ইউনিক কিছু নেবে, ব্যস হয়ে গেল। সবাই মিলে চললো ব্লু ওয়াটার মার্কেটে।

একে একে লেহেঙ্গা দেখছে উৎসা,নিকি আর কেয়া দুজনেই দেখছে। উৎসা কে কোন টাতে মানাবে? সবাই একে বারে বিয়ের শপিং করেই বাড়ি ফিরবে বলে ঠিক করেছে।

উৎসা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা মিষ্টি কালারের মধ্যে লেহেঙ্গা দেখছে। ঐশ্বর্য এসে পিছনে দাঁড়ালো,তার চোখে পড়ে একটা লাল টকটকে লেহেঙ্গা।ওইটা হাতে তুলে নেয়।

“রেড রোজ এটা ট্রাই করো।”

উৎসা ঐশ্বর্যের হাত থেকে লাল লেহেঙ্গা নিলো,গায়ে ধরতেই ঐশ্বর্য মৃদু হাসলো।

“মাই রেড রোজ.উৎসার নাকের ডগায় সুড়সুড়ি লাগছে। উফ্ ঐই লোকটা আস্ত নির্লজ্জ।

কিয়ৎক্ষণ পর পার্টির জন্য একটা গাউন নিলো উৎসা,নিকি বললো এটা ট্রায়াল রুমে গিয়ে ট্রাই করে আসতে। উৎসা গাউন নিয়ে ট্রায়াল রুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

ঐশ্বর্য পিছন পিছন যেতে থাকে, জিসান দেখে বলে উঠল।

“শেইম লেস ম্যান।”

ঐশ্বর্য ঠোঁট গোল করে চুমু ছুড়ে বলে।

“আই কান্ট কন্ট্রোল মাইসেল্ফ, সামথিং নিডস্!”

জিসান কপাল চুলকে নেয়,এই ছেলে ভালো হবে না।“তুমি কী সত্যি ওদের বিয়েতে মত দিয়েছো শহীদ?”

আফসানার এহেন প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করলো শহীদ।

“তো আমি কী তোমার মত নাটক করি?”

আফসানা দাঁত কটমট করে বললো।

“আমি নাটক করি?”

শহীদ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

“কেন কয়েক বছর আগে যে নাটক করেছিলে তা কী ভুলে গেছো?”

“মুখ সামলে কথা বলো শহীদ!”

শহীদ প্রচন্ড রেগে গেলো।“তোমার লজ্জা বলতে তো কিছুই নেই,আরে এবার তো কিছুটা লজ্জাবোধ করো। ছিহ্।”

আফসানা বেশ বিরক্ত,বছর কয়েক আগে শহীদ কে ছেড়ে আফসানা চলে গিয়েছিল। কিন্তু যখন শুনলো শহীদ জার্মানিতে খুব বড় একটা কোম্পানিতে কাজ করে সেদিন বেশ অবাক হলো আফসানা।মনে মনে খুব আফসোস জাগে তার,সে চেয়েছিল আবার ফিরতে।সেই হিসেবে জার্মানিতে শহীদের খুঁজ খবর নিতে শুরু করে।

খুঁজ নিয়ে জানতে পারে শহীদ আর মনিকা চৌধুরী নামে একটি মেয়ে সম্পর্কে। আফসানা ভীষণ পরিমাণে রেগে গেল,সে চাইছিল শহীদ তার কাছে ফিরুক। কিন্তু কিছুদিন পর জানতে পারে শহীদ আর ওই মেয়ে বিয়ে করেছে।

আফসানা এবার আর থাকতে পারলো না, একদিন সকালে শহীদ কে ফোন করে বলে সে প্রেগন্যান্ট।যা পুরোটাই নাটক ছিল।শহীদ ভীষণ পরিমাণে ঘাবড়ে গেল, আফসানা যাই করে থাকুক। তাদের বাচ্চার তো কোনো দোষ নেই! শহীদ কে এটা সেটা বুঝিয়ে আবার ফিরতে এক প্রকার বাধ্য করে আফসানা। শহীদ বাচ্চার কথায় বাধ্য হয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে বাংলাদেশ ফিরে এলো।

বাংলাদেশ এসে শহীদ জনসম্মুখে আফসানা কে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের চার মাসের মাথায় জানতে পারে আফসানা প্রেগন্যান্ট না।সবই তার মিথ্যে নাটক ছিল। আফসানা কে ডিভোর্স দিতে চেয়েছিল শহীদ, কিন্তু ছয় মাসের মাথায় আফসানা কনসিভ করে। এবারেও বাধ্য হয়ে শহীদ আফসানা কে মেনে নেয়। গুনে গুনে অনেক গুলো বছর পর শহীদ জানতে পারে তার আরও একটি ছেলে আছে। রুদ্রর বড় ভাই ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী, শহীদ মনিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে। মনিকা কোনো অভিযোগ করলো না, শুধু চেয়েছিল তার স্বামী তার ছেলেকে একবার ছুঁয়ে দেখুন।

ঐশ্বর্য এসেছিল, শুধু দুদিনের জন্য, সেই ঐশ্বর্য কে দেখে ভেতর জ্ব'লে উঠে আফসানার।স'তীনের ছেলে মেয়ে কে কেউ বা দেখতে পারে?

নিজের অতীত মনে পড়তেই রাগে ফুসে উঠে আফসানা।"আহ্!"

ট্রায়াল রুমে প্রবেশ করা মাত্র হুড়মুড়িয়ে কেউ একজন ঢুকে দরজা লক করে দেয়।পিলে চমকে উঠে উৎসার।

"আপনি!"

ঐশ্বর্য কিঞ্চিৎ ঘাড় বাঁকালো, আচমকা উৎসা কে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে।

“আরে কী করছেন? উফ্!”

উৎসা কিছুই বলতে পারলো না,আর না বুঝলো।তার কিছু বুঝে উঠার আগেই ঐশ্বর্য এলোপাথাড়ি চুমু খায় পুরো মুখশ্রীতে।

“বেইবি সামথিং ফিল।”

উৎসা নেতিয়ে পড়ছে, ঐশ্বর্যের বেসামাল হাতের স্পর্শে।ঘাড়ে হাজার বার নিজের অধর ছুঁয়ে দিচ্ছে।

উৎসা মিনমিনে গলায় বলল।

“যেখানে সেখানে শুরু হয়ে যায়!”

উৎসার এ কথা বলা মাত্রই ঐশ্বর্য ঘাড়ে কা’ম’ড় দেয়।

“ইশ্!”ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো, উৎসা আন্দাজ করতে পেরে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে হাসলো।

“সুইটহার্ট ক্যান আই কিস ইউ!”

উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়, শ’য়তা’ন লোক একটা। এতক্ষণ জোর করলো, এখন পারমিশন নিচ্ছে? বাহ্ রে মানবতা!

“একদম না, আমি কিন্তু চিৎকার করব।”

ঐশ্বর্য খানিকটা সরে গিয়ে দরজার সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

“করো চিৎকার,দেখি কে কী করতে পারে!”

উৎসার মুখ খানি চুপসে গেল, ঐশ্বর্য এগিয়ে এসে উৎসার ললাটে শব্দ করে চুমু খায়।

ঐশ্বর্য সিস বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে পড়ল। উৎসা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে,সে এটুকু বুঝে গেছে এই লোক শোধরানোর না।শপিং শেষ করে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল সবার।

জিসান নিকির জন্য কিছু নিয়েছে, আপাতত লুকিয়ে রেখেছে।সময় মতো দিয়ে দেবে, কিন্তু ম্যাডাম তো তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না!

বেচারা জিসান,মনে মনে হতাশ হলো। জার্মানির কত মেয়ে তার জন্য পাগল,অথচ এই মেয়ে তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে!

সবাই যে যার মতো গিয়ে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ল, সবাই একে বারে ডিনার করেই ফিরেছে।

উৎসা ড্রয়িং রুমের লাইট অফ করে রুমের দিকেই যাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ কানে এলো গিটারের টুংটাং শব্দ, উৎসা ঘাড় ঘুরিয়ে উপরে দেখার চেষ্টা করলো।

শব্দটা মূলতঃ ছাদ থেকে আসছে, বিড়বিড় করে আওড়াল।

"এত রাতে ছাদে কে?"উৎসা বড় বড় পা ফেলে ছাদের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা আগে থেকেই খোলা ছিল, ভেতরে উঁকি দিতেই দেখলো ঐশ্বর্য আর জিসান বসে আছে।

"এ কি মিস বাংলাদেশী তুমি এখনও জেগে আছো!"

জিসানের কথায় মৃদু হেসে বলল উৎসা।

"না আসলে...

"বুঝতে পেরেছি, আমার ফ্রেন্ড কে মিস করছো।"

উৎসা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, ঐশ্বর্য ফিক করে হেসে উঠলো। উৎসা কিঞ্চিৎ লজ্জা পেল।

"আমি অন্য একটা কাজে এসেছি। গিটারের শব্দ পাচ্ছিলাম।"

জিসান জিভ কা'ট'ল, ঐশ্বর্য আমতা আমতা করে বলল।

"কিসের গিটার?"উৎসা মাথা চুলকে বলে।

“আমি তো শুনতে পেলাম।”

“ভুল শুনেছো,কানে প্রবলেম। ডক্টর দেখাও।”

ঐশ্বর্য এক প্রকার উৎসা কে ধমক দিয়ে চলে গেল। উৎসা কিছুই বুঝলো না।

“যা বাবা জিজ্ঞেস করাতে এত রাগলো কেন?”

জিসান দাঁত কে’লিয়ে বলে।

“ভুল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ফেলেছো।চলো চলো ঘুমাতে যাও।”উৎসা গুটি গুটি পায়ে ছাদ থেকে নেমে গেল, বন্ধু আর সে দুজনেই পাগল।কখন কী হয় কেউই জানে না, আস্ত পাগল।

উৎসা যেতেই ঐশ্বর্য উঁকি দিয়ে দেখল, জিসান শব্দ করে হেসে উঠলো, ঐশ্বর্য ফের ছাদের দিকে গেল। সাথে গেল জিসান, দু’জনে মিলে একটা বড় সারপ্রাইজ দিতে চাইছে উৎসা কে।ছোট ছোট লাইটের আলোয় পুরো বাড়ি আলোকিত হয়ে উঠেছে। গুটি কয়েক আত্মীয় স্বজন এসেছে পার্টিতে,আজ ঐশ্বর্যের সঙ্গে উৎসার আংটি বদল।

ঐশ্বর্য বরাবরই স্যুট পরে রেডি হয়ে গেছে, রুদ্র বার কয়েক বলেছিল ফতুয়া বা পাঞ্জাবি পড়তে। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

ঐশ্বর্য সেই কালো রঙের স্যুট পড়ল, রুদ্র জিসান,আড্ডা দিচ্ছে।নিকি মিহি দু'জন মিলে কেয়া আর উৎসা কে রেডি করে দিচ্ছে।

কেয়া একদম বাঙালিদের মতো সালোয়ার স্যুট পড়েছে।তাকে গর্জেস করে সাজিয়ে দিয়েছে নিকি, এদিকে উৎসা কে সাজিয়ে দিচ্ছে মিহি।সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে উৎসা,পরণে তার লাল গাউন। পিটপিট চোখ করে তাকাচ্ছে আশেপাশে, জিসান চোখের ইশারা করলো ঐশ্বর্য কে। ঐশ্বর্য ঘাড় ঘুরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকালো, মৃদু হাওয়া হৃদয় দোলা দিয়ে গেল।

লাল গাউন,হাতে ব্রেসলেট,গানে আর গলায় ম্যাচিং করা নেকলেস এবং ইয়ার রিং।চুল গুলো পাম্প করা, অসম্ভব সুন্দর লাগছে। ঐশ্বর্যের কাছে সদ্য ফোঁটা এক লাল গোলাপ মনে হচ্ছে।

“অ্যা #রেড_রোজ।”

উৎসা নিচে আসতেই ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি গেল, ইশ্ কী সুদর্শন পুরুষ। মানতে হবে, মেয়েরা এমনি এমনি পাগল নয় এই ছেলের জন্য!

কিন্তু এখন থেকে এই পুরুষ তার ব্যক্তিগত।উৎসা আসতেই ঐশ্বর্য ওর হাত স্পর্শ করলো, উৎসা

পিটপিট চোখ করে তাকালো।কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হয়,একে অপরকে রিং পড়িয়ে দেয়। উৎসা চমকালো,তার আঙুলে ডায়মন্ডের রিং। ঐশ্বর্যের দিকে তাকাতেই চোখ টিপলো সে, উৎসা মনে মনে হাসলো। অস'ভ্য রিক চৌধুরী, আসলেই অস'ভ্য।

জিসান উৎসার কানে ফিসফিসিয়ে বলে।

"আজকে তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে।"

উৎসা চমকালো।

"কিসের?"

কেয়া উৎসার বাহু ধরে বলে।

'কাম,সিট।"উৎসা কে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসায়, এদিকে ঐশ্বর্য মাঝখান বসলো।সবার মধ্য মনি সে, জিসান গিটার এগিয়ে দিলো। উৎসা থতমত খেয়ে গেল,এই অনুষ্ঠানে এখন ঐশ্বর্য ইংলিশ গান গাইবে? ব্যস হয়ে গেল!

উৎসা এলোমেলো দৃষ্টি ফেলছে আশেপাশে, সবাই কী বলবে?বলবে অবশ্যই ছেলের মাথায় সমস্যা!

ঐশ্বর্য গিটারের সুর তোলে।Teri Nazar ne yeh kya kar Diya

Mujhse hi Mujhko juda kar Diya

Main rehta hoon tere paas kahin
Ab mujhko mera Ehsaas Nahi
Dil kehta hai bas Mujhe
উৎসা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে, ঐশ্বর্যের মুখ হিন্দি গান শুনে। কিন্তু এখন? ঐশ্বর্য তো থেমে গেল,তবে কী পরের লাইন ভুলে গিয়েছে?Ke thoda thoda pyaar Hua tumse
Ke thoda Ikraar Hua tumse
Ke thoda thoda pyaar Hua tumse
Ke thoda Ikraar Hua tumse
Ke Zyada bhi hoga tumhi se
Ke thoda thoda pyaar Hua tumse
Teri Nazar ne yeh kya kar Diya
Mujhse hi Mujhko juda kar Diya
Main rehta hoon tere paas kahin
Ab mujhko mera Ehsaas Nahi
Dil kehta hai bas Mujhe
Ke thoda thoda pyaar Hua tumse
Ke thoda Ikraar Hua tumse
Ke thoda thoda pyaar Hua tumse

Ke thoda Ikraar Hua tumse
Ke Zyada bhi hoga tumhi se
Ke thoda thoda pyaar Hua tumse
Ke thoda thoda pyaar Hua tumse
Ke thoda Ikraar Hua tumse
Ke thoda thoda pyaar Hua tumse
Ke thoda Ikraar Hua tumse
Ke Zyada bhi hoga tumhi se
Ke thoda thoda pyaar Hua tumseসবাই বেশ প্রশংসা করে ঐশ্বর্যের,তার গানের গলা দারুন। উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে,এই লোকটা হিন্দি গান কবে শিখলো?এত সুন্দর গেয়েছে, আচ্ছা প্র্যাকটিস না করলে বুঝি পারবে?

“সারপ্রাইজ কেমন লাগলো?”

জিসানের কথায় আড় চোখে তাকায় উৎসা।

“তার মানে কাল ছাদে গিটারের শব্দ শুনেছিলাম ওইটা সত্যি তাই তো?”

জিসান খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। ঐশ্বর্য উৎসার কাছে।

“সুইটহার্ট হাউ ইজ দ্যাট?”

উৎসা অধর বাঁকিয়ে হাসলো।

“অস’ভ্য রিক চৌধুরী ভালো হয়ে যান। ভালো হতে পয়সা লাগে না।”উৎসা হনহনিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় চলে গেল। ঐশ্বর্য নাক মুখ কুঁচকে নেয়,কী মেয়ে রে বাবা একটু প্রশংসা করলো না! কিন্তু ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী তো ছাড়বে না,সে তার পাওনা নিয়েই ছাড়বে।

ঐশ্বর্য বড় বড় পা ফেলে উপরের দিকে গেল।

উৎসা হেঁটে নিজের রুমে গেল চেঞ্জ করতে, আপাতত অনুষ্ঠান শেষ। খুব গরম লাগছে তার, কতক্ষন এই ভারী গাউন পরে থাকবে?

কানের দুল আর গলার নেকলেস খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখলো উৎসা। তৎক্ষণাৎ কর্ণে এসে স্পর্শ করলো দরজা লাগানোর শব্দ। উৎসা পিছন ফিরে তাকালো, ঐশ্বর্য দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উৎসা কিছুটা চমকালো।

“কী চাই?”ঐশ্বর্য পিঙ্কি ফিঙ্গার কা’ম’ড়ে ধরে, ঠোঁট কা’ম’ড়ে হাসলো। উৎসা ঐশ্বর্যের রহস্য মিশ্রিত হাসির কারণ বুঝলো না।

“কী হলো ব্যাপার টা? এখানে কেন আপনি?যান তো আমি ঘুমাবো। ঘুম পাচ্ছে।”

ঐশ্বর্য ঝড়ের গতিতে এসে উৎসা কে দু হাতে চেপে ধরলো

“নো মোর ওয়ার্ডস,কিপ কুয়াইট।”

উৎসা ঘাবড়ে গেল, ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ায়।চোখ তার খোলাই আছে, উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ঐশ্বর্যের চোখের দিকে। ঐশ্বর্য কিছুই করছে না,জাস্ট ঠোঁট লাগিয়ে রেখেছে। উৎসা থরথর করে কাঁপছে,একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে।ঐশ্বর্য সরে দাঁড়ালো, উৎসার গাল খানিকটা বেঁকে ধরে। উৎসা কিছুই বুঝলো না, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। অল্প অল্প করে গভীর স্পর্শ করছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। ঐশ্বর্য অদ্ভুত রকম আচরণ করছে, উৎসার চুলের মধ্যে যত্নে আঙুল রেখে আবার শক্ত করে টান দিচ্ছে। ব্যথা পাচ্ছে উৎসা, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁট কা'ম'ড়ে ধরে। আবার ছেড়ে দিচ্ছে,উৎসা বুঝলো না। আচ্ছা এটা কী আদেও তার ঠোঁট নাকি রাবার।

উৎসা দু হাত ঐশ্বর্যের বুকে রেখে আলতো ভাবে ধাক্কা দিলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ঐশ্বর্য এবারেও একই কাজ করলো।মিনিট দশেক পর ঐশ্বর্য নিজ থেকেই ছেড়ে দিলো।

উৎসা অনুভব করলো তার ঠোঁট কেটে র'ক্ত বের হচ্ছে।

"অস'ভ্য রিক চৌধুরী, ব্যথা পেয়েছি আমি,ম্যাড।"

ঐশ্বর্য অদ্ভুত স্বরে বলে।

"বেইবি ডার্ক রোমান্স চেনো?"

উৎসা অস্বস্তি বোধ করছে। ঐশ্বর্য কী এখন ওসব দেখে নাকি? আস্তাগাফিরুল্লাহ।

"দদেখুন এবার কিন্তু খারাপ হচ্ছে!"

ঐশ্বর্য নিঃশ্বাস টেনে নেয়, ঠোঁটে লেগে আছে তার উৎসার ঠোঁটের র'ক্ত। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মুছে নিলো সে।

"আর মাত্র দু দিন।"

ঐশ্বর্য হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল, দু'দিন? কীসের দু'দিন? উৎসা বুঝলো না।"তো? আমি কী করব? আপনি যা ইচ্ছে করুন আমার তাতে কিছু যায় আসে না!"

নিকি জিসান কে পাত্তা দিচ্ছে না, বেচারা জিসান নিকি কে ভয় দেখাতে বলে উঠে।

"আমি সুইসাইড করব।"

নিকির কোনো পরিবর্তন নেই উল্টো বলেছে যা ইচ্ছে করতে। জিসানের মনটা ঠাস ঠাস করে ভে'ঙে গেল, বেচারা দেবদাস হয়ে বাগানে বসে আছে।

"কী আশ্চর্য, এখন মনে হচ্ছে ঐশ্বর্যের মত একটু হলে ভালো হতো। তাহলে অবশ্যই নিকি তাকে ভালোবাসতো।"

নিজ মনেই বিড়বিড় করছে জিসান।

তার বংশ বৃদ্ধি আর হলো না,সে শেষ কালে এসে ঠেকে গেল। মন টা চাচ্ছে অ্যাংরি বার্ড কে ধরে ঠাস ঠাস করে দুটো চুমু খাই।তবে যদি ফিলিংস টা একটু বুঝে?

নিজের উল্টো পাল্টা ভাবনাতে পাগল হয়ে যাচ্ছে জিসান। কিন্তু না থামলে চলবে না,এই মেয়ে কে বোঝাতেই হবে জিসান কে?গুটি পায়ে গিয়ে নিকির রুমের দরজা টান দিয়ে খুলে ফেললো জিসান। ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখলো পেলো তার অ্যাংরি বার্ড ঘুমাচ্ছে।

জিসান মূহুর্তে গলে জল, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।কী একটা ভেবে বেডের পাশে গিয়ে বসলো।

“হায় অ্যাংরি বার্ড ইউ আর সো সুইট। একটু ভালোবাসলে কী হয়? আমার মত শুদ্ধ পুরুষ আর পাবে?”

জিসান কী একটা ভেবে নিকির হাত টা অল্প ছুঁয়ে দিলো।

নিজেই লজ্জা পাচ্ছে পরক্ষণে।রাত বিরেতে ড্রয়িং রুমে বসে ল্যাপটপে কাজ করছে ঐশ্বর্য। আফসানা পাটোয়ারী তখনো জেগে আছে,নিচে আসতেই নজরে এল ঐশ্বর্য।

ঐশ্বর্য দেখলো আফসানা পাটোয়ারী কে,সে দুষ্টু হাসলো।

“মিসেস মহিলা জেগে যে?”

আফসানা দাঁত কটমট করে বললো।

“প্রবলেম কী তোমার? সবসময় পেছনে পড়ে থাকো!”

ঐশ্বর্য হুঁ হুঁ করে হেসে উঠলো।

“আপনাকে ডিস্টার্ব করতে ভালোই লাগে।”

আফসানা বিরক্ত বোধ করলো। কিন্তু কিছু একটা ভেবে বলে।

“আচ্ছা সত্যি করে বলো তো তুমি আদেও কী উৎসা কে ভালোবাসো?”

ঐশ্বর্য মূহুর্তে গাম্ভীর্য ভাব মুখে টেনে নেয়।

“কেন আপনার কী মনে হচ্ছে?”

আফসানা মিহি হাসলো।

“আমি যতদূর জানি তুমি মোটেও উৎসা কে ভালোবাসো না, অ্যাম ড্যাম শিওর।”

“ওকে।”আফসানা ঐশ্বর্যের আর কোনো প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা করলো না। উপরে নিজের রুমে চলে গেল।

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো, ভ'য়ংকর সেই হাসি। আচ্ছা সত্যি সে ভালোবাসে রেড রোজ কে?আ আ একদম নয়। তার মাথায় নিডস্ ছাড়া আর কিছুই নেই,মোহ, আকর্ষণ জাস্ট এটুকুই। এরপর? নাথিং,উৎসা নিজের পথে।আর ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী জার্মানি।

ঐশ্বর্য ফের হেসে উঠলো। ভালোবাসা বলতে কিছু নেই,নাথিং। এভরিথিং ইজ ফিজিক্যাল নি'ড'স এন্ড এন্ড এন্ড..... সামথিং।বিয়ে বাড়ির পরিবেশ,সব কিছু

জমজমাট।আজ নাকি উৎসা আর ঐশ্বর্যের বিয়ে,বাবা যায়?

সত্যি ভাবনার বিষয়, যে ছেলে মেয়েদের জাস্ট টিস্যুর মতো ইউজ করতো,সে নাকি বিয়ে করছে।

গায়ে হলুদ শুরু হয়েছে একটু আগেই, হলুদ রঙের শাড়ি পরে রেডি হয়ে উৎসা। ছোট্ট কিশোরী মনে হাজারো স্বপ্ন সাজাচ্ছে সে।

ঐশ্বর্য নিজের রুমে বসে আছে, শরীর মন দুটোই ব্যস্ত।শরীরে বয়ে যাচ্ছে ঝড়,হ্যা পৌরুষ জেগে উঠেছে। তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছে। ঐশ্বর্য চিবিয়ে চিবিয়ে বললো।

“অপেক্ষা মাই ফুট,এই রেড রোজ কে টাচ করতে চাই।বাট হাউ?”

ঐশ্বর্য পাগল পাগল হয়ে উঠছে, ইচ্ছে করছে উৎসা কে গিয়ে পিষে ফেলতে।

“আহহহ।”ঐশ্বর্য নিজের চুল খামচে ধরে, ইয়েস মেয়েদের কাছাকাছি যাওয়া তার বেড হ্যাভিট। উৎসার প্রতিও তার ফিলিংস এমন। সে তার ফিলিংস নিয়ে কনফিউজড, যার জন্য এই এত সব করতে হচ্ছে তাকে। ব্যস উৎসা কে ছুঁতে চায়, একবারের

জন্য। ভালোবাসা মাই ফুট, চাই না কারো ভালোবাসা। আচ্ছা সে কী উৎসা কে ভালোবাসে? ঐশ্বর্য কনফিউজড , কিছু বুঝতে পারছে না।

গায়ে হলুদ শেষ হতেই পার্লার থেকে লোক এলো উৎসা কে সাজাতে। বিয়ের জন্যেই উৎসা সাজগোজ করছে, না হলে এসব আটা ময়দা জীবনেও লাগাতো না।

বউ বেসে বসে আছে উৎসা,আজ তার বিয়ে।ভাবা যায় তার বিয়ে?তাও একটা অস'ভ্য রিক চৌধুরীল সঙ্গে। কথাটা ভেবে ফিক করে হেসে উঠলো উৎসা। ওদিকে রুদ্র আর জিসান মিলে ঐশ্বর্য কছ শেরোয়ানি পড়িয়ে রেডি করলো।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে কাজী সাহেব চলে এলো। বিয়ের আসরে উৎসা কে নিয়ে গেলো, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐশ্বর্য থমকালো চমকালোও,সে তো শুধু উৎসার সঙ্গে ইন্টিম... হওয়ার জন্য বিয়েটা করছিল। ঐশ্বর্যের বুক টিপ টিপ করছে, উৎসা কে দেখে হৃদয় স্পন্দন বাড়ছে।

ঐশ্বর্য অনুভূতি নিয়ে অপ্রস্তুত হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে তার।

বিয়ে পড়ানো শুরু হয়েছে, ঐশ্বর্য বললৈ।কাজীর বলা অনুযায়ী তিনটি শব্দ বললো। কবুল কবুল কবুল,উৎসাও বললো। দুজনের আবারো রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ হয়।

বিয়ের পর পর আনন্দ উ'ল্লাস লেগে আছে, নিকি, রুদ্র, জিসান,কেয়া,মিহি আরো অনেক আত্মীয় স্বজন মিলে মজা করছে।জিসান উপরের দিকে যেতে লাগলো, তৎক্ষণাৎ আফসানা পাটোয়ারীর সম্মুখীন হয়।

"হ্যালো রিকের মিসেস মহিলা, দেখলেন দু'টো লাভ বার্ডস এক হয়ে গেছে!"

আফসানা তাচ্ছিল্য করে বলে।

"আচ্ছা তাই বুঝি? একটা কথা বলো জিসান তোমার ফ্রেন্ড আদেও কি উৎসা কে ভালোবাসে?"

জিসান কিছুটা অবাক হল।

"মানে?""মানে এটাই যে ঐশ্বর্য উৎসা কে ভালোবাসে না,আর এটা আমি জানি। তুমি চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারো।"

আফসানা পাটোয়ারী জিসানের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে চলে গেল। জিসান ভাবনায় পড়ে গেলো, সত্যি কী ঐশ্বর্য মিস বাংলাদেশী কে ভালোবাসে না?

জিসান কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেল, দ্রুত পায়ে ঐশ্বর্যের রুমের দিকে এগিয়ে গেল। ঐশ্বর্য ওখানেই ছিলো,ডিভানের উপর বসে এক পা সেন্টার টেবিলের উপর রেখেছে।আই প্যাড নিয়ে পড়ে আছে সে, জিসান হুড়মুড়িয়ে ঢুকে গেল।

“রিক সত্যি করে বল তুই মিস বাংলাদেশী কে ভালোবাসিস?”

ঐশ্বর্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো।“হোয়াট হ্যাপেন্ড? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?”

জিসান অস্থির কণ্ঠে বলে।

“আগে বল তুই সত্যি ভালোবাসিস?”

ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো।

“না বাসি না ভালো। এখন বল কী হয়েছে?”

জিসান চমকে উঠে, ঐশ্বর্যের বাহু ধরে বলে।

“মানে কী?তুই কী বলেছিস এসব? ভালোবাসলে বিয়ে?”

“চিল ইয়ার,কী এমন হয়েছে বল তো?তুই কি আমাকে চিনিস না?”

ঐশ্বর্য ভাবলেশহীন ভাবে ফের ডিভানের উপর বসে পড়ল।

জিসান রাগে গজগজ করতে করতে বলে।

“মানে টা কী?”“মানে এটাই আমিই শুধু ইন্টিমে.... হতে চাইছিলাম,দ্যাটস এনাফ।”

জিসান নিশ্চুপ,এই ছেলে কী করলো?মিস বাংলাদেশী কত ভালোবাসে।আর ও নাকি ওসব নিয়ে পড়ে আছে?

“রিক আমি আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি তুই খুব বড় ভুল করছিস। আমি সত্যি....

জিসান কথা শেষ করতে পারলো না।তার পূর্বেই কানে আওয়াজ এলো কিছু পড়ে যাওয়ার। ঐশ্বর্য আর জিসান দু’জনেই ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালো। নিকি,উৎসা,কেয়া দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে, মূলতঃ ওরা উৎসা কে ঐশ্বর্যের রুমে রেখে যেতে এসেছিল। কিন্তু উৎসা যা শুনলো তাতে ভেতর টা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

তাহলে কি এই অস'ভ্য রিক চৌধুরী তাকে ব্যবহার করলো?উৎসার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, হঠাৎ অনুভব করলো তার বুকের বা পাশে বেশ য'ন্ত্র'না হচ্ছে।

ঐশ্বর্য কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে রইল,ঘাড় বাঁকিয়ে মুখের ভাবান্তর বদলে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

ঐশ্বর্য এমন কিছু করবে তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। উৎসা দূর্বল শরীর টা টেনে বড় বড় পা ফেলে নিজের রুমে চলে গেল। সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, জিসানের মনে খুব রাগ হচ্ছে।মন চাচ্ছে ঐশ্বর্যের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে দিতে। বিয়ে বাড়ীতে নেমে এলো অদ্ভুত নিরবতা।পুরো বাড়িতে ছেয়ে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে উৎসা, বারংবার নিজেকে দেখছে। আচ্ছা সে কেমন হ্যা?তাকে কী ভালোবাসা যায় না? শুধু কি কা'মনা'র চোখে দেখতে হবে? আচ্ছা একটু ভালোবাসার চোখে দেখলে কী হতো?সে তো রিক চৌধুরী কে ভালোবেসে ফেলেছে, কিন্তু রিক চৌধুরী কেন তাকে ঠকালো?

হাজার প্রশ্নে মনে ভিড় জমেছে উৎসার,সে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

আয়নায় ঐশ্বর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো উৎসা, সে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। ঐশ্বর্য ভেতরে প্রবেশ করলো,উৎসা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ঐশ্বর্য এগিয়ে গেল।“সুইটহার্ট লিসেন আমি তোমাকে ভালোবাসি কী না জানি না, ট্রাস্ট মি এটা সত্যি। আমি আমার ফিলিংস নিয়ে....

উৎসা নিজের জিনিস গুলো খুলতে লাগলো,সব গয়না খুলে টেবিলের উপর রাখলো। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে হাতে থাকা ডায়মন্ড রিং খুলে ঐশ্বর্যের হাতে তুলে দিল।

“আমি আপনার মত ক্যারেক্টারলেস নই, জানি না তবুও কেন সবাই আমাকে এমন নজরে দেখে। আমি সত্যি ভুল করেছি আপনার মত চিপ মাইন্ডের মানুষ কে ভালোবেসে। আপনার এই মুখ থেকে আমি আর কিছু শুনতে চাই না। চলে যান।”

ঐশ্বর্য কিছুটা অদ্ভুত ভাবে এদিক সেদিক ঘাড় দোলালো। উৎসার মুখ পানে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে।

“বেইবি সামথিং নিডস্।”উৎসার ইচ্ছে করছে ঐশ্বর্যের মুখে সপাটে থা’প্প’ড় বসাতে।হাত তুলতেই ঐশ্বর্য পিছমোড়া করে বেঁধে নিল।

“এই ভুলটা একদম না।অ্যাম ক্র্যাজি ম্যান।একে বারে জান খেয়ে ফেলব।”

উৎসা ঐশ্বর্যের স্পর্শ নিতে পারছে না।

“ছুঁবেন না আমাকে, আমি আপনাকে ঘৃ’ণা করি।”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো।

“ইটস্ হার্ট, ইটস্ হার্ট। উফ্ এভাবে বলে না সুইটি।”

উৎসা বেজায় রেখে গেল, টেবিলের উপর থাকা ফুলদানি তুলে ছুড়ে ফেলল।

“আমাকে ঠকালেন কেন?কী করেছিলাম? বলুন!”

উৎসা ঐশ্বর্যের কলার চেপে ধরে, ঐশ্বর্য নিশ্চুপ।সে উৎসার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।চোখ দুটো লাল হয়ে আছে, ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো।“উফ্ সুইটহার্ট চোখ ব্যথা করবে।”

উৎসা ঐশ্বর্যের বাহু দুটো ঘুষি দেয়।

“আই হেইট ইউ, অস’ভ্য রিক চৌধুরী। কোনো দিন ভালো হবে না আপনার!”

ঐশ্বর্য উৎসার হাত দুটো পিছমোড়া করে চেপে ধরে।

“কিপ কুয়াইট সুইটহার্ট।”

উৎসার চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। বাইরে জিসান,নিকি রুদ্র, আর কেয়া। ঐশ্বর্য বললো।

“জিসান আমরা জার্মানি ব্যাক করব আজকেই।”

জিসান তব্দা খেয়ে গেল, সত্যি চলে যাবে?উৎসা অসহায় চোখে তাকায় ঐশ্বর্যের দিকে।এত পাষাণ? তাকে এভাবে ফেলে চলে যাবে? ঐশ্বর্য উৎসার চোখে চোখ রাখলো, দুজনেই তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। আচমকা ঐশ্বর্য উৎসার ললাটে চুমু খেলো,বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই থতমত খেয়ে গেল। ঐশ্বর্য অপেক্ষা করলো না, বেরিয়ে গেল,উৎসা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।আবহাওয়া খুব একটা ভালো না, বৃষ্টি হচ্ছে। জানালার পাশে বসে আছে উৎসা, ভাগ্যের উপর আকাশ সম অভিযোগ তার।তার সঙ্গে যা হলো আদেও কী সব ঠিক? অবশ্যই ভুল, আচ্ছা কেউ কী করে এত নিখুঁত অভিনয় করতে পারে?

মাথায় কারো হাতের স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকালো উৎসা।মিহি দাঁড়িয়ে আছে,চোখে মুখে তার চিন্তার ছাপ।

“আপু।”

“বনু তোকে আগেই বলেছিলাম যা করবি ভেবে চিন্তে করবি।দেখলি অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফলাফল!”

উৎসা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো, সত্যি নিজের উপর হাসি পাচ্ছে তার।

“আমি ভাবতে পারছি না আপু, আমার সঙ্গে এমন হয়েছে।”

মিহি দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।“তুই চিন্তা করিস না,আমরা সবাই তোর পাশে আছি।তুই একদম ভেঙে পরবি না।”

মলিন হাসলো উৎসা,আর যাই হোক কাউকে বুঝতে দিলে চলবে না সে কষ্টে আছে। সবাই যে তাকে নিয়ে চিন্তা করে!

“আমি ঠিক আছি আপু। তোমরা প্লিজ চিন্তা করো না,যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। অন্তত মিথ্যে নিয়ে থাকতে হয়নি।”

আবারও দীর্ঘ শ্বাস ফেলল মিহি।

উৎসা একই রকম ভাবে বসে রইল।বার্গহাইন নাইট ক্লাবে বসে আছে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী।হাতে তার হু’ইস্কির বোতল,একের পর এক গ্লাস শেষ করছে সে।

কিয়ৎক্ষণ পর একটি মেয়ের কাছাকাছি গেল, ঐশ্বর্য ডেস্পারেটলি ক্লোজ হওয়ার চেষ্টা করছে। মেয়েটি ঐশ্বর্য কে কাছে টানছে, আচমকা ঐশ্বর্য কে ছেড়ে অদ্ভুত হাসলো। ভেতরে যেতে লাগলো,একটা রুমে গিয়ে দু'জনে থামলো। মেয়েটি ঐশ্বর্য কে কাছে টানে, মরিয়া হয়ে উঠে ঐশ্বর্য কে কিস করতে। ঐশ্বর্য উন্মা'তা দেখালো, কিন্তু তা কিয়ৎক্ষণের জন্য। মেয়েটির কাছাকাছি যেতেই উৎসার স্নিগ্ধ মুখশ্রী ভেসে উঠে। ঐশ্বর্য ছিটকে দূরে সরে গেল, অবাক দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটি।"হোয়াট হ্যাপেন্ড রিক?"

ঐশ্বর্য শুকনো ঢোক গিললো।

"নাথিং।"

ঐশ্বর্য বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল, ভীষণ বাজে ফিলিং হচ্ছে তার। উফ্ রেড রোজ তাকে ম্যাড বানিয়ে ছাড়বে।

ঐশ্বর্য বিড়বিড় করে আওড়াল।

"আই সয়ার রেড রোজ আমাকে পাগল বানানোর শাস্তি পাবে।জান খেয়ে ফেলব তোমার,আই মিন ইট।"সকাল সকাল কলিং বেল বেজে উঠল,মিস মুনা

গিয়ে মেইন ডোর খুলে দিলো। মিস্টার রাজেশ চৌধুরী ভেতরে প্রবেশ করে।

মিস মুনা ঐশ্বর্যের রুমে গিয়ে ন'ক করলো।

"স্যার? স্যার মিস্টার চৌধুরী এসেছেন।"

ঐশ্বর্য ঘুম জড়ানো চোখে উঠে বাইরে গেল। মিস মুনা কিচেনের দিকে চলে গেলেন।

শর্ট প্যান্ট তার উপর একটা ট্রি শার্ট জড়িয়ে বাইরে এলো ঐশ্বর্য।"হ্যালো আঙ্কেল।"

ঐশ্বর্য কে দেখে মিহি হাসলেন রাজেশ চৌধুরী।

"রিক মাই বয় কাম।"

ঐশ্বর্য গিয়ে রাজেশের পাশে বসলো।

"রিক তুমি নাকি বিয়ে করেছো?"

ঐশ্বর্য মাত্র পানির গ্লাস মুখে নিয়েছে, রাজেশের কথায় থেমে গেল।

"তোমাকে কে বললো আঙ্কেল?"সূক্ষ্ম শ্বাস ফেলল রাজেশ চৌধুরী। কাল রাতে জিসান তাকে সব কিছু বলে দিয়েছে, প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিল রাজেশ চৌধুরী। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো কি হবে ঐশ্বর্যের? যদি রাজেশ না থাকে তাহলে ঐশ্বর্য সবসময়ের জন্য

একা হয়ে যাবে।এর থেকে ভালো ওর একজন জীবন সঙ্গী হোক।

“এক্সুয়েলি আঙ্কেল আমি...

“কাম অন মাই বয় বিয়ে করেছো তাতে প্রবলেম টা কোথায়?এনি ওয়ে ছবি দেখাও কুইনের।”

ঐশ্বর্য আমতা আমতা করে ফোন বের করলো, উৎসার বিয়ের সাজে তোলা কয়েকটি ছবি দেখায়। রাজেশ চৌধুরী অধর বাঁকিয়ে হাসলো।

“বিউটিফুল, তোমার জন্য একদম পারফেক্ট।”

ঐশ্বর্য আড় চোখে তাকায় উৎসার ছবির দিকে। মেয়েটা অতিরিক্ত সুন্দর, ছুঁতে মন চায়। ধুর বাবা ভালো লাগে না তার ইচ্ছা করছে এখুনি গিয়ে তুলে নিয়ে আসতে।“হ্যা সিরাত বলো!”

“উৎসা তুমি কী আর জার্মানি ফিরবে না? কয়দিন পরেই তো তোমার সেমিস্টার।”

পিলে চমকে উঠে উৎসার,সে তো সব কিছু ভাবতে গিয়ে নিজের পড়াশোনার কথা ভুলেই গিয়েছে। একজন পুরুষের জন্য কি সে তার ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেবে? মোটেও না।

“সিরাত আমি তোমাকে কালকেই জানাচ্ছি।”

“ওকে, বাট উৎসা তুমি কিন্তু ফিরে এসোই। তুমি খুফ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, তোমার সামনে অনেক কিছু আছে।’

উৎসা মিহি হাসলো,জীবন যে তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে তা শুধু সে-ই জানে।

আচমকা নিকি ভেতরে এলো।“এই শুন রুদ্র ভাইয়া তোর ফ্লাইটের টিকিট রেডি করে দিয়েছে দু দিন পর ফ্লাইট।”

নিকির কথা কিছুই বুঝতে পারলো না উৎসা।

“মানে?কী বলছো আপু? আমি আবার কোথায় যাচ্ছি?”

নিকি এলোমেলো দৃষ্টি ফেললো,কিয়ৎক্ষণ ভেবে বলে।

“আরে তুই কী আবার ভাইয়ের কাছে ফিরবি নাকি? তোকে তো পড়তে হবে।তাই ভাইয়া আর আমি ঠিক করেছি তুই জার্মানি ব্যাক করবি।”

উৎসা নিশ্চুপ,সে যদি জার্মানি যায় তাহলে কোনো না কোনো ভাবে অবশ্যই ঐশ্বর্য রিক চৌধুরীর সঙ্গে তার দেখা হবেই!

নিকি উৎসার দিকে তাকিয়ে তার ভাবান্তর বোঝার চেষ্টা করলো।যে করেই হোক কোনো ভাবে উৎসা কে আবার জার্মানি পাঠাতেই হবে।"আমি....

"তুই এদিকে আয়।"

উৎসা কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু নিকি বলতে দেয়নি। বরং সে বলতে শুরু করে।

"দেখ উৎসা যে কারো জন্য তুই কি নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করবি? তোর তো উচিত দেখিয়ে দেওয়া, আমি হেরে যাওয়ার মেয়ে নই।"

উৎসা ভাবনায় পড়ে গেল। নিকি ফের বললো।

"তুই আবার পড়াশোনা কর, এরপর দেখিয়ে দে তোর কারো সাহায্য সা'পো'র্ট লাগবে না।"

উৎসা বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নেয়, সত্যি তো তার পরোয়া কেউ করেনি। তাহলে কেন সে সবার ওদের পরোয়া করবে? উৎসা যাবে জার্মানি,আবারো পড়বে। কে দেখলো না দেখলো তাতে কিছু যায় আসে না।"

থ্যাংক ইউ সো মাচ নিকি।তুই না থাকলে সুইটহার্ট আসতো না!"

নিকি হাসলো, ঐশ্বর্য বলেছে উৎসা কে পাঠিয়ে দিতে। যদি ঐশ্বর্য তাকে নিতে চায় সে কখনও আসবে না।

অন্তত একটু বুঝে গেছে উৎসা প্রচন্ড জে'দি একটা মেয়ে। ঐশ্বর্যের ভেতর টা পু'ড়ছে,তার উৎসা কে লাগবেই।

"ভাইয়া দেখো আমি তোমার ভরসায় কিন্তু উৎসা কে পাঠাচ্ছি, তুমি প্লিজ ওর খেয়াল রেখো।"

ঐশ্বর্য মিহি হাসলো।

"আই প্রমিজ এই বারে আর উৎসা কোনো কষ্ট পাবে না।ওর সব দায়িত্ব আমার।"নিকি খানিকটা স্বস্তি পেলো।সে এটুকু জানে তার ভাইয়ের মনটা খারাপ নয়। জিসানের থেকে যতটুকু বুঝেছে ঐশ্বর্য তাকে ভালোবাসে। কিন্তু ঐশ্বর্য নিজের ফিলিংস নিয়ে কনফিউজড।

ঐশ্বর্য ফোন রেখে ডিভানের উপর গিয়ে বসলো।দু আঙ্গুল কপালে ঠেকিয়ে বলে বিড়বিড় করে আওড়াল।

"সুইটহার্ট সুইটহার্ট, আমাকে ম্যাড বানিয়ে তুমি হ্যাপি থাকবে ভেবেছো?নো ওয়ে, অন্তত ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী যত দিন আছে এটা তো হবে না!"

ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো,ডিভানের মাথা হেলিয়ে ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।ফের বললো।

“রেড রোজ মিসড ইউ ,সো মাচ প্রীটি গার্ল। একবার এসো গড প্রমিজ জান খেয়ে ফেলব।”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো,হাসিটা এই বন্ধ চার দেয়ালের ভেতরে অন্য রকম ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠে।আবারও জার্মানি, আশ্চর্যের ব্যাপার যেখান থেকে ওদের গল্প শুরু হয়েছিল আবারো সেখানে এসে থামলো।

উৎসা ফের হোস্টেলে উঠেছে, অনেক কষ্ট করে ম্যানেজ দিয়েছে সবটা।সিরাত উৎসা কে দেখে আনন্দে জাপটে ধরেছে। উৎসার এই বিষয়টা বেশ ভালো লাগলো, অন্তত একটা মেয়ে এখানে নিঃস্বার্থ ভাবে উৎসা কে হেল্প করে গিয়েছে। উৎসা ভেবে নিয়েছে এখন থেকে পড়তে হবে, অন্তত নিজেকে তৈরি করতে হবে। রাতের শেষ প্রহর, এখনো জেগে আছে উৎসা। পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলো, অবশ্য জানালা খুললো না। গার্ড আবার চেঁচামেচি করবে।“রিক মিস বাংলাদেশী জার্মানি ব্যাক করেছে?”

জিসানের চমকে যাওয়া ফেইস দেখে হুঁ হুঁ করে হেসে উঠলো ঐশ্বর্য।

“ইয়া,বাট অবাক হওয়ার কী আছে?”

জিসান কনফিউজড, ঐশ্বর্য কে বুঝতে পারছে না একদম।

“ঠিক আছে ও ফিরতেই পারে,বাট নিকি বললো তুই বলেছিস এখানে....

“ইয়েস, আমি ছাড়া কে বলবে? অভ্যিয়েসলি আমি বলেছি।”

ঐশ্বর্য উঠে গিয়ে কিচেন থেকে কফি কাপ নিয়ে এলো। জিসান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, প্রচন্ড রাগ হলো ঐশ্বর্যের উপর।“রিক তুই কী বলবি ঠিক কী চাইছিস?”

ঐশ্বর্য স্বভাব সুলভ হাসলো,সে তো এক রহস্য তাকে বোঝা এত সহজ?

“লিসেন জিসান রেড রোজ আমার ওয়াইফ। অবশ্যই তার আমার সঙ্গে থাকা উচিত, এখন তাকে চলে বলে কৌশলে আনতে হোক বা....

“বা কী?”

ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাস করে জিসান। ঐশ্বর্য কফি কাপে চুমুক দিয়ে বলে।

“সামথিং সামথিং।”কলেজ শেষে সিরাতের সঙ্গে কলেজ থেকে কিছুটা দূরে ক্যাফেতে গিয়ে বসলো উৎসা।

আজকে অনেক গুলো পড়া কালেক্ট করেছে উৎসা। এখনো কিছু বাকি আছে,উৎসা সে গুলো লিখছে বসে। এর মধ্যে সিরাত হাত ধুতে ওয়াশ রুমে গেল, তৎক্ষণাৎ উৎসা সম্পূর্ণ দৃষ্টি লেখাতে দিয়েছে।

ব্ল্যাক মার্সিডিজ কার এসে ক্যাফের সামনে থামলো। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ঐশ্বর্য আর জিসান। অফ হোয়াইট শার্ট সাথে ব্ল্যাক প্যান্ট, হাতে ব্র্যান্ডের ওয়াচ,চোখে সানগ্লাস।বড়লোকি ভাব সাব, কিন্তু বাইরের দিকে দৃষ্টি নেই উৎসার।কে কী করছে কিছুই দেখছে না উৎসা।ঐশ্বর্য ধীর গতিতে ক্যাফেতে ঢুকে, উৎসা কে দেখে চমকালো।পরণে মেরুর রঙের ট্রি শার্ট,তার উপর জ্যাকেট,লেগিংস।চুল গুলো লম্বা হওয়ার দরুন উঁচু করে বাঁধা।এক মনে কলম চালাচ্ছে সে। ঐশ্বর্য জিসান কে ইশারা করে, জিসান একে একে সবাই কে বের করে দিল।একটা ছেলে কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু জিসান চুপ করিয়ে দেয়। পুরো ক্যাফে খালি করিয়ে দেয় ঐশ্বর্য,এক পা দু পা

করে এগিয়ে গিয়ে উৎসার সামনাসামনি দাঁড়ালো। উৎসা লেখা শেষ হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে,যেই উপরে চোখ তুলে তাকায় বড়সড় ধাক্কা খেলো। নিজের চোখের সামনে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী কে দেখে পিলে চমকে উঠে তার। ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকিয়ে ভুবন ভোলানো হাসি হাসলো,উৎসা আশেপাশে তাকিয়ে দেখে জিসান ছাড়া কেউ নেই।“আ,, আপনি?”

ঐশ্বর্য উৎসার দিকে পা বাড়াতেই উৎসা পিছনে যেতে নেয়, আফসোস চেয়ারে পা আটকে পড়তে গেল। কিন্তু ঐশ্বর্য তার রেড রোজের হাত টেনে ধরে।

“সুইটহার্ট বি কেয়ার ফুল।”

উৎসা রিতিমত কাঁপছে।

“ছাড়ুন!”

ঐশ্বর্য ছেড়ে দিল উৎসার হাত।

“আপনি এখানে কেন সিরাত কোথায়?”

ঐশ্বর্য চেয়ার টেনে উল্টো করে বসলো।

“উফ্ সুইটহার্ট দিন দিন কিউট হচ্ছো।”

উৎসা এই মূহুর্তে ঐশ্বর্য কে একদম আশা করেনি, উল্টো ভয় লাগছে।

“দেখুন আমি কিন্তু...সিরাত কোথায় বলুন?”

ঐশ্বর্য সুযোগের সদ্ব্যবহার ভালো করেই করতে পারে। জিসান কে ইশারা করতেই সে একটা ফাইল নিয়ে এগিয়ে এলো। একটা সাদা কাগজ সামনে দেয়, ঐশ্বর্য সেটা উৎসা কে দেখিয়ে বলে।“সুইটি এটাতে সাইন করে দাও।”

উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়।

“মানে? আমি কেন সাইন করতে যাবো?”

ঐশ্বর্য হাত দিয়ে সিল্কি চুল গুলো ব্রাশ করে পিছনে ঠেলে দেয়।

“সিরাত চাই তো? তাহলে গুড গার্ল এর মতো সাইন করে দাও।”

উৎসা হাঁসফাঁস করছে,এই ঐশ্বর্য চাইছে কী?

“কেন এমন করছেন আপনি? প্লিজ চলে যান।”

ঐশ্বর্য ঠোঁট উল্টে তাকালো।

“বেইবি আমি চলে যাবো বাট সাইনটা!লেইট হচ্ছে তো।”ঐশ্বর্য ঘড়ি দেখলো, উৎসা তখনও নিশ্চুপ। ঐশ্বর্যের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, আচমকা উৎসার গাল চেপে ধরে বলে।

“সাইন করো না রেড রোজ, তাহলে কিন্তু আমি সিরাত ছেড়ে দেব।ইউ নো অ্যাম নট গুড পার্সন ইয়ার।যদি কথা না শুনো সিরাত টা টা বাই বাই।”

ঐশ্বর্যের কথায় কান্না পাচ্ছে উৎসার,সে দ্রুত সাইন করে দিলো। ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো, ইশ্ ইনোসেন্ট রেড রোজ তার।সে তো জানেই না কী করলো,কাল সকাল থেকে শুরু হবে তার খেলা। রেড রোজ তার কাছ থেকে চাইলেও যেতে পারবে না।দ্যা গেইম ইজ স্ট্যার্ট নাউ।“আপনি এখানে কেন এসেছেন? প্রবলেম কী আপনার?”

সকাল সকাল কলেজের জন্য বের হয়েছে উৎসা,আজ সিরাত আসেনি।কিছুটা দূরে আসতেই ঐশ্বর্যের গাড়ি সহ ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। বরাবরের মতই ঐশ্বর্য কে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। উৎসা গুরুত্ব দিলো না,সে নিজের মতো রাস্তা পাড় করে যেতে নিলো। তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য এসে উৎসার সামনাসামনি দাঁড়ালো,চোখে থাকা সানগ্লাস খুলে বলে।

“হেই সুইটহার্ট।”উৎসা যেনো শুনেও শুনলো না, ঐশ্বর্য আচমকা উৎসার হাত টেনে ধরে। হেঁচকা টানে ভয় পেয়ে গেল উৎসা।

ঐশ্বর্য এখানে কেন জিজ্ঞেস করতেই বাঁকা হাসলো।
“কেয়ারটেকার ছাড়া ভালো লাগছেনা না,দ্যান আমিই চলে এলাম।”
উৎসা দু হাত ভাঁজ করে নেয়।
“আচ্ছা নতুন কেয়ারটেকার?তা ওখানে না গিয়ে আমাকে ফলো করছেন কোন দুঃখে শুনি?”
ঐশ্বর্য বুকে হাত রেখে বলল।
“ইশ্ ইটস্ হার্ট রেড রোজ, দুঃখে কেন হবে?বলো সুখে।”
উৎসা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঐশ্বর্য উৎসার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো.উৎসা কিছুটা বিব্রত বোধ করছে।
“আমার পথ ছাড়ুন।”দাঁতে দাঁত পিষে বললো উৎসা, ঐশ্বর্য হাসলো।
“তাহলে আমার বাড়ির কাজ কে করবে?”
উৎসা ঐশ্বর্যের কোনো কথাই বুঝতে পারছে না।
“মানে?”
“মানে এটাই যে তুমি এই সময় আমার বাড়িতে যাবে,ভুলে গেলে কী করে সুইটহার্ট তুমি তো আমার কেয়ারটেকার!”
উৎসা চরম পর্যায়ে রেগে গিয়ে বলল।

“ফা লতু কথা একদম বলতে আসবেন না। আমি আপনার কোনো কেয়ারটেকার নই বুঝেছেন? আমার সঙ্গে একদম.....

উৎসা চুপ করে গেল, ঐশ্বর্য ওর সামনে একটি পেপার ধরে। উৎসা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলো এটাতে তার সাইন করা।“এটা?কী এসব?”

ঐশ্বর্য পড়তে শুরু করে।

“এখানে সুন্দর করে লেখা আছে তুমি আমার কেয়ারটেকার,আর আগামী তিন বছর আমার বাড়িতে কাজ করবে।আর যদি তুমি কাজ না করো তাহলে জ রিমানা হিসেবে ৫ কোটি টাকা দিতে হবে।”

উৎসা তম্বা খেয়ে গেল কোন বুদ্ধিমান লোক এমন ফা লতু কাজ করে? এটা কেমন কাজ কর্ম?

উৎসা দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।

“এই জন্যই কাল এটাতে সাইন করিয়েছেন?”

ঐশ্বর্য মাথা দুলালো,উৎসার প্রচন্ড রকম রাগ লাগছে। কী যে করবে সে?

“দেখুন মিস্টার চৌধুরী আমি আপনার মুখ তো দূরের কথা আপনার আশেপাশে পর্যন্ত থাকতে চাই না।

তাহলে আপনি ঠিক কী করে ভাবলেন আমি আপনার কেয়ারটেকার হবো?”

ঐশ্বর্য হাত সামনে ধরে।“তাহলে পাঁচ কোটি দাও।”

উৎসা ভাবনায় পড়ে গেল এত টাকা কোথা থেকে দেবে সে? ঐশ্বর্য চায় কী?

“আপনি কি চান?”

“তোমাকে।”

ঐশ্বর্যের সহজ স্বীকারোক্তি,উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়।

“হাস্যকর, আমাকে দিয়ে কী হবে?”

ঐশ্বর্য ফিসফিসিয়ে বললো।

“তোমাকে দিয়েই হবে, তুমি না থাকলে কাকে দিয়ে হবে! আফটার অল আমার বেবির মাম্মা তুমি । তুমি আমার হার্ট, তোমাকে ছাড়া চলছে না সত্যি!”

উৎসা শব্দ করে হেসে উঠলো।

“রিয়েলি? আপনি অন্তত শ’য়তা’ন একটা মানুষ।এত কিছু করার পর কী করে ভাবলেন আমি আবার আমাকে আপনার হাতে তুলে দেব?”

ঐশ্বর্য মাথা দুলিয়ে বলে।“তুলে দিতে হবে না সুইটহার্ট,রিক ছি’নিয়ে নিতে পারে।”

উৎসা দু কদম পিছিয়ে গেল।

“একদম আমার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করবেন না।”

উৎসার বলতে দেরী, ঐশ্বর্যের তার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে দেরী হলো না।

“বিউটিফুল লেডিদের এত রাগ করতে নেই। চলো লেইট হচ্ছে।”

ঐশ্বর্য উৎসার হাত ধরতেই চেঁচিয়ে উঠলো সে।

“ডোন্ট টাচ।”

“টাচ,টাচ টাচ।”

ঐশ্বর্য হাত বারংবার স্পর্শ করছে,উৎসা ফোঁস করে উঠলো।রাগে শরীর রি রি করছে তার!

“আমি কিন্তু এখন.....উৎসা কে কিছু বলতেই দিচ্ছে না ঐশ্বর্য,তার আগেই গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে লক করে দিলো।দক্ষ হাতে ড্রাইভিং সিটে বসে ড্রাইভ করছে। ঐশ্বর্য রাগে ঐশ্বর্যের ঘাড়ে অনেক শক্তি দিয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। হঠাৎ আ’ক্র’মণে কিছুটা ব্যথা পায় ঐশ্বর্য, কিন্তু তবুও নড়লো না।

আধঘন্টা পর বাড়িতে এসে গাড়ি থামালো ঐশ্বর্য। উৎসা মনে মনে ভেবে রেখেছে ঐশ্বর্য গাড়ি থেকে নামলেই উৎসা দৌড় দেবে।

কিন্তু তা আর হলো না, ঐশ্বর্য উৎসার হাত ধরেই নামলো।উৎসা কে এক প্রকার টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল উৎসা।“আমি এবার সত্যি সত্যি...

“ভালোবেসে ফেলেছি, সত্যি সত্যি।”

উৎসার কথার মাঝখানে বলে উঠে ঐশ্বর্য। উৎসা থমকালো চমকালোও, কিন্তু তা মোটেও বুঝতে দেয় না ঐশ্বর্য কে।

“তো? আপনি ভালোবাসেন না বাসেন আমার কিছু যায় আসে না।”

ঐশ্বর্য উৎসা কে কাউচের উপর বসালো, ফোঁস করে নিঃশ্বাস টেনে বলে।

“অ্যাম স্যরি সুইটি।আই লাভ ইউ, আমার তুমি ছাড়া চলবে না সত্যি।”

ঐশ্বর্য উৎসার গালে আলতো হাত ছুঁয়ে দেয়,উৎসা হাত সরিয়ে নেয়।

“আমার সঙ্গে এত বড় অন্যায় করে আপনি কী ভাবছেন আমি ক্ষমা করে দেব?”

ঐশ্বর্য অধর বাঁকিয়ে হাসলো।

“আমার উপর রাগ হচ্ছে?রাগ মিটিয়ে নাও, মা’রো আই ডোন্ট মাইন্ড।বাট প্লিজ একবার সুযোগ দাও!”

উৎসা মুখ ফিরিয়ে নেয়,এই ছল পুরুষের ছ’লনায় একদম কান দেবে না উৎসা। ঐশ্বর্য উৎসার পায়ের কাছে বসে পড়লো।“অ্যাম স্যরি,আই প্রমিজ আর কখনও কষ্ট দেবো না।”

ঐশ্বর্য উৎসার হাত ধরতে চাইলো কিন্তু উৎসা ফের হাত সরিয়ে নেয়। ঐশ্বর্য দীর্ঘ শ্বাস ফেললো। আচমকা উৎসার গালে চুমু খায়।

“স্যরি সুইটহার্ট, বিকেলে মান ভাঙাতে আসবো আপাতত অফিসের লেইট হচ্ছে।”

ঐশ্বর্য বাইরে থেকে দরজা লক করে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। উৎসার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে, এভাবে তাকে বোকা বানিয়ে চলে গেল? অস’ভ্য রিক চৌধুরী।

একদম ভালো না।“আই লাভ ইউ।”

রুদ্রর মুখে আই লাভ ইউ শুনে চুপ করে গেল কেয়া। সত্যি মিস্টার হ্যান্ডসাম তাকে ভালোবাসে?

“সত্যি?”

কেয়া কে অবাক হতে দেখে ঠোঁট টিপে হাসলো রুদ্র।
“ইয়েস ম্যাডাম। সিনিয়র আপা পছন্দ হয়েছে,তাই ভাবলাম প্রপোজ টা করেই ফেলি।”
কেয়া ফিক করে হেসে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে আসছে।“কিন্তু আপনার ফ্যামিলি?”
রুদ্র ফের হাসলো।
“আমি আছি তো, এবার তুমি আর ঐশ্বর্য ভাইয়া চলে এসো। এরপর একে বারে আমার করে নেব।”
কেয়া ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি টের পেলো, অতঃপর তারও কেউ আছে যে এত ভালোবাসে। ফ্যামিলি বলতে রিক, জিসান আর গ্রে মা ছাড়া কেউ নেই কেয়ার। এখন এই ফ্যামিলিতে আরো একজন এসেছে।কাবার্ডের পেছনে লুকিয়ে আছে উৎসা, একদম ঐশ্বর্যের সামনে যাবে না। এদিকে ঐশ্বর্য বাড়িতে এসে উৎসা কে দেখতে না পেয়ে কেমন হাঁসফাঁস করছে!
“রেড রোজ? সুইটহার্ট? ওয়ার আর ইউ?”
উৎসা শ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত থামিয়ে দিয়েছে, ঐশ্বর্য ভ্রু কুঁচকে নেয়। অতঃপর আই প্যাড নিয়ে রুমের সিসি

টিভি ফুটেজ দেখতে লাগল। ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো,আই প্যাড রেখে বেড রুমে গেল।উৎসা কাবার্ডের পেছনে আছে, ঐশ্বর্য খপ করে গিয়ে ধরে ফেলল।উৎসা কেঁপে উঠল, ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে দেয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো,উৎসা ভয়ে চুপসে গেছে।“উফ্ ষ্টুপিড রেড রোজ ভুলে গেলে সি সি ক্যামেরা?”

উৎসা চোখ বুজে বিরক্ত প্রকাশ করে। সত্যি সে ভুলে গেছে ক্যামেরার কথা।উৎসা শুকনো ঢোক গিললো, ঐশ্বর্য আচমকা উৎসা কে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে।

“সুইটহার্ট আই লাভ ইউ।”

উৎসা ভয় পাচ্ছে,তার উচিত হয়নি এখানে আসা। জার্মানি আসাই সবচেয়ে বড় ভুল, এখন এই অস’ভ্য রিক চৌধুরী তাকে ভয় দেখাচ্ছে।

“দদেখুন আমি...

“হিস ডোন্ট...ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটে তর্জনী আঙ্গুল ছুঁয়ে দেয়। দৃষ্টি তার ঠোঁটের দিকে, ঐশ্বর্য অসহায় চোখে তাকায়।

“পারছি না থাকতে, সত্যি।অ্যাম...হেই সুইটহার্ট আই কান্ট কন্ট্রোল মাইসেল্ফ।আই লাভ ইউ, পারব না থাকতে তুমি ছাড়া।”

উৎসার কান্না পাচ্ছে, কিন্তু সে চাইছে না কাঁদতে। চোখ তো আর কথা শুনে না, কার্নিশ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু ফোঁটা অশ্রু।

“আপনি অনেক খারাপ মানুষ, আপনি শুধু আমার সঙ্গে.... শুধু এসবেরেই জন্য আমার সাথে নাটক করেছেন এত দিন?”

ঐশ্বর্য উৎসার চোখের পাতায় চুমু খেল আশ্লেষে চুষে নিল নোনা জল।

“আই সয়ার সব নাটক ছিল না, আমি ফিলিংস নিয়ে কনফিউজড ছিলাম। আমার কাছে শুধু তোমার আ’স’ক্তি কাজ করতো। আমি পারব না আর তুমি ছাড়া থাকতে রোজ।আই কান্ট... প্লিজ।”

উৎসা শুনলো না,সরতে চাইলো। ঐশ্বর্য হাতে চুমু খেল।

“অ্যাম স্যরি।”উৎসা ঐশ্বর্যের হাতে কা’ম’ড় বসিয়ে দেয়।

“আই হেইট ইউ অস’ভ্য রিক চৌধুরী। আপনি প্রচন্ড বাজে মানুষ, আপনার সঙ্গে,, আমি থাকব না।”

ঐশ্বর্য মিহি হাসলো,উৎসা কে কোলে তুলে নেয় আলতো ভাবে।উৎসা ছটপট করতে লাগলো।

“ছাড়ুন আমি আপনাকে ঘৃ’ণা করি।”

“বাট আই লাভ ইউ।”

“হেইট ইউ।”

“লাভ ইউ।”

“আই...

“লাভ ইউ।”

উৎসা ঐশ্বর্যের বুকে ঘু’ষি দেয়,তাকে কিছু বলতেই দিচ্ছে না এই লোকটা।ঐশ্বর্য উৎসার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, উৎসা থমকে যায়। অদ্ভুত মানুষ,কখন কী করে কিছু বোঝা যায় না।এই দেখা গেল একটু পরে আবার উৎসা কে ব্যবহার করে ছুটে ফেলে দিচ্ছে।উৎসা ঐশ্বর্যের ঘুমানোর অপেক্ষা করছে। ঐশ্বর্য ঘুমাতেই উৎসা পা টিপে টিপে মেইন ডোরের দিকে গেল।কী অদ্ভুত দরজা লক করা, পাসওয়ার্ড সিস্টেম।উৎসা রাগে ফুঁসছে, এখন যাবে কী করে?উৎসা কিছুই ভাবতে পারছে না, কিন্তু ঐশ্বর্যের কাছাকাছি থাকবে না। দরজার সামনে বসে রইল উৎসা, অস’ভ্য রিক চৌধুরী কী কখনও সভ্য হবে না? হওয়া উচিত ছিল,এই মানুষটি হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত মানুষ।স্নিগ্ধ সকাল ঘুম

কিছুটা হালকা হয়ে এলো উৎসার। নড়তে গিয়ে বুঝতে পারলো কেউ তার উপর আছে। উৎসা ভীত নয়নে তাকালো, ঐশ্বর্য। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে উৎসা কে।উৎসা চমকালো, হৃদয় স্পন্দন বেড়ে গেছে।

"অস'ভ্য রিক চৌধুরী!"

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো, হয়তো সে জেগেই আছে। উৎসার যতটুকু মনে আছে সে তো বাইরে দরজার কাছে শুয়ে ছিল!

ঐশ্বর্য ঘুম জড়ানো চোখে তাকানোর চেষ্টা করলো। ফোঁস করে নিঃশ্বাস টেনে বলে।"আই লাভ ইউ।"

মা তাল করা কণ্ঠে ভালোবাসার কথা শুনে কেমন বুক দুরু দুরু করছে উৎসার।

"বাট আই হেইট ইউ।সরুন আমার উপর থেকে!"

ঐশ্বর্য ফট করে চোখ খুলে,উৎসা কে চেপে ধরে আছে।

"উম্মাহ্উম্মাহ্।"

ঐশ্বর্য ঠোঁট গোল করতেই উৎসা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঐশ্বর্য ফের হাসলো,উৎসার কপালে অধর ঠেকিয়ে বলে।

“তুমি আমার ওয়াইফ, আমি তোমাকে ছুঁতে পারি তাই না রোজ?”

উৎসা চমকে উঠে।

“একদম না। আপনি আমার কাছাকাছি আসবেন না,সরে যান।”

ঐশ্বর্য ফিক করে হেসে উঠলো,সে কী বারণ শুনবে? অবশ্যই না!সে ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী, যেটা তার সেটা তার-ই হোক জোর করে বা ছ’ল’না।

ঐশ্বর্য উৎসার গলার উপরিভাগে চুমু খেলো।“বউ।”

উৎসা অস্ফুট স্বরে বলল।

“আপনি সরুন।”

“উঁহু।”

উৎসা ঐশ্বর্যের চুলে হাত রাখলো।

“আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন, আমার সঙ্গে....

“হুস,ঠকাইনি। আমি শুধু ফিলিংস নিয়ে কনফিউজড ছিলাম রোজ।”

উৎসা ঐশ্বর্যের কথা মোটেও বিশ্বাস হচ্ছে না। ঐশ্বর্য উৎসার হাত বুকে চেপে ধরে।

“চলবে না তুমি ছাড়া,হ্যা আমি শুদ্ধ পুরুষ নই। খুবই অশুদ্ধ পুরুষ, তোমার ভাবনা চিন্তার থেকে খারাপ।

বাট আই লাভ ইউ।”ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটে শব্দ করে চুমু খেলো,উৎসা উঠতে চাইলো। ঐশ্বর্য সরে গেল,উৎসা উঠে বসলো। ঐশ্বর্য পিছন থেকে উৎসা কে জড়িয়ে ধরে।

“আমি তোমাকে ভালোবাসি।”

উৎসা ফিক করে হেসে উঠলো, ঐশ্বর্য এই প্রথম বাংলায় ভালবাসি বললো হয়তো!

“রোজ রোজ রোজ আমি তোমাকে ভালোবাসি।রিক চৌধুরী তোমাকে ভালোবাসে।”

উৎসা ঐশ্বর্যের গালে হাত ছুঁয়ে বলে।

“যেদিন আপনি আমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন সেদিনই এই ভালোবাসায় সায় দেব।”

উৎসা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে, ঐশ্বর্য বিছানা থেকে উঠে বাইরের দিকে গেল। উৎসা দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।“তুমি কি আমাকে বোন ভাবো?”

উৎসা রাগের মাথায় কথাটা বলে দেয় নিকি কে। নিকির ভেতর টা কেঁপে উঠে,সে বরাবরই উৎসা কে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে।

নিকি মলিন হেসে বলল।

“আজকে তোর মনে হচ্ছে আমি আদেও তোকে ভালবাসি কী না তাই তো?”

উৎসা চুপ করে গেল , আসলেই তার এভাবে বলা উচিত হয়নি।

“আপু তুমি কী করে আমাকে না জানিয়ে এভাবে পাঠিয়ে দিলে?তাও শুধু ঐশ্বর্য ওনার কথায়?”

নিকি দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।“তোর ভালোর জন্যই। ঐশ্বর্য ভাইয়া তোকে ভালোবাসে, এটা আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি। বিশ্বাসও করি।”

“কিন্তু আমি করি না।”

উৎসার সাফ জবাব।

“ওই লোকটা একদম বাজে, ওনার সঙ্গে যা হয়েছে আমি এই মূহুর্তে মনে করি সব ঠিক। আমি ওই লোকটা কে একটুও ভালোবাসি না!”

নিকি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।কী বলবে বুঝতে পারছে না।

অফিসে আজ জরুরী মিটিং আছে, ঐশ্বর্য আজ আসতে চাইছিল না। কিন্তু কী করবে?কাজ তো করতেই হবে।

অনেক গুলো ডিল প্লাস ফাইল সব কিছু দেখতে হবে।

ঐশ্বর্য আপাতত ফাইল গুলো চেক করছে,এর মধ্যে জিসান এসে উপস্থিত হলো।সে সবে একটা মিটিং শেষ করে বেরিয়ে এসেছে।

"রিক দুটোর দিকে তোর একটা মিটিং আছে।"

ঐশ্বর্য মাথা দুলিয়ে বলে।

"হ্যা এই জন্য ফাইল গুলো স্টাডি করে নিচ্ছি।"

জিসান আর ঐশ্বর্য কাজ গুলো এগিয়ে রাখলেন।এর মাঝে রাজেশ চৌধুরী এসে ঐশ্বর্যের সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আলাপ করে নেয়।বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল ঐশ্বর্যের। এদিকে উৎসা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় নিয়ে কলেজের পড়া শেষ করেছে। ঐশ্বর্য নেই সেই জন্য আরামের একটা ঘুম দিল। কলিং বেল বাজছে,মিস মুনা গিয়ে দরজা খুলে দিল।

মিস মুনা সচরাচর পাঁচার মধ্যে চলে যান, কিন্তু আজ এখনও আছেন।

"এ কি মিস মুনা আপনি এখনও এখানে?"

মিস মুনা স্বভাব সুলভ হাসলো।

“হ্যা স্যার এখুনি চলে যাব, ভাবলাম আপনি আসলেই যাই। ম্যাম তো ঘুমাচ্ছেন তাই।”

ঐশ্বর্য বুঝলো।“ওকে, আপনি আর কষ্ট করবেন না। দেরী হয়ে গেছে আপনার।”

মিস মুনা ঐশ্বর্যের সঙ্গে টুকটাক কথা বলে নিজের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঐশ্বর্য ভেতরে গিয়ে ডোর লক করে দেয়, উঁকি দিয়ে দেখলো উৎসা স্টাডি রুমে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। ঐশ্বর্য বিরক্ত করলো না, আপাতত ফ্রেশ হওয়া দরকার। ঐশ্বর্য বেড রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এলো,টাওয়াল দিয়ে মাথা বুঝতে বুঝতে স্টাডি রুমে গেল।ঐশ্বর্য উৎসার দিকে তাকিয়ে আছে,উৎসা ঘুমের মধ্যে মৃদু হাসছে। ঐশ্বর্য ঝুকে উৎসার কপালে অধর ছুঁয়ে দেয়,শীতল ছোঁয়া পেয়ে নড়েচড়ে বসল উৎসা। পিটপিট চোখ করে ঐশ্বর্যের দিকে তাকালো,সদ্য শাওয়ার নিয়ে এসেছে ঐশ্বর্য, চুল থেকে পানি টুপ টুপ করে পড়ছে।উৎসা চোখ সরিয়ে, শ’য়তা’ন পুরুষ। খালি ঠকানোর ধা’ন্দা, ঐশ্বর্য বাচ্চাদের মতো করে বললো।

“জান খিদে পেয়েছে।”

উৎসা কপাল কুঁচকে নেয়।

“তো খান গিয়ে আমি কি করব?”

“টেবিলে দিয়ে দাও।”উৎসা ত্যা’ড়ামো করলো না , অবশ্যই তা করলে ঐশ্বর্য তাকে বিরক্ত করবে।

উৎসা টেবিলে খাবার সার্ভ করলো, ঐশ্বর্য বেশ আরাম করে খেতে বসে।উৎসা কাউচে গিয়ে বসলো।

“সুইটহার্ট তুমি খাবে না?”

উৎসা টিভি অন করে বলে।

“আমি খেয়ে ফেলেছি।”

“গুড গার্ল।”উৎসা টিভি দেখতে বসলো, ঐশ্বর্য এক পলক দেয়াল ঘড়িটা দেখে নেয়।রাত ১২ টা ৫ মিনিট ছুঁই ছুঁই।

ঐশ্বর্য খাওয়া শেষে উৎসার পাশে এসে বসলো। উৎসা খুব মনোযোগ দিয়ে কে জি এফ মুভিটা দেখছে। ঐশ্বর্যের বিরক্ত লাগলো, এগুলো মুভি? ঐশ্বর্য রিমোট নিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করে দেয়। একটা ইংলিশ মুভি দেয়,উৎসা বিরক্ত হলো। ঐশ্বর্য টিভির দিকে তাকিয়ে আছে, তৎক্ষণাৎ উৎসা চমকে উঠে।একটা অংশ শুরু হয়েছে, যেখানে নায়িকা নায়ক কে কিস করছে।একে অপরের মধ্যে ডুবে আছে,উৎসা খিঁচিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়। এদিকে ঐশ্বর্য এক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে। উৎসা ফট করে রিমোট দিয়ে টিভি অফ করে দিলো, ঐশ্বর্য আড় চোখে তাকায় উৎসার দিকে।“আস্তাগাফিরুল্লাহ এসব কি দেখছেন? লজ্জা বলতে কিছু নাই?”

ঐশ্বর্য দীর্ঘ শ্বাস ফেললো, সত্যি লজ্জা বলতে কিছু নেই তার মাঝে।এটা নিয়ে ঐশ্বর্যের গর্বের শেষ নেই, আচমকা উৎসার হাত টেনে নিজের কাছাকাছি নিয়ে এলো।

“সুইটহার্ট আমার লজ্জা বলতে কিছু নেই, তুমি চাইলে সব প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাবো।”

উৎসা মূহুর্তে চুপসে গেল, ঐশ্বর্য গভীর চোখে তাকায় গোলাপী অধর যোগলের দিকে।

“দদেখুন এটা কিন্তু....

“একবার প্লিজ!”উৎসা মিহিয়ে যাচ্ছে, ঐশ্বর্য উৎসার অধর আঁকড়ে ধরতে যাবে সেই মূহূর্তে উৎসা দূরে সরে গেল। ঐশ্বর্য আকস্মিক ভাবে চমকে উঠে, প্রচন্ড রাগ হচ্ছে তার।

উৎসা কিছুটা দূরত্ব রেখে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে।

“কী হয়েছে?এমন করছো কেন?”

উৎসা ভ্রুকুটি করে তাকালো। ঐশ্বর্য ফের বললো।

“কাছে না আসলে কী করে বোঝাব ভালোবাসি?”

উৎসা মৃদু কেঁপে উঠলো, ঐশ্বর্যের ভাবসাব মোটেও সুবিধার না।

“উঁহু, একদম না।”উৎসা উঠে দাঁড়ালো ঐশ্বর্য সাথে সাথে উঠে গেল। নিজের সিল্কি চুল গুলো পিছন দিকে ঠেলে দিলো।

“তোমার এসব পড়ে দেখে নেব রোজ। আপাতত আমার কাছে আসো।”

ঐশ্বর্য এক হাতে টেনে উৎসা কে কাছাকাছি নিয়ে এলো।

“কাছে চাই ইমিডিয়েটলি!”

উৎসা চমকালো,ভয় হচ্ছে তার।সে দূরে সরে গেল।

“অস’ভ্য রিক চৌধুরী সরেন।”

ঐশ্বর্য রাগলো, দাঁতে দাঁত পিষে উৎসা কে জাপটে ধরে।

“রাখ তুই তোর সরা সরি, আমি কাছে চাই।এই মূহুর্তে, ইমিডিয়েটলি।”

উৎসা তব্দা খেয়ে গেল, ঐশ্বর্য ওর গলার ওড়না দিয়েই ওর হাত বেঁধে ফেলে।

“কি করছেন? ছাড়ুন আমায়!”“চুপ।”

ঐশ্বর্য উৎসা কে কোলে তুলে নিয়ে বেড রুমে চলে গেল। বিছানায় শুয়ে দু হাত বেডের দুদিকে বেঁধে দেয়।

“উফ্ সুইটহার্ট তোমার জন্য কষ্ট করতে হচ্ছে।”

উৎসা শুকনো ঢোক গিললো।

“ঐশ্বর্য প্লিজ হাত খুলে দিন।”

ঐশ্বর্য ঠোঁট কা’ম’ড়ে হাসলো।

“অ্যাম স্যরি, আপাতত ভালোবাসা ফিল করাতে হবে।”

“দদেখুন ঐশ্বর্য আপনি কিন্তু আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন! খুলে দিন।”

ঐশ্বর্য শুনলো না, কপালের ঘাম মুছে বলে।

“এখুনি আসছি।উম্মাহ্।”ঐশ্বর্য ওয়াশ রুমে চলে গেল, এদিকে উৎসা অসহায় চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।কী করবে এখন?এত শক্ত করে বেঁধেছে খুলতেও পারছে না।খক শব্দ করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ঐশ্বর্য,উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।চোখে মুখে পানি দিয়ে এসেছে, ঐশ্বর্য অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উৎসার দিকে।তার অ্যাডামস আপেল কেঁপে উঠলো,উৎসা দেখলো।ভয়ও পাচ্ছে,

ঐশ্বর্য দু কদম এগিয়ে আসতেই অন্তর আ'ত্মা লাফিয়ে উঠছে তার।

“আমি আপনাকে.....

“হিসস কোনো কথা না।”রুম জুড়ে শুধুই দু'জন মানব মানবীর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ঐশ্বর্য নিজের উত্তাপে উৎসা কে জ্বা'লিয়ে পু'ড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে।অথচ উৎসা কিছুই করতে পারছে না, করবে কী করে ঐশ্বর্য যে তার হাত দুটো বেঁধে রেখেছে।

ঐশ্বর্য যখন উৎসার অধর ছেড়ে গলায় মুখ গুঁজে দেয়, তৎক্ষণাৎ ঘনঘন নিশ্বাস ফেলে উৎসা।এই অস'ভ্য রিক চৌধুরী তাকে দম বন্ধ করেই মে'রে ফেলবে। উৎসা ফিসফিসিয়ে বললো।“হাতটা খুলে দিন না?”

ঐশ্বর্য মা'তাল কণ্ঠে বলে।

“ছটফট করবে তুমি!তার থেকে বাঁধা থাকুক।”

“উঁহু করব না ছটফট খুলে দিন।”

ঐশ্বর্য হাত বাড়িয়ে একে একে বাঁধন আলগা করে দিল। উৎসা ছাড়া পেয়ে ঐশ্বর্য কে জাপটে জড়িয়ে ধরে,রাগে লম্বা নখ গুলো একে বারে গেঁথে দেয়

ঐশ্বর্যের পিঠে। ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো,মুখ তুলে তাকায় উৎসার দিকে।

উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়, ঐশ্বর্য মুখে ফু দেয়।“র’ক্তা’ক্ত করছো সুইটহার্ট?”

উৎসা ফোড়ন কে’টে বলে।

“ভালোবাসার এত্ত শখ তাহলে তো র’ক্তা’ক্ত হতেই হবে।”

উৎসা ছোট ছোট চোখ করে তাকালো, অতঃপর উৎসার ঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজের নিঃশ্বাস মিলিয়ে দিলো।জামার ফিতায় টান দিতেই তা আটকে গেল, ঐশ্বর্য ফের টানলো। কিন্তু খুলেনি,রাগে ধপ করে উঠে বসলো বিছানা। উৎসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ঐশ্বর্যের উদোম গায়ের দিকে।

ঐশ্বর্য উঠে গিয়ে পাগলের মতো টেবিল থেকে শুরু করে ড্রয়ার চেক করতে লাগলো। উৎসা উঠে বসলো।“কি খুঁজছেন?”

ঐশ্বর্য কিছু বললো না তবে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে বিজয়ী হাসি হাসলো। ঐশ্বর্যের হাতে সার্জিক্যাল নাইফ দেখে আঁ’তকে উঠে উৎসা।

“এএটা কী? আআপনি এটা দিয়ে কী করবেন?”

“তোমার ফিতে বাধা দিচ্ছে।একে বারে কে’টেই ফেলি।”

উৎসা ভয়ে ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে উঠলো।

“এটা কিন্তু ঠিক নয়, আমার পিঠ কে’টে যাবে!”

ঐশ্বর্য দু পা এগিয়ে আসতেই উৎসা চিৎকার করে বলে।

“না না আমি খুলে দিচ্ছি।”

ঐশ্বর্য থেমে গেল,উৎসা ফিতে ধরে টানাটানি করেও পারলো না।

“আরে বাবা খুলে যা!”

ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো। এবার নাইফ ফেলে বললো।

“সুইটহার্ট উম্মাহ্।”সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিঃশ্বাসের ঘনত্ব বাড়ছে, ঐশ্বর্য পাগলামির উর্ধ্বে। উৎসা হিমশিম খাচ্ছে এই পুরুষ কে সামলাতে। ঐশ্বর্য বারংবার উৎসার কানে ফিসফিসিয়ে একটা শব্দই আওড়াচ্ছে।

“আই লাভ ইউ রোজ,আই লাভ ইউ ইনফিনিটি।”

উৎসা হেসে দেয়, পুরুষ পাগল। বিশেষ করে তার ব্যক্তিগত পুরুষ একটু বেশীই পাগল। ঐশ্বর্য কে নতুন

রূপে আবিষ্কার করলো উৎসা,চমকে উঠে সে। অন্তর আ'ত্মা শুকিয়ে আসছে তার,এই কী সেই অস'ভ্য রিক চৌধুরী!তার এই ভিন্ন রূপ হাত পা অসাড় করে দিতে সক্ষম।"ঐশ্বর্য!"

উৎসা মুখ এলোপাথাড়ি চুমু খেলো ঐশ্বর্য।

"হুস কোনো কথা না। একদম চুপ!"

উৎসা চুপসে গেল।

রাতের শেষ প্রহরে ঐশ্বর্যের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে উৎসা।"মা তুমি আমাকে ভালোবাসো?"

অনেক দিন পর নিকি তার মায়ের কাছে এসে শুয়েছে। আচমকা মেয়ের মুখে এমন কথা শুনে চমকে উঠেন আফসানা পাটোয়ারী।

"হঠাৎ এটা বলছিস কেন?"

নিকি মলিন হাসলো।

"মাঝে মাঝে তোমাকে দেখলে অবাক লাগে মা, তুমি এমন কেন? তুমি তো আমাদের ভালোবাসতে পারতে?"

আফসানা পাটোয়ারী দীর্ঘ শ্বাস ফেললো, তবে কী সত্যি তিনি তার সন্তানদের ভালোবাসেন না?

শহীদ বাইরে দাঁড়িয়ে সবটা শুনলো,বেশ অবাক হলো।এত বছরেও আফসানা তার সন্তানদের মনে জায়গা করে নিতে পারলো না।

বেলকনিতে দাঁড়িয়ে নিকির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছে জিসান। তার ভীষণ খারাপ লাগছে, নিকির মনটা আজ বড্ড ভার হয়ে আছে।

জিসানও বেশ বিরক্ত,মনটা তার বাংলাদেশে পড়ে আছে ঐশ্বর্য ঠিকই তার বউ নিয়ে চলে এসেছে, অথচ বেচারা জিসান একা রয়ে গেল।

মনে মনে হতাশ হলো জিসান, আকাশ পাতাল ভেবে রুমের দিকে চলে গেল। না সে আর থাকতে পারবে না, আপাতত ঐশ্বর্য কে বুঝিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে একে বারে নিকি কে বিয়ে করে তবেই ফিরবে। সকালের মিষ্টি রোদ মুখে এসে পড়ছে ঐশ্বর্যের। বিরক্ত হয়ে নাক মুখ কুঁচকে নেয়, তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ক জ্ব'লে ওঠে।ঘুম জড়ানো চোখে পিটপিট করে তাকালো,উৎসা জেগে আছে। ঐশ্বর্য আলতো করে উৎসার পেটে হাত দিলো, গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে।যা মেয়েটার খিদে পেয়েছে এটা বুঝতে বাকি নেই ঐশ্বর্যের।

শর্ট প্যান্ট পড়ে বেড থেকে নেমে কিচেনে গেল। কিচেনের লাইট অন করে ফ্রিজ থেকে দুধের গ্লাস বের করে গরম করে নেয়। অন্য গ্যাসে ডিম সেদ্ধ করতে বসালো। ঐশ্বর্য চোখ দুটো খুলে রাখতেই পারছে না, তবুও উৎসার জন্য এটুকু করতেই হবে। অবশেষে কাস্টার্ড দুধ আর ডিম ট্রে করে কিচেনের লাইট অফ করে বেরিয়ে গেল ঐশ্বর্য।

উৎসা ঐশ্বর্যের সাদা শার্ট পরে চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে। ঐশ্বর্য এসে বিছানায় বসলো,ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে।

"রোজ খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।"ঐশ্বর্য চামচ দিয়ে ডিম কেটে উৎসার মুখে তুলে দেয়,উৎসা বেশ আরাম করে খেলো। আসলেই খিদে পেয়েছে, এদিকে ঐশ্বর্য কে দেখে হাসি পাচ্ছে।বেশ ভালো উন্নতি হয়েছে, না হলে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে খাবার নিয়ে এলো! বাহ্ বাহ্ উৎসা তোর ভাগ্য দারুণ।

ঐশ্বর্য উৎসার খাওয়া শেষে ট্রে টেবিলের উপর রাখতে যাবে তখনই উৎসা চামচ নিয়ে ঐশ্বর্যের মুখে ধরলো। ঐশ্বর্য বিনা বাক্যে খেয়ে নিলো, খাওয়া দাওয়া শেষে আবারো লাইট অফ করে বিছানায় শুয়ে

পড়ে।উৎসা নিজ থেকে ঐশ্বর্যের বুকে নিজের জায়গা করে নেয়। দুজনের ঘুম প্রয়োজন, ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। এখন আবার উঠতে হয়েছে, ঘড়িতে নয়টা বাজে। ঐশ্বর্য চায় উৎসা আরেকটু ঘুমাক।

“রোজ পেটে পেইন হচ্ছে?”

“উঁহু।”

ঐশ্বর্য নৈঃশব্দ্যে হাসলো ,উৎসার চুলের ভাঁজে চুমু খায়।

“আই লাভ ইউ।”

“হুঁ।”

ঐশ্বর্য কিছুটা রাগলো ,আই লাভ ইউ অর্থ হুঁ!সূর্য উঠেছে, চারিদিক সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

উৎসা,উঠে দেখলো ঐশ্বর্য নেই। উৎসা ওয়াশ রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ফিরে এলো।বাইরে আসতেই দেখতে পেলো মিস মুনা কে।

“গুড মর্নিং ম্যাম।”

“গুড মর্নিং মিস মুনা।”

উৎসার চোখ দুটো ঐশ্বর্য কে খুঁজছে। কিন্তু কোথাও নেই,উৎসা হাঁটতে হাঁটতে করিডোর পার করে

যেতেই দেখলো সুইমিং পুলে ঐশ্বর্য সুইমিং করছে। চমকে উঠে উৎসা, এখনও গা কাঁপানো ঠান্ডা, কিন্তু ঐশ্বর্য সুইমিং করছে?

"হেই সুইটহার্ট।"

উৎসা নাক মুখ কুঁচকে নেয়।

"আপনি কী পাগল?"

ঐশ্বর্য সাঁতরে এগিয়ে এলো, উৎসার দিকে।"তোমার জন্য পাগল রেড রোজ, উম্মাহ্।কাল রাতের পর থেকে তো আমি আরও শেষ!"

ঐশ্বর্যের কথায় অস্থির হয়ে উঠে উৎসা, এলোমেলো দৃষ্টি ফেলছে আশেপাশে। ঐশ্বর্য ফিক করে হেসে উঠলো।

উৎসা ফোঁস করে শ্বাস টেনে বলে।

"বাজে কথা ছাড়ুন,এই সময় সুইমিং পুলে কী করছেন?মা গোঁ মা শরীরে চর্বি ভরা!"

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।

"হায় আমার রোজের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি। সে তো কাছে আসবে না,তাই আগুন নিভাচ্ছা সুইমিং করে!"

উৎসা চোখ বড় বড় তাকালো।

"আস্তাগাফিরুল্লাহ, আপনি এত বাজে কেন?"

“কারণ আমার রোজ একটু বেশি ভালো। আমি বেশী ভালো হলে রোজ সুখ কম পাবে।”

কথাটা বলেই চোখ টিপলো ঐশ্বর্য।উৎসা দু হাতে মুখ চেপে ধরে।এই লোকটা বেশরম, নির্ল’জ্জ কখনো ভালো হবে না অস’ভ্য রিক চৌধুরী।উৎসা বড় বড় পা ফেলে ওখান থেকে চলে গেল। ঐশ্বর্য শব্দ করে হেসে উঠলো,বউ তার লজ্জা পেয়েছে।আহা রিক বউ কে লজ্জা দিতে পেরে ভারী আনন্দ লাগে।

বাইরে গাড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসা, হয়তো কারো অপেক্ষা করছে। ঐশ্বর্য সেই কখন অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে! উৎসা ভাবলো এই সুযোগে একটু ঘুরে আসবে।যেই ভাবনা সেই কাজ, আচমকা একটা বাইক এসে থামলো উৎসার সামনে। নেমে এলো কেয়া, কেয়া কে বাইকে দেখে বেশ অবাক হলো উৎসা।

“ওয়াও কেয়া আপু তুমি বাইকও চালাতে পারো?”

কেয়া ফিক করে হেসে উঠলো।“হুঁ হুঁ,মাঝে মাঝে চালাই।”

উৎসা বেশ আগ্রহ নিয়ে বলে।

“তাহলে আমিও চালাবো, আমি পারি।”

কেয়া বললো।

“অফকোর্স, এসো।”

উৎসা বেশ আগ্রহ নিয়েই বাইকে বসলো,কেয়া পিছনে বসলো।কেয়া আগে থেকেই সতর্ক করে দেয়।

“কিউট গার্ল তুমি কিন্তু আস্তে আস্তে চালাবে, প্রথমে স্পিড বাড়াবে না।”

উৎসা মাথা দুলিয়ে হ্যা বললো।উৎসা বাইক চালাতে লাগল,কিছু দূর যেতেই ব্যালেন্স হারিয়ে উৎসা আর কেয়া দুজনেই উল্টো পড়ে গেল।

যেহেতু উৎসা সামনে ছিল সেই জন্য সে একটু বেশী ব্যথা পেলো।হাত কপাল কেটে যায় তার, কেয়ার হাতে বেশ লাগলো। আশেপাশে দু একজন মিলে ওদের দাঁড় করিয়ে দেয়।

“কিউট গার্ল আর ইউ ওকে?”

উৎসা উঠতে পারছে না, প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছে সে।

কেয়া চমকে উঠে।

“ও মাই গড তোমাকে এখুনি হসপিটাল নিতে হবে!”কেয়া লোকের সাহায্য নিয়ে উৎসা কে হসপিটালে নিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ জিসান কে কল করে,প্রথমে ঐশ্বর্য কে কল করলেও তাকে ফোনে

পায়নি। জিসান উৎসার কথা শুনে দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো, ঐশ্বর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মিটিং এ আছে। আপাতত তাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না।

হসপিটালের বেডে শুয়ে আছে উৎসা, কপালে ব্যান্ডেজ করা।হাতেও লাগিয়ে দিয়েছে, কেয়ার শুধু হাতে ব্যান্ডেজ করেছে।“কেয়া!”

জিসানের কণ্ঠস্বর শুনে ঝাপটে ধরে কেয়া।

“জিসান।”

“আর ইউ ওকে? ঠিক আছিস তুই?”

“হ্যা আমি ঠিক আছি তবে কিউট গার্ল...

“ও মাই গড রিক জানতে পারলে..চল দেখি।”

উৎসা বেডে শুয়ে আছে, জিসান ওর এমন অবস্থা দেখে চমকে উঠে, কপালে পড়ল চিন্তার ভাঁজ। ঐশ্বর্য দেখলে সত্যি রেগে যাবে! কিন্তু তাকে তো জানাতেই হবে। জিসানের ভাবানার মাঝে ঐশ্বর্যের নাম্বার থেকে ফোন এলো।

জিসান শুকনো ঢোক গিললো।“হ্যালো রিক!”

“কী রে তুই কোথায়?”

জিসান কাঁপা স্বরে বলল।

“এক্সুয়েলি রিক ওই আমরা হসপিটালে!”

ঐশ্বর্য কপাল কুঁচকে নেয়।

“হসপিটালে?”পুরুষালী হাতে থা'প্প'ড় খেয়ে বেডের সঙ্গে জড়সড় হয়ে বসে আছে উৎসা,কখন থেকে ফুপাচ্ছে।সাথে নাক টানা তো আছেই! এদিকে জিসান আর কেয়া বাইরে পায়চারি করতে ব্যস্ত, আল্লাহ জানে ঐশ্বর্য উৎসার সঙ্গে কী করছে?

ঐশ্বর্য চেয়ার টেনে উৎসার সামনাসামনি বসলো, দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো।

“প্রবলেম টা কোথায়?বাইক চালানোর এত্ত শখ?”

উৎসা নুইয়ে রাখা মাথাটা তুলল। পিটপিট চোখ করে তাকালো ঐশ্বর্যের দিকে। ঐশ্বর্যের মুখশ্রী লাল হয়ে আছে,রাগ উপছে পড়ছে তার। দৃষ্টি তার কপালে থাকা ব্যান্ডেজের দিকে।

এই তো উৎসা হসপিটালে আছে শুনে পাগলের মতো ছুটে এসেছে। এখন যখন এমনতর অবস্থা দেখলো নিজের রাগ কন্ট্রোল করতে পারেনি।“এসব কী হ্যাঁ? হাত কপাল কী এসব?এই চুপ থাকা যাবে না।টেল মি হোয়াট দ্যা হেল ইজ দিস?”

উৎসা নাক টেনে মিনমিনে গলায় বলল।

“আসলে.. ওই আমরা বাইকে পড়....

কথাটা শেষ করতে পারলো না উৎসা, ঐশ্বর্য গিয়ে গাল চেপে ধরে।

“এত বাইকে উঠার শখ।তোর শখ মেটাচ্ছি আমি।”

ঐশ্বর্য আচমকা উৎসার হাত টেনে বেড থেকে নামিয়ে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল।কেয়া আর জিসান ঐশ্বর্য কে হঠাৎ এত রেগে থাকতে দেখে এগিয়ে এলো।“রিক কী করছিস মিস বাংলাদেশী ব্যথা পাবে?”

“তুই সর জিসান, আমি কিন্তু....

কেয়া ঐশ্বর্যের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে উৎসার হাত এতটা শক্ত করে ধরেছে যে সে ব্যাথায় ক’কিয়ে উঠলো।

“রিক লুক কিউট গার্ল ব্যথা পাচ্ছে।”

ঐশ্বর্য কারো কথা শুনলো না,উৎসা কে টেনে হসপিটালের বাইরে নিয়ে গেল,গাড়িতে রিতিমত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

“আহ্....

ঐশ্বর্য উৎসার ব্যথায় কোনো ভাবান্তর দেখায়নি। খুবই স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়।

কেয়া আর জিসান চিন্তায় পড়ে গেল, ঐশ্বর্য এখন কি করবে?বাড়ির বাইরে এসে গাড়ি থেমেছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা বাজে, আচমকা ঐশ্বর্য উৎসা কে টেনে নিজের কোলে টেনে নেয়। উৎসা ফের ব্যাথায় কঁ'কিয়ে উঠলো।

"উফ্!"

ঐশ্বর্য চুল গুলো মুঠি করে ধরে উৎসার! চোখ দুটো তার লালচে হয়ে উঠেছে।

"তোর কিছু হলে আমার কী হবে?এত পাগলামি কেন?টেল মি ড্যাম!"

উৎসা কেঁপে উঠলো, ঐশ্বর্যের রাগ দেখে কান্না পাচ্ছে তার।

"অ্যাম স্যরি।"ঐশ্বর্য আচমকা উৎসা কে জড়িয়ে ধরে,তার শক্তপোক্ত শরীর টা কাঁপছে। উৎসা অনুভব করতে পারছে, ঐশ্বর্য মুখ তুলে তাকায়। উৎসার অধরে আলতো করে চুমু খেল।

উৎসা কে কোলে তুলে রুমে নিয়ে গেল, দরজা খুলে উৎসা কে নিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো। সোফায় বসিয়ে আঁ'ক'ড়ে ধরে উৎসার অধর দুটো। ম'ত্ত হয় উৎসাতে,উৎসা ঐশ্বর্যের শার্টের কলার ধরতেই ঐশ্বর্য

সরে গেল । উৎসা পিটপিট চোখ করে তাকালো ঐশ্বর্যের দিকে, ঐশ্বর্য ফ্রিজের কাছে গিয়ে ঠান্ডা পানি বের করে ঢকঢক করে খেয়ে নেয়। আবারও ফিরে এলো উৎসার কাছে, আচমকা উৎসা কে সোফায় শুয়ে দিল। নিজের সম্পূর্ণ ভার তার উপর ছেড়ে দেয়, উৎসা ঐশ্বর্যের পাগলামি দেখছে। ঐশ্বর্য নিজের অবস্থান ভুলে গিয়েছে,সে ভালোবাসার অমৃত সুধা পান করতে ব্যস্ত। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দুজনের নিঃশ্বাসের ঘনত্ব বেড়েছে।সময়টা আটটা ছুঁই ছুঁই, ঐশ্বর্য কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ফ্লোরের কার্পেটের উপর। দৃষ্টি তার উৎসার দিকে,ফিক করে হেসে উঠলো ঐশ্বর্য। উৎসা লজ্জায় চাদর টেনে মুখ ঢেকে ফেলল। ঐশ্বর্য চাদর টেনে আবারও উৎসার মুখের দিকে তাকায়। উৎসা ঐশ্বর্যের মুখে ধাক্কা দেয় সরাতে, কিন্তু ঐশ্বর্য ফের একই ভাবে তাকিয়ে থাকে।

"আই লাভ ইউ।"

উৎসা মৃদু হেসে বলল।"ভালোবাসি দুই। তবে মনে আছে ঠকিয়েছেন!"

ঐশ্বর্য ঝু কে উৎসার কপালে চুমু খেল।

“স্যরি।”

“আপনি এমন কেন?”

ঐশ্বর্য ভ্রু যোগল কুঁচকে নেয়।

“কেমন?”

“পাগল, অদ্ভুত পাগলামি করেন।”

ঐশ্বর্য উৎসার গালে দাঁত বসিয়ে দেয়।

“আমি পাগল, ক্যারেক্টারলেস সব। নতুন নতুন রূপে দেখাবো।”

ঐশ্বর্য উৎসার পেটে হাত রাখতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো উৎসা।

“কাতু কুতু লাগছে।”

ঐশ্বর্য চিন্তিত কণ্ঠে বলে।

“এখনো?”

উৎসা ফের হাসলো।

“না।”ঐশ্বর্য আরো কিছুক্ষণ উৎসা কে জড়িয়ে ধরে রইল,মিনিট দশেক পর উঠে উৎসা কে কোলে তুলে রুমের দিকে এগিয়ে গেল। উৎসা কে কাউচের উপর বসিয়ে নিজে ফ্রেশ হয়ে এলো, এরপর উৎসা কে বাথরুমে দিয়ে আসে।

উৎসা ফ্রেশ হতে গেল, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বর্য কিচেনে গিয়ে গরম গরম স্যুপ তৈরি করে নিলো।

ঐশ্বর্য এক কাপ কফি নিয়ে জানালার কাছে বসলো,উৎসা বেরিয়ে এলো। ঐশ্বর্য হাত বাড়িয়ে উৎসা কে টেনে নেয়,উৎসা গুটিসুটি হয়ে ঐশ্বর্যের কোলে বসে রইল। অন্ধকার রাত্রি পাশে,উৎসা টেবিলের উপর থেকে কফি কাপ তুলে চুমুক বসালো। ঐশ্বর্য সেই একই কাপ থেকে কফিতে চুমুক দেয়।"আমরা দেশে যাবো না?"

ঐশ্বর্য মুখ নিচু করে উৎসার দিকে দেখে,উৎসা ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

"কেন এখানে ভালো লাগছে না?"

উৎসার মুখ চুপসে গেল, এখানে একা লাগে।

"উঁহু, এখানে একা লাগে। বাংলাদেশে তো সবাই আছে।"

ঐশ্বর্য উৎসার কপালে পড়ে থাকা ভেজা চুল গুলো কানের পিঠে গুঁজে বলে।

"আচ্ছা, তাহলে খুব শিগগিরই বাংলাদেশ ফিরবো। ঠিক আছে?"

উৎসার চোখ মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

“সত্যি?”

“হুঁ। এখান ঘুমাতে হবে,লেটস্ গো।”

ঐশ্বর্য উৎসা কে নিয়ে রুমের দিকে চলে গেল। আপাতত দুজনের ঘুম প্রয়োজন, ঐশ্বর্য যে পরিমাণে উৎসা কে জ্বা’লায় তাতে মেয়েটা সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঐশ্বর্য নিজ মনে ক্রূর হাসলো, ইশ্ বউ তার!“মা তুমি কী পাগল হয়ে গেছো?কী হচ্ছে এসব? আমার বিয়ে ঠিক করেছো অথচ আমি জানি না?”

নিকি কে দেখতে আসবে কাল,এই কথাটা রিতিমত কানে ঝংকার তুলেছে নিকির।মেয়ের মুখে এমনতর কথা শুনে আফসানা পাটোয়ারী ভীষণ বিরক্ত লাগছে।

“হ্যা তো কী হয়েছে?”

নিকি নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলে।

“দেখো মা তুমি এভাবে আমাকে না জানিয়ে বিয়ের ডিসিশন কী করে নিতে পারো?”

আফসানা পাটোয়ারী বেজায় ক্ষে’পে গেলেন।

“তোকে জিজ্ঞাস করে নিতে হবে নাকি?”

“হ্যা অবশ্যই। আমার পছন্দ আছে কী না কিছু জিজ্ঞেস করবে না?”“না, আমার মনে হয় না জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে। তুই যে ওই ঐশ্বর্যের বন্ধু

জিসান কে পছন্দ করিস তা জানতে বাকি নেই আমার।"

নিকি কিছু বলতে যাবে তার আগেই আফসানা ওকে থামিয়ে দিল।

"আমি কিছু শুনতে চাই না,তোকে পাত্র দেখতে আসবে আর তুই ওকেই বিয়ে করবি।"

নিকি রাগে গজগজ করতে করতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। কান্না পাচ্ছে তার, সবসময় তার উপর নিজের ইচ্ছে চা'পিয়ে দেয় আফসানা পাটোয়ারী।

রুমে এসে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল নিকি, বিছানায় বসে পড়ে।কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না?বেড সাইড টেবিলের উপর থেকে ফোন হাতে নিয়ে কল করলো জিসান কে।

জিসান সবে মাত্র শুয়ে ছিল, নিকির কল পেয়ে ঘুম জড়ানো চোখে তাকায়।ধরতে যাবে তার আগেই কেটে গেল। জিসান উঠে বসলো, তৎক্ষণাৎ ফের ফোন বেজে উঠে।"হ্যা নিকি বলো।"

"আপনি কি হ্যা?কত বার কল করতে হয়,একবারে ফোন ধরতে পারেন না?"

"আরে আমার অ্যাংরি বার্ড কী হয়েছে?"

নিকি এমনিতেই রেগে আছে,তার উপর জিসানের কথায় মেজাজ তার তু’ঙ্গে।

“শুনুন একদম মজা না।”

জিসান এবার একটু সিরিয়াস হলো।

“আচ্ছা ঠিক আছে,বলো না কী হয়েছে? এত রেগে কেন?”

নিকি আচমকা কেঁদে ওঠে,সে ভেঙে পড়ার মেয়ে না। কিন্তু আজ তার মধ্যে কিছু ঠিক নেই,সব কিছু উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে।“জিসান আমাকে পাত্র দেখতে আসছে।মা আমার বিয়ে ঠিক করেছে।”

জিসান বিয়ের কথা শুনে স্তম্ভ হয়ে গেল।

“মানে কী? এভাবে হঠাৎ বিয়ে?”

“হ্যা, কিন্তু আপনি তো কিছু করবেন না! বরাবরের মতো হাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন।”

জিসান বুঝতে পারছে নিকি রেগে আছে,আপাতত নিকি কে শান্ত রাখতে হবে। না হলে কী থেকে কী করে ফেলবে?

“আচ্ছা ঠিক আছে আমি কিছু করছি, তুমি প্লিজ চিন্তা করো না নিকি।”

নিকি সূক্ষ্ম শ্বাস ফেললো, কষ্ট হচ্ছে তার।“আপনি আসবেন প্লিজ? আমার প্রচুর একা লাগছে!”

“উঁহু,একা না তো, আমি আছি তো অ্যাংরি বার্ড।”

“প্লিজ তাড়াতাড়ি চলে আসুন।”

“হ্যা আমি রিকের সঙ্গে কথা বলছি। প্লিজ টেনশন করো না। আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি।”

জিসান কোনো রকমে নিকি কে বুঝিয়ে শান্ত করে।“ব্রো কিছু কর! আমি সুইসাইড করব!”

সকাল সকাল ঐশ্বর্যের কাছে গিয়ে ভ্যা ভ্যা করে কাঁদছে জিসান।সে যতই নিকি কে বুঝিয়ে দিক, কিন্তু ওই মহিলার উপর বিশ্বাস নাই।এক মাত্র ঐশ্বর্য ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে না।

“আরে জিসান কী করিস তুই?”

উৎসা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

“জিসান ভাইয়া এত টেনশন নিচ্ছেন কেন?এই যে অস’ভ্য রিক চৌধুরী তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ চলুন ভাইয়ার বিয়ে দিয়ে দি।”

ঐশ্বর্য কিয়ৎক্ষণ ভেবে বললো।“চিল ইয়ার আমি আছি তো!দেখ আমার বোন তোকে পছন্দ করেছে তাই তোর সাথেই ওর বিয়ে হবে।”

জিসানের চোখ দুটো চকচক করছে।
“রিয়েলি? তাহলে চল এখুনি যাই!”
ঐশ্বর্য কপাল চা’প’ড়াচ্ছে।
“ইয়ার সব রেডি কর,আমরা রাতেই ব্যাক করব।”
জিসান ত্বরিতে বেরিয়ে গেল,আপাতত সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে।
জিসান যেতেই উৎসা গিয়ে ঐশ্বর্যের পাশে বসলো।“ভাইয়া আপুকে অনেক ভালবাসে তাই না?”
ঐশ্বর্য এক হাতে উৎসা কে জড়িয়ে বলে।
“আমিও ভালোবাসি, আমার ভালোবাসা কে।”
উৎসা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। ঐশ্বর্য আদুরে চুমু খায় উৎসার কপালে।“বাবা আমার, বোনটাও তাহলে আমার। সেই হিসেবে ও যাকেই পছন্দ করবে তার সঙ্গে বিয়ে। বুঝলেন?”
আজ দুপুরে পাত্র পক্ষ দেখতে এসেছে নিকি কে, কিন্তু আচমকা ঐশ্বর্য,উৎসা, জিসান এবং কেয়া বাড়িতে প্রবেশ করে। ওদের দেখে পিলে চমকে উঠে আফসানা পাটোয়ারীর। শহীদ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে।

নিকি বসা থেকে পাত্রের সামনে দিয়েই দৌড়ে গিয়ে ঐশ্বর্য কে জড়িয়ে ধরে।"ভাইয়া।"

ঐশ্বর্য নিকির মাথায় হাত রাখলো, অস্ফুট স্বরে বলে উঠে নিকি।

"ভাইয়া দেখো না মা জোর করে আমাকে...

"নিকি,, এদিকে এসো তুমি!"

আফসানা গ'র্জে উঠে। ঐশ্বর্য গিয়ে বেশ আরাম করে সোফায় বসলো, পাত্র কে গাঢ় চোখে দেখে নেয়। কেমন অদ্ভুত! কোনো রকম ম্যানলি ভাব নেই।

"আপনারা যদি এখন চলে যান তাহলে আমার জন্য ভালো হবে, এক্সুয়েলি আমার কিছু কথা আছে মিসেস মহিলার সঙ্গে।"পাত্র পক্ষ আ'হা'ম্মক বনে গেল, আফসানা পাটোয়ারী তে ড়ে এলো ঐশ্বর্যের দিকে।

"ঐশ্বর্য এসব কী রকম বেয়াদবি?"

ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো।

"বেয়াদবির কী দেখেছেন?এই যে আপনাদের বলছি কানে কথা যায়নি?আই সেইড গেট আউট।"

শেষের বাক্য কিছুটা কি'ড়'মিড় করে বলল ঐশ্বর্য। লোক গুলো আর অপেক্ষা করলো না, দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

“তুমি কী নিজের ছেলে কে কিছু বলবে? আমার মেয়ের বিয়েতে ও কেন নাক গলাচ্ছে?”

শহীদ দীর্ঘ শ্বাস ফেললো।“প্লিজ আফসানা এখন অন্তত থামো? তোমার এসব আর নেওয়া যাচ্ছে না।”

“মিসেস মহিলা আপনার লজ্জা বলতে কী আদেও কিছু আছে?ছিহ্ শেইম অন ইউ।”

আফসানা তাচ্ছিল্য করে বলে।

“হাহ্ লজ্জা এটা কী তোমার আছে?”

ঐশ্বর্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

“আপনার মতো চিপ মহিলা আমি দু'টো দেখেনি।”

শহীদ হতাশ স্বরে বললেন।

“আর কত? এবার তো কিছুটা লজ্জা করো! তুমি আজ পর্যন্ত যা করেছো তাতে কী একটুও অপরাধ বোধ আছে?”

আফসানা চিৎকার করে বলে।

“না নেই,যা করেছি বেশ করেছি।আজ পর্যন্ত যা যা করেছি, তোমার আর মনিকার সম্পর্ক ভাঙতে সব বেশ করেছি।”

ঐশ্বর্য ক্রূর হাসলো।“এক্সুয়েলি এত দিন আমি মিস্টার শহীদ কে ভুল ভেবেছি,আসল দোষী তো

আপনি যে কী প্রেগন্যান্সির মিথ্যে ড্রা'মা করে ওনাকে বিয়ে করেছেন।"

রুদ্র আর নিকি স্তম্ভ হয়ে গেল,এসব কী শুনেছে নিজের মায়ের সম্পর্কে?

"মা এসব কী বলছে ভাইয়া? তুমি মিথ্যে......

"হ্যা হ্যা আমি মিথ্যে প্রেগন্যান্সির নাটক করে শহীদ কে বিয়ে করেছি। কারণ আমার জ্ব'লছে, আমার বয়ফ্রেন্ড কে কেন অন্য কেউ নিবে, যা করেছি বেশ করেছি।"

নিকি নিশ্চুপ, নিজের কান কে বিশ্বাস করতে পারছে না। শহীদ তাচ্ছিল্যের হাসি টেনে বলে।

"আদতেও তুমি না না পারলে ভালো স্ত্রী হতে আর না ভালো মা। এই দেখো নিজের সন্তানের দিকে তাকিয়ে,ওরা তোমাকে এখন থেকে ঘৃ'ণা করে।"আফসানা বিরক্ত প্রকাশ করলো। ঐশ্বর্য আফসানার সামনাসামনি দাঁড়ায়।

"আপনার মতো মানুষ আমার ভাই-বোনদের আশেপাশে থাকবে তা আমি চাই না। জানেন এত দিন আমি এখানে কেন আসতাম?কেন সম্পর্ক রেখেছি সবার সঙ্গে? আমার মাম্মা চেয়েছিল যাতে

আমি নিজের বাবার কাছাকাছি,ভাই বোনের কাছে থাকি। ইভেন উনি এটাও চেয়েছিলেন আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা থাকুক।আহ্ মাম্মা আদেও জানতো না আপনি কতটা নি'র্দয়। ''আফসানা পাটোয়ারী তাচ্ছিল্য করলেন।

“তোমার মা আসলেই বোকা ছিল তাই বোকামি করেছে, কিন্তু আমি তো বোকা নই!”

ঐশ্বর্য এবার নিজেকে পরিবর্তন করে নেয়, অত্যাধিক রাগ নিয়ে বলে উঠল।

“আমিও বোকা নই, এত দিন আপনাকে এই বাড়িতে রেখে সত্যি খুব বড় ভুল করেছি
কিন্তু কিন্তু এখন আর তা হবে না,গেট আউট।”

ঐশ্বর্যের আচমকা চিৎকার শুনে চমকে উঠে উপস্থিত সবাই। তবে আফসানার এমনই হওয়া উচিত, যেখানে স্বামী সন্তান তার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আফসানা বলে উঠে।

“এটা আমার বাড়ি, একদম যাবো না।তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও।”ঐশ্বর্য আফসানার হাত শক্ত করে চেপে টানতে টানতে সদর দরজার বাইরে ঠেলে দিল।

“এই বাড়ি আমার, একবার যখন এই ঐশ্বর্য রিক চৌধুরী বলে দিয়েছে তাহলে আর কে কী করবে করুক? কোন আদালত আইন দিয়ে আপনি বাড়িতে ঢুকতে পারেন আমিও দেখবো।”

আফসানা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে।

“ঐশ্বর্য আমি কিন্তু....

“গেট আউট।”

ঐশ্বর্য মুখের উপর সদর দরজা বন্ধ করে দেয়।নিকি হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো,বুক ফে টে যাচ্ছে।এই মানুষটা তার মা?অথচ কারো কথাই ভাবে না, এত এত পাপ করে বেড়িয়েছেন।

ঐশ্বর্য নিজের রাগ সামলাতে না পেরে ড্রয়িং রুমে থাকা সব কিছু একে একে ছু ড়ে ফেলে দিল। উপস্থিত সবাই কেঁপে উঠল, জিসান ঐশ্বর্য কে থামাতেই পারছে না।“রিক স্টপ কী করছিস এসব?”

ঐশ্বর্য শুনলো না, ফ্লাওয়ার বাস ফেলে দেয়।

“আমি ওই মহিলা কে ঘৃ’ণা করি।”

কেউই পারছে না ঐশ্বর্য কে থামাতে,উৎসা আচমকা ঐশ্বর্য কে জড়িয়ে ধরে।

“শান্ত হন না প্লিজ!”

ঐশ্বর্য থামলো,চমকে উঠে।বুক কাঁপছে তার,হাত পা পুরোপুরি অসাড় হয়ে আসছে।

“আমার কষ্টের কারণ ওই মহিলা, আমার ফ্যামিলি আজ নেই। আমার মাম্মা আজ বাবার সঙ্গে নেই ওনার জন্য। আমি ঘৃ’ণা করি খুব।”

উৎসা ঐশ্বর্যের পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়, লোকটা খুব কষ্টে আছে অথচ কাউকে বুঝতে দেয় না!প্রায় আজ তিন মাস কে’টে গিয়েছে।আজ এ বাড়িতে উৎসব আছে, রিসেপশন পার্টি।কেয়া এবং রুদ্রর বিয়ে শুধু ওরা না আরো একটি জুটি জিসান ও নিকি।

আনন্দ উল্লাসে পুরো বাড়ি মে’তে আছে, অতিথিদের আসা যাওয়া লেগেই চলেছে।

“ফাইনালি ভাইয়া তোমাকে বিয়ে করেই নিল তাই না কেয়া?”

নিকির কথা শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো উৎসা,কেয়া মৃদু হাসলো। রুদ্র বেশ ভাব নিয়ে বললো।

“সিনিয়র বিয়ে করা এতটা সহজ নয়,যে করেছে সে জিতেছে।”

কেয়া বেজায় রেগে গেল রুদ্রর উপর।দুম করে পিঠে বসিয়ে দিল।“একদম বাজে কথা বলবেন না।”

রুদ্র চোখ টিপলো।নিকি বেশ ভাব নিয়ে বললো।

“এই যে জিসান আপনি শুকরিয়া আদায় করুন আমার মতো হিরে পেয়েছেন!”

জিসান ভাবলেশহীন মুখে বলে।

“অ্যাংরি বার্ড বিয়ে করে কপাল গেল।”

সবাই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো,নিকি চোখ গরম করে তাকালো।এত এত কিছুর বিড়ে উৎসা আশেপাশে তাকাচ্ছে। তার চোখ দুটো ঐশ্বর্য কে খুঁজছে,নিকি খোঁ’চা মে’রে বলে।

“আহা আমাদের উৎসা রাণী তো ভাইয়া কে খুঁজতে ব্যস্ত।”

উৎসা লাজুক হাসলো।উৎসা খুশি ঐশ্বর্যের সঙ্গে বেশ ভালো আছে সে।এই তো জার্মানিতে আসা যাওয়া চলে তার, জিসান ঐশ্বর্য, রুদ্র তিনজন মিলে ব্যবসা সামলে নেয়। ইদানিং ঐশ্বর্য আর শহীদ পাশাপাশি বসে অল্প বিস্তর কথা বলে।ছেলের সঙ্গে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে শহীদ, আফসানার জন্য ইদানিং মনটা তার খারাপ লাগে। আফসানা পাটোয়ারী সেদিন

বেরিয়ে বড়সড় এক্সিডেন্ট করেছেন। এখন তিনি প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে সবাই ওনাকে দেখতে যায়, খারাপ লাগে। হয়তো এটাই তার পাপের শাস্তি।

ভাবনার মধ্যে আনমনে দুতলার দিকে তাকাল উৎসা। হালকা বেগুনী মধ্যে ট্রি শার্ট এবং ম্যাচিং করা ট্রাউজার পড়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।চোখ দিয়ে ইশারা করছে উপরে আসছে,উৎসা লজ্জায় মিইয়ে যাচ্ছে।এই লোকটা ভারী অস’ভ্য, সবসময় তাকে জ্বা’লায়।যখন তখন কাছে ডাকে, হিমশিম খায় উৎসা এই পুরুষ কে সামলাতে।

ঐশ্বর্যের প্রচন্ড রাগ হচ্ছে তার ওয়াইফ অথচ তার কাছেই আসতে চায় না! এদিকে দহনের আ’গু’ন জ্ব’লছে বুকে ঐশ্বর্যের। ঐশ্বর্য ছোট ছোট চোখ করে আবদার করছে উপরে আসতে। কিন্তু উৎসা মুখ ঘুরিয়ে নিল, ঐশ্বর্যের রাগ লাগল। পিঙ্কি ফিঙ্গার কা’ম’ড়ে ধরলো সে, অতঃপর চুল গুলো ডান হাত দিয়ে ব্রাশ করে পিছনে ঠেলে দিয়ে বিড়বিড় করে আওড়াল।

“রোজ একবার আয় তারপর কাঁচা চি’বিয়ে খাব গড প্রমিজ।”

ঐশ্বর্য বাঁকা হাসলো।সব কিছু গুছিয়ে আসতে আসতে রাত ১২.৩৪ বেজে গিয়েছে উৎসার।রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে উঁকি দিল, ঐশ্বর্য কোথায়?চোখ গেল তার ডিভানের উপর আধশোয়া হয়ে বসে আছে ঐশ্বর্য।

“কী হলো এভাবে বসে আছেন যে?”

উৎসা প্রশ্ন করলো তবে উত্তর পেলো না, আচমকা হাতে টান পড়ে। ঐশ্বর্য উৎসা কে কে টেনে কোলে তুলে নেয়।

“মিস ইউ।”

ঐশ্বর্য পরপর দু’টো চুমু খেল উৎসার ঠোঁটে। ঐশ্বর্যের চোখ দুটো অন্য রকম হয়ে আছে, কেমন জানি লাল!

“আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?কী হয়েছে আপনার?”

ঐশ্বর্য মিহি হাসলো,উৎসা নিচের দিকে তাকাতেই দেখলো সিরিঞ্জ ফেলা। উৎসা দীর্ঘ শ্বাস ফেললো, লোকটা আবারও পাগলামি করছে।“এত পাগল কেন আপনি? সবসময় পাগলামি করেন!”

ঐশ্বর্য উৎসার ঠোঁটে কা'ম'ড় বসায়, মৃদু কঁ'কিয়ে উঠলো উৎসা।

"তুমি আশেপাশে থাকলেই ম্যাড হয়ে যাই, সুইটহার্ট ইউ নো না আই কান্ট কন্ট্রোল মাই সেল্ফ।"

উৎসা হাঁসফাঁস করছে, ঐশ্বর্যের লাগামহীন কথা এবং বেসামাল স্পর্শে নাজেহাল অবস্থা।

"ইস্ ছাড়ুন।"

উঁহু।"

ঐশ্বর্য কবে কার কথা শুনেছে?আদেও কী কখনও শুনে?

উৎসা কে নিয়ে বেডে চলে যায়, আলতো করে শুয়ে ওষ্ঠাদয় আঁ'ক'ড়ে ধরে। ঐশ্বর্যের উ'ন্ম'ত্ত কাজ গুলো সত্তা নাড়িয়ে দেয় উৎসার।"আপনাকে খুব ভালোবাসি।"

উৎসার মিনমিনে গলায় বলা কথাটা বেশ কানে লাগলো ঐশ্বর্যের।মুখ তুলে তাকায় উৎসার দিকে।

"আই লাভ ইউ ইনফিনিটি সুইটহার্ট।"

উৎসা ঝাপটে জড়িয়ে ধরে ঐশ্বর্য কে, মূহুর্তে এলোমেলো হয়ে যায় দুজনেই। ঐশ্বর্য নিজের আদুরে স্পর্শে কাঁদিয়ে ছাড়ে উৎসা কে।

রাতের শেষ প্রহর, প্রিয় পুরুষের বুকে ভিজে লেপ্টে আছে উৎসা।হ্যা দুজনেই জানালার কাছে বসে আছে, ঐশ্বর্য খুব যত্ন করে উৎসা কে বুকে আগলে রেখেছে। কপালে পর পর চুমু খায়,এই মেয়ে কে কষ্ট দেওয়া যাবে না।ওর মাঝে ঐশ্বর্যের সব শান্তি লুকিয়ে আছে, উৎসার নিষ্পাপ মুখশ্রী ঐশ্বর্য কে ভালোবাসতে বারংবার বাধ্য করে।

কথা গুলো ভাবনার মাঝেই ঐশ্বর্যের হাতের বাঁধন দৃঢ় হয়।উৎসাও জড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য কে,বুক বরাবর চুমু এঁকে দেয়।"আহ্ আপনি কি কখনো ভালো হবেন না?"

"উঁহু কখনো না। এক্চুয়েলি রোজ ইউ নো হোয়াট আমি না খারাপ থাকতে চাই। খারাপ থাকলে যদি তোমার মতো সুন্দরী পেয়ে থাকি তাহলে সামনে আরো খারাপ হবো যাতে তোমার সাথে বাকিটা জীবন এভাবে পিচফুলি থাকা যায়।"

উৎসা ফিক করে হেসে উঠলো।

"ক্যারেক্টারলেস মানুষ।"

"হুঁ।"

"আমি খুব খারাপ।""আমি খারাপ বাট আমার হার্ট তো ভালো তাই না?"

উৎসা বুঝে গেল ঐশ্বর্য তাকে বলছে , ঐশ্বর্য ফের উৎসার চিবুকে ওষ্ঠা ছুঁয়ে দেয়।

❝ভালোবাসা এমন অনুভূতি যা একজন শুদ্ধ পুরুষ কে যেমন অশুদ্ধ বানাতে পারে! ঠিক তেমনি অশুদ্ধ পুরুষ কে শুদ্ধ পুরুষ বানাতে পারে। শুধু সঠিক মানুষটির অপেক্ষা।❞